গুল্‌বেহেস্ত



শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী।

গুলবেহেস্ত

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

১৩৩৬ সন

মূল্য ১।৹ আনা

প্রকাশক—

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দাশগুপ্ত

পার্শনেল্ এসিষ্টেণ্ট্

ইষ্ট এণ্ড হাউস, উয়ারী, ঢাকা।

ঢাকা—

নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে,

শ্রীরাধাবল্লভ বসাকদ্বারা মুদ্রিত।

ভোরের আলো চোখে লাগ্‌তে,
যার কথাটি জাগে মনে !
বিজন রাতে ঘুমের ঘোরে,
দেখা দেয় যে স্বপনে !
আমার ব্যথার ব্যথী, সুখের সাথী,
বিরহ যার চিরস্মৃতি !
যার আড়াল থেকে ভালবাসা সদাই জাগে প্রাণে,
"গুল্‌বেহেস্ত্‌" দিলেম সেই প্রিয়তম জনে !

(প্রস্তাবনা)

আজি রক্ত আঙ্গুরের রক্ত মদিরা
এনেছি পিয়ালা ভরিয়া !
পান কর বধু, তড়িৎ প্রবাহ
উঠুক ধমনী ভরিয়া !
মর্ম্ম বেদনায় প্রেম অশ্রুধারা
বহুক নয়ন ভরিয়া,
রাখুক স্মৃতি প্রেম অমর
হৃদয়ে তোমার গাঁথিয়া !

পাত্র পাত্রীগণ

পুরুষ

হাসান ... ... মিঠাইওয়ালা।
খলিফা হারুণ উলরসিদ ...
ইসাক ... ... খলিফার গায়ক কবি।
জাফর ... ... ঐ উজীর।
মশ্‌রুর ... ... ঐ জল্লাদ।
রফি ... ... ভিক্ষুকগণের রাজা।
সেলিম ... ... হাসানের বন্ধু।
প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ... ...
প্রধান শান্তিরক্ষক ... ...
আলি, আব্দু ... ... বোগ্‌দাদ অধিবাসী।
অল্‌দার, উইলো, জুপার, টম্‌রস্ক ... ... দাস।
আস্‌মানীর দ্বাররক্ষক ...
চীন দার্শনিক ... ...
একজন দরবেশ ... ...
প্রস্রবণের প্রেতাত্মা... ...
ঘোষণাকারী ... ...
কারাগারের প্রহরীগণ ...

স্ত্রী

পরিবানু ... ...
আসমানী ... ...

গুল্‌বেহেস্ত



প্রথম অঙ্ক



প্রথম দৃশ্য

(পুরাতন বোগ্দাদের একটি দোকানের পিছনের একটি কক্ষ, এক কোণে একটি বৃহৎ কটাহে চিনি জ্বাল হইতেছে, কারণ এটি মিঠাই দোকান। কক্ষটিতে আস্‌বাবপত্র অতি সামান্যই আছে—তবে এমন স্থানে যা আশা করা যায় না—তেমন একটি উৎকৃষ্ট পুরাতন গালিচা সেখানে আছে, আর আছে দেয়ালে টাঙ্গানো নানারকম ছাপ করা পারস্য বস্ত্র খণ্ড। একটি কাঠের বেড়ায় দোকানকে এই ঘর হইতে পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছে। গালিচার উপর মুখোমুখি করিয়া বসিয়া আছে হাসান ও সেলিম। হাসানের বয়স প্রায় পয়তাল্লিশ, সে স্থূলকায়, তার মস্ত গোঁফ, পাগ্‌ড়ী আর জীর্ণ ময়লা পোষাক, তার বন্ধু সেলিম যুবক, একটু অতিরিক্ত জাঁকজমকের ভাব তার পোষাকে পরিস্ফুট)

হাসান। (ঢুলিতে ঢুলিতে) এ আল্লা! এ আল্লা!

সেলিম। হে পুনরুক্তির পিতা, এই সাইত্রিশ বার হ'লো তোমার এই উক্তিটী;

হাসান। (আরো দুঃখপূর্ণ ভাবে) এ আল্লা ! এ আল্লা !

সেলিম। তোমার কি অসুখ টসুখ হয়েছে ?

হাসান। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) এ আল্লা !

সেলিম। সরস মিঠাই বিক্রেতার অমন বিরস মুখ কেন ? ব্যাপারখানা কি, একবার শুনিই না ?

হাসান। জানো, সেলিম, আমি যে প্রেমে পড়েছি।

সেলিম। প্রেমে ! তাহ'লে গালিচায় ব'সে বিলাপ কচ্ছ কেন ? পণ্যশালায় গেলে আর নগদ কিছু ঠুকে দিলে প্রেমিকের আর অভাব কি ?

হাসান। (রাগিয়া) চুপ কর, সেলিম,নইলে এখান থেকে চ'লে যাও। আমি ঠাট্টা করিনি তোমার সঙ্গে ; তোমার এই সব ইতর কথা আমার ভালো লাগ্‌ছে না। হই না কেন আমি মিঠাই বিক্রেতা হাসান, তবু মজ্‌নুর মত আন্তরিক ভালোবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব নয় ; আর বাস্তবিক যাকে আমি ভালোবেসেছি সে লয়লার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আল্লা ! আল্লা !

সেলিম। (বিদ্রূপের সুরে) বটে ! এমন পবিত্র প্রেমটা টের না পেয়ে, বিশেষকে সাধারণ ব'লে ভুল কর্‌লুম ! কিন্তু মজ্‌নুর কথা উল্লেখ না করাই ভালো। মজ্‌নু ছিল রাজপুত্র, তুমি হচ্ছ মিঠাইবিক্রেতা, সে ছিল যুবক, তুমি প্রায় বৃদ্ধ, সে ছিল সুন্দর, তুমি তা নও, তার অন্তরের দাহে শুকিয়ে শুকিয়ে সে হ'য়ে

গিয়েছিল কৃশ,আর তুমি ভীষণ মোটা—নাম বল্‌ব না, ঐ যে চা'র-পেয়েটা, তার চাইতেও। এই বয়সে তোমার প্রেমে পড়ার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, তোমার মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে!

হাসান। হ'তে পারে। এ আল্লারই দান।

সেলিম। অন্ততঃ বল, কে সে? যত দুর্লভ ব'লে কল্পনা কচ্ছ, তত দুর্লভ নাও হ'তে পারে সে, অবিশ্যি যদি স্বয়ং খলিফার কন্যা এবং জিন্‌দের রাণীর উপরে তোমার নজর না প'ড়ে থাকে।

হাসান। শোন, সেলিম, বল্‌ছি আমার কথা। তিন দিন আগে একটি রমণী আমার দোকানে মিঠাই কিন্‌তে এসে-ছিল, পোট্‌লা সহ তার বাড়ী পর্য্যন্ত আমাকে যেতে সে অনুরোধ ক'রেছিল। সেলিম, সেলিম, ঘোম্‌টার তলে তার চোখ দুটী দেখেছিলুম আমি, খলিফার বাগানের যুগল নির্ঝরের মত সে দুটিকে মনে হ'য়ে-ছিল আমার, আর তার ঠোঁট দুটী ঠিক যেন গোলাপী রঙের রসে ভরা দুটী আঙ্গুর! কিন্তু হায়! আমার দিকে সে ফিরেও চাইলে না। কাফেরের কাছে যেমন স্বর্গের দ্বার বন্ধ হ'য়ে যায়, তেম্‌নি আমার মুখের উপর সে তার বাড়ীর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে চ'লে গেল। এ আল্লা! এ আল্লা! (আবার বিলাপ সুরু করিল)

(গান)

খোদা, কোন্ মাট্টিছে বানায়া ঔরৎ,
দিল হ্যায়নি বিলকুল উস্‌মে,
স্রেফ্ খুবসুরৎ !
এত্‌না বেদর্‌দী এত্‌না বেইমান,
তব্‌ভি উস্‌ওয়াস্তে জান্ হায়রাণ !
কিস্তারে বাঁচে খোদা
ই তো বড়ি আফৎ !

সেলিম। মিঠাই শুধু কিনেই নিয়ে গেল, নিজে কিছু বেঁচ্‌লোনা সে ? সেই রমণীটির বাড়ী কোথায় দেখে এলে ?

হাসান। "দিলকুসা" সড়কে, দুই ময়ূরের নির্ঝরিণীর নিকটে।

সেলিম। হাসান, সাহস ধর বুকে, তোমার ভালোবাসা রোগের ওষুধ আমি দিতে পারি হয়ত।

হাসান। আমার ভালোবাসা আরাম কর্ত্তে হবে না ; সেলিম, সেই স্ত্রালোকটির উদাসীনতা আরাম কর।

সেলিম। (হঠাৎ) হাঁ, হাঁ, আর এক উপায় আছে।

হাসান। কি উপায় ?

সেলিম। তুমি যাদুমন্ত্রে বিশ্বাস কর, হাসান ?

হাসান। সে কথা পরে হবে ; কিন্তু ভালো যাদু জানা লোক কই ?

সেলিম। এলেপ্পো থেকে ইহুদী জ্যাকেরিয়া এখানে এসেছে ;

হাটে বাজারে তার কথাইতো শোনা যায় ; সব সত্যি হ'লে, সে নিশ্চয়ই ভারি আশ্চর্য্য লোক।

হাসান। কি কথা শোনা যায় ?

সেলিম। শুনেছি, বোখারায় একটি লোক তাকে গাল দিয়েছিল আর তার মাথায় একটা পাথর ছুড়ে মেরেছিল, এই ইহুদী সেই পাথরকে এবং মানুষকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছিল, সেই অবস্থায় সে সমস্ত পথিকের মাথার উপর দিয়া বোখারা সহরে ভোঁ ভোঁ ক'রে ঘুরে বেড়াত, আর নিজের ঘরের চাল ফাঁক ক'রে তাকে ভিতরে আস্‌তে হ'তো।

হাসান। তাই নাকি !

সেলিম। আরো বেশী আশ্চর্য্যের কথা—কাইরোতে সুলতানকে আমোদ দিবার জন্যে পূরো এক ঘণ্টা কালের জন্যে সেখানকার সমস্ত লোকজনকে বাঁদর বানিয়ে রেখেছিল।

হাসান। এসব আমি বিশ্বাস করি না। তবে ভালোবাসার আড়ক দিবার মত বিদ্যা তাতে থাকৃতেও পারে।

সেলিম। কোনো সন্দেহ নেই, মেয়ে মানুষকে ভালোবাসায় এমন আড়ক রয়েছে—তা তাদের মন যতই কঠিন হোক্‌না কেন। জানি, এক বোতল যাদুর আড়কের জন্যে জ্যাকেরিয়া দশ দিনার নিয়ে থাকে ; তার দোকানে ধনী বুড়ীদের ভিড় কত !

হাসান। এ আল্লা! সেলিম, বল কি? দশ দিনার খরচ করার মত মূল্য কোনো মেয়েলোকের আছে ব'লে তো আমার মনেই হয় না।

সেলিম। কি বল্‌ছ? এই বুঝি তোমার মজ্‌নুর প্রেম! প্রেম-পীড়িত লোকের দশ দিনার তো অতি তুচ্ছ! তার তিনগুণ দিয়েতো তুমি এই গালিচা কিনেছ।

হাসান। গালিচা গালিচাই আর স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকই। একটা হ'লো বেহেস্ত্‌ আর একটা হ'লো জাহান্নাম্‌।

(দোকানের দরজায় প্রবল ধাক্কা শুনে হাসান দ্রুত সেখানে গেল—সে চলিয়া যাইতেই দুই ঘরের মধ্যবর্ত্তী বেড়ার ছোট্ট জানালা দিয়া আস্‌মানী ঘোম্‌টা খুলিয়া কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল)

সেলিম। কি চমৎকার নির্লজ্জা সুন্দরীটি! (হাসিতে দুলিয়া) তার ঠিকানা তো আমি জেনে নিলুম। পয়সা দিয়ে যাদুর আড়ক প্রেমিক পাগলেরাই কিনে থাকে। নির্ব্বোধ হাসান!

(ফ্যাঁকাশে মুখ লইয়া টলিতে টলিতে হাসানের প্রবেশ)

হাসান। সেলিম, তুমি আমার বন্ধু, এই দশ দিনার নিয়ে সেই আড়ক নিয়ে দ্রুত ফিরে এস।

সেলিম। (বিরক্তির ভাণ করিয়া) আল্লা! আমি কি তোমার দূত? নিজেই যাও ইহুদীর কাছে।

হাসান। আমাকে এখনি মিঠাইগুলি তৈরী কর্ত্তে হবে, নইলে

সন্ধ্যার আগে তাকে পাঠানো যাবে না। নাও, ভাই, দিনার নিয়ে আড়ক কিনে আন, বন্ধুর কাজ কর।

সেলিম। (উঠিয়া দিনার লইয়া) আড়কে কোনো কাজ না হ'লে আমাকে কিন্তু জবাব্‌দিহি ক'রো না। আমি যা শুনেছি, শুধু তাই বলেছি।

হাসান। না, আমি তোমাকে দোষ দেবনা। কিন্তু তুমি তাড়াতাড়ি যাও। (সেলিম নিষ্ক্রান্ত—হাসান আগুন চড়াইয়া দিয়া কড়াই ঠিক করিতে লাগিল)—এই ছোঁড়া তো রোজ এসে আমার গালিচা মাড়ায়, কিন্তু আড়ক ভালো হ'লে তাকে সে জন্যে ক্ষমা করা চলে, তা সে আমাকে বিদ্রূপই করুক আর যাই করুক। কি অদৃষ্ট আমার! সামান্য মিঠাই বিক্রেতা হ'য়ে জন্মেছি, আত্মীয় স্বজন বল্‌তেও কেউ নেই। হতুম ধনী তাহ'লে আত্মার আনন্দ বিধান করা যেতো কত রকমে! কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র এবং উপযুক্ত সঙ্গীগণ নিয়ে দিবারাত্রি কি মস্‌গুল হ'য়েই থাকা যেতো! যাক্‌, এখন তার জন্যে মিঠাই তৈরী কর্ত্তে হবে—এমন মিঠাই তৈরী কর্‌ব যা জীবনে আমি কখনো তৈরী করিনি—স্বচ্ছ স্ফটিকের মত মিঠাই, রঙ্গিন গোলাপের মত মিঠাই, চুনি পান্নার মত মিঠাই। গোলাপ মিঠাই গুলোতে সত্যিকার গোলাপের গন্ধই মাখিয়ে দেব, সে যেন চাখ্‌বার আগে শুঁকে বলে—

"কি সুন্দর গোলাপটি !" আর প্রত্যেকটি ফুলের মর্ম্মকোষে সেই ভালোবাসার যাদুর একটি ক'রে ফোটা দিয়ে দেব।

(গান)

আজ যাদু হাম ডার দেউঙ্গি
মিঠাই কি সাথ্‌ !
দেউঙ্গি খোস্‌ব আতর গোলাপ
ক্যা বাৎ ক্যা বাৎ !
হালুয়া লাড্ডু ওম্‌দা খানা,
আউর আউর সব মিঠাই যেৎনা,
চুন্‌ চুন্‌কে বানা দেঙ্গে ক্যা ফূর্ত্তি মেরি,
খোস্‌ হোগি জানি মেরা মিল্‌ যায়গা প্যারী !

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চাঁদিনী রাত্রি। "যুগল ময়ূরের" নির্ঝরিণীর পাশের "আনন্দ সড়ক"। রাস্তায় উভয় পাশে বারান্দাওয়ালা বাড়ী। একটি বাড়ীর সম্মুখে ছদ্মবেশী হাসান এবং দ্বাররক্ষক।

হাসান। ওঁর হাতে কি পেটারাটি পোঁছেছে?

দ্বাররক্ষক। হাঁ,আমি নিজ হাতেই দিয়েছি।

হাসান। তোমার কর্ত্রী কি বলেছেন?

দ্বা-র। মশায়, শূন্যি ট্যাকে এত কথার উত্তর দেওয়া কি আর চলে?

হাসান। (একটি দিনার দিয়া) নাও, এই তো ভ'রে দিলুম। সেই মুখ কি মধু ছড়ালো? বল, বল।

দ্বা-র। তিনি বল্লেন—"জাহান্নামে যাক্ সেই মোটা মিঠাইওয়ালাটা আর তার চোখের কুৎসিৎ চাওনি! তার মুখের চাইতে তার মিঠাই দেখ্‌তে অনেক ভালো।"

হাসান। (স্বগত) মিঠাই যদি ভালো লেগে থাকে, সেও ভালো। (উচ্চে) তুমি কি উত্তর দিলে?

দ্বা-র। আমি বল্লুম—"খলিফার মুকুটের চুণি পান্নার মত উজ্জ্বল এবং সুন্দর তার মিঠাইগুলো, এবং তাদেরই মত সাচ্চা এবং পবিত্র তার মনের ভাব।" কর্ত্রী বল্লেন—

"তার মনের ভাব পবিত্র হ'তে পারে, কিন্তু তার দেহ এবং পোযাক ময়লা।"

হাসান। তিনি কি মিঠাইগুলো খেয়েছেন ?

দ্বা-র। জানি না। কিন্তু কিছু পরেই আমি পেটারাটী সরিয়ে রেখেছিলুম—তখন দেখেছি সেটি শূন্য।

হাসান। ইয়া আল্লা! তুমি জানো। সেলাম ভাই।

দ্বা-র। সেলাম।

হাসান। কিন্তু তোমার কর্ত্রীর নামটি কি বলতো ?

দ্বা-র। তাঁর নাম হচ্ছে—আস্‌মানী।

হাসান। এমন চাঁদিনী রাত্রির পক্ষে উপযুক্ত নামই হয়েছে। সেলাম আলেকুম।

দ্বা-র। আলেকুম সেলাম। (দ্বাররক্ষক ফিরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল)

হাসান। (আত্মগত) হোক্ না ইহুদীরা পুরোণো জাতি, জানুক না তারা নানারকম গুপ্ত বিদ্যা! একি সম্ভব ? রঙ্গিন জল খাইয়ে কি কারো হৃদয় অধিকার করা সম্ভব ? কে জানে ? এমন রাত্রিতে মনে হয় সবই সম্ভব! আহা হা! কি সুন্দর জ্যোৎস্না, ফুর্‌ফুরে হাওয়া বইছে! পাথরের বুকের মধ্যেও যেন নির্ঝরের কাণাকাণির গোপন ইঙ্গিতটি গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। আঃ, আস্‌মানী! আস্‌মানী! আমার মনের কথা কি তোমার হৃদয়ের দরজায় একটু ঘা

দেবে না ? (একটি একটি পদ করিয়া গাহিয়া বাঁশীতে তাহা বাজাইতে লাগিল)

(গান)

যুগ যুগ ধরি বারির বিহনে
তৃষিত পরাণি মোর,
ধূসর বালুকা ঊষর এ মরু,
শ্বসিছে হুতাশ ঘোর ;
বাঁচাও করুণা কণা দানি
আস্‌মানী !
এ হিয়া আগারে আলোক লাগেনি
যুগান্তের তম ঢাকা,
আঁধার মগন, হিয়াটি লইয়া
কার প্রতীক্ষায় থাকা ?
বাঁচাও আলোক কৃপা দানি,
আস্‌মানী !

(হাসান থামিতেই উপরের একটি জানালা খুলিয়া গেল এবং ঘোম্‌টাপরা আস্‌মানী বাহিরের দিকে চাহিয়া গান গাহিল)

(আস্‌মানীর গান)

ওগো কে তুমি অতিথি হৃদয় পুরে
মম প্রেম পাগল পান্থ !
আমায় পাইলে মিটিবে পিয়াসা ?
হৃদয় হইবে শান্ত ?

এস পতঙ্গ রূপানলে ছুটি,
পোড়াও নিজেকে মত্ত !
এস ব'য়ে যায় অচির যৌবন
পিপাসু অধীর ভ্রান্ত !

আস্‌মানী। হে গায়ক কবি, আমার নামও আস্‌মানী বটে, কিন্তু আমার চেয়ে বেশী সুন্দরী কোনো আস্‌মানীর জন্যেই বোধ হয় তুমি এই কথার মুক্তগুলো গেঁথে তুলেছ ?

হাসান। আমার প্রাণে এক আস্‌মানী ছাড়া দুনিয়াতে আর দ্বিতীয় কোনো আস্‌মানী নেই।

আস্‌মানী। এ কি মিঠাইওয়ালা হাসান ?

হাসান। হাঁ, আমি মিঠাইওয়ালা, আমি হাসান।

আস্‌মানী। হাঁ, হাসান, তোমার কথাগুলো তোমার মিঠাইর চেয়ে মিষ্টি।

হাসান। মেঘের আড়ালে পরীদের যেমন দেখায়, ঘোম্‌টার আড়ালে তোমার চোখ দুটিও তেমন জ্বল্‌ছে। হে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, তোমার ঐ মুখটি দেখ্‌বার অনুমতি পাব কি ?

আস্‌মানী। (দুষ্টামি করিয়া) ইস্‌লামের কন্যাগণ অপরিচিতের সাম্‌নে কবে থেকে ঘোম্‌টা খুল্‌তে সুরু করেছে ?

হাসান। প্রাণে প্রাণেই যদি দেখা হ'য়ে থাকে তবে মুখে মুখে দেখা হ'তে আর বাধা কি ?

আস্‌মানী। (চোখ দুটি মাত্র খুলিয়া) এই নাও, খুসি হ'লে?

হাসান। কি ক'রে খুসি হব, সবটুকু না দেখ্‌লে!

আস্‌মানী। বটে?

হাসান। ঘোম্‌টা খুলে ফেল, আস্‌মানী।

আস্‌মানী। তাই খুল্‌ছি, তোমার মুখটি তো নইলে বন্ধ হবে না। (খুলিয়া) হ'লো তো? খুসি হ'লে তো, বাদশা?

হাসান। (উচ্ছ্বাসের সহিত) ওঃ, তুমি কত সুন্দর!

আস্‌মানী। কবিবর, এইটুকুমাত্র বল্‌বার আছে তোমার! কোনো গানের সুর নয়, কোনো কবিতার পদ নয়, স্বর্গের দুয়ার খুলে গেল, অথবা আকাশে দুটী চাঁদের আবির্ভাব হ'লো এরূপ কোনো ইঙ্গিত নয়—শুধু "তুমি সুন্দর"!

হাসান। হাঁ, সুন্দর! তুমি অতি সুন্দর! বেহেস্ত্‌ক্যা পৈরী!

(গান)

আমি হৃদয়ের ভাষা পাইনা খুঁজিয়ে,
আকুলি বিকুলি বুঝাব কি দিয়ে!
ভ'রে উঠে প্রাণ কম্পিত অধর!
আমি শুধু ব'লে উঠি—তুমি সুন্দর!
ওগো তুমি মোর অতি সুন্দর! অতি সুন্দর!

আস্‌মানী। বেশ মিষ্টি ক'রে বলেছ, মিঠাইওয়ালা! এখন আসি তবে।

হাসান। ওগো, দাঁড়াও, আস্‌মানী! তোমার সৌন্দর্য্যের মুক্ততায় আমার সাহস বেড়ে যাচ্ছে। আমি কিছুই না, আর তুমি হ'লে রাত্রির অগণিত তারার রাণী। কিন্তু তোমাকে ভালোবাসার আগুন জ্বল্‌ছে আমার মনে, আস্‌মানী! প্রমাণ লও, রাণী, তোমার ঐ উজ্জ্বল চোখের জন্যে আমি সব কর্ত্তে পারি। আমি লবণ মরু পার হ'য়ে, জীবন সলিলের পেয়ালা রক্ষক জিন্‌দের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আস্‌তে পারি, আমি পৃথিবীর সীমানায় গিয়ে হীরকের কুলায় থেকে হীরামণতোতার ডিম নিয়ে আস্‌তে পারি। আমি সাঁত্‌রিয়ে পার হ'য়ে যেতে পারি সপ্ত মহাসমুদ্র, ডিঙ্গিয়ে যেতে পারি পঞ্চ মহাদ্বীপ, মৃত্যুর নীরব মহিমার মধ্যে অজেয় অটুট হ'য়ে শায়িত দায়ুয়ের হাতের আংটী নিয়ে আস্‌বার জন্যে। সেই আংটী এনে আমি তোমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিতে পারি, ক'রে তুল্‌তে পারি তোমাকে বায়ু রাজ্যের অন্তরীক্ষ-চারীদের রাণী—কিন্তু তুমি কি আমাকে ভালো-বাস্‌বে? পার্‌বে তুমি আমাকে ভালোবাস্‌তে—বাস্‌বে কি আমাকে ভালো, আস্‌মানী?

আস্‌মানী। কি বল্‌ব?

হাসান। (আবেগভরে) ওঃ, উত্তর দাও!

আস্‌মানী। আমাকে কে যেন যাদু করেছে; হাসান, কথা বল্‌তে পার্‌ছি না। আজ অপরাহ্ন পর্য্যন্ত তোমার চেহারার কথা মনে হ'লেই আমার মন বিরাগে ভ'রে উঠ্‌তো। কিন্তু তোমার উপহৃত মিঠাইগুলো খাওয়া অবধি—বাস্তবিক, কি সুন্দর মিঠাইগুলোই হয়েছিল, সেই অবধি তোমার প্রতি আমার মনের ভাব বদ্‌লে গেছে; যাদু ছাড়া আর কিছুতে এমন হ'তে পারে মনে হয় না।

(গান)

আমার এই কাঁচা বয়সে মুচ্‌কে হেসে,
কে গো যাদু কল্লে মোরে!
যাদুতে তার মধু ভরা,
প্রাণ দিয়েছে উদাস ক'রে!
যাদুর কিরে এত গুণ,
ভালোবাসা বাড়ায় দ্বিগুণ!
দেখ্‌তে নারি যারে আম,
তারি তরে মন পোড়ে!

হাসান। (স্বগত) যাদুর জয় হোক্‌—সে আমারি হয়েছে। (উচ্চে) আস্‌মানী, তাহ'লে তোমাকে পাব আমি, ও আস্‌মানী!

আস্‌মানী। আমি কি বৃষ্টির অপেক্ষায় মরুর মতই হ'য়ে আছি না? কামনা পরিতৃপ্তির জন্যেই কি আমার সৃষ্টি হয় নাই, হাসান? আমার বক্ষোদেশ কি চুম্বনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হ'য়ে নেই? এই বাহুযুগ কি প্রেমের বাঁধন বাঁধ্‌তেই এমন মসৃণ ও দৃঢ় হ'য়ে তৈরী হয় নাই?

হাসান। তোমার ঠোঁট দুটি কি রসে ভরা গোলাবি আঙ্গুর নয়? তোমার গাল দুটি প্রেমের মিষ্টি আপেল এবং তোমার চোখ দুটি কি প্রেমের নীলোৎপল নয়?

আস্‌মানী। হাঁ, আর এই কেশ কি প্রেমের পাশ নয়? এই অমল ধবল সমুন্নত হৃদয় কি প্রেমিকের পক্ষে অবসাদহীন চির কারাগার নয়?

(গান)

হৃদয় মালঞ্চে যৌবন কুসুম
পুলকে উঠিছে ফুটিয়া,
এস এস বঁধু তপ্ত চুম্বনে
দাও তার মুখ রাঙ্গিয়া!
ফেল আনি তার তৃষিত অধরে
সুশীতল প্রেমবারি,
শুভ্র কোমল স্ফটিক উরসে
রাখ তব মুখ আনত করি।

কণ্ঠলগ্ন তব প্রেম বাহু তার
সোহাগ পাশে বাঁধিয়া
রাখিবে বঁধু পান কর মধু
নিশি দিন সুখে মাতিয়া !

হাসান। আমি ঐ রূপের সাগরে ডুবে যাচ্ছি, আস্‌মানী! দরজা খোল, দরজা খোল, আস্‌মানী, ঢুক্‌তে দাও।

আস্‌মানী। হায় ! তা যদি পার্‌তুম !

হাসান। কেন নয় ?

আস্‌মানী। হায় ! যদি সেই সাহস পেতুম !

হাসান। কিসের ভয় তোমার ? এখন গভীর রাত্রি, রাস্তায় কেউ নেই।

আস্‌মানী। কিন্তু প্রাণের হাসান, আমি যে একা নই।

হাসান। (কাণাকাণির সুরে) একা নও ? কে ওখানে ? তোমার মা ?

আস্‌মানী। না, যাকে তুমি এখানে পাঠিয়েছিলে, সে।

হাসান। আমি তো কাউকে পাঠাই নি !

আস্‌মানী। তোমারি একজন বন্ধু।

হাসান। পুরুষ ?

সেলিম। (জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া) হাসান, সেলাম আলেকুম। এই কুসুমাস্তীর্ণ কুঞ্জের পথ দেখিয়ে দিয়েছ ব'লে তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

হাসান। (বিস্মিত) সেলিম !

সেলিম। তোমারি অনুগত ভৃত্য।

হাসান। (ভীষণ ভাবে) সেলিম !

সেলিম। তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, হাসান, হীরামণ তোতার ডিমের সন্ধানেই বেড়িয়ে পড়।

হাসান। সেলিম, এখানে তুমি কি কর্চ্ছ ?

সেলিম। প্রেম ! প্রেম !

হাসান। প্রেম ! কি প্রেমের কথা বল্‌ছ তুমি ?

সেলিম। এই প্রেমের কথা ! (আস্‌মানীর কাঁধে হাত রাখিল)

হাসান। আল্লা তোকে বিনাশ করুন, তাঁর শাস্তি তোর মাথায় এসে বজ্রের মত পড়ুক।

সেলিম। আমার অপরাধটা কি, চাচা ? তোমার কাছে কি দোষ কর্‌লুম যে অভিশাপ দিচ্ছ ?

হাসান। কুক্কুর, ছুঁস্‌ না ওকে, ছুঁস্‌ না।

সেলিম। আস্‌মানীকে ছোঁয়াটা কি পাপ নাকি, চাচা ? আমার কি দোষ ? আল্লা ওর গ্রীবাটি শ্বেত পাথরের স্তম্ভের মত কেন গ'ড়ে তুল্‌লেন ? (গ্রীবা জড়াইয়া ধরিল)

হাসান। হারামজাদা ! পাজি !

আস্‌মানী। আমার বাহুযুগল কি ইস্পাতের তলোয়ারের মতন দৃঢ় এবং শীতল এবং তারি মত রক্তপিপাসু নয় ? (বাহুযুগ দিয়া সেলিমের গলা জড়াইয়া ধরিল)

হাসান। ওঃ ! এও দেখ্‌তে হ'লো !

সেলিম। ওর চোখ দুটি কি দুটি নীলকান্ত মণির মতন জ্বলছে না ?

হাসান। হায় কপাল ! হায় কপাল !

আস্‌মানী। আমার ঠোঁট দুটি কি রক্তে ছোবানো দুটি লাল পাথর নয় ? (সেলিমকে চুম্বন করিল)

হাসান। আল্লা, আমি যে আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না !

আস্‌মানী। আর, চাচা, আমার একক জীবনের এককতা দূর কর্‌বার জন্যে এই যে তোমার দৃঢ়কায় ঋজুদেহ বন্ধুটিকে পাঠিয়েছ, তার জন্যে আমি কি ব'লে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আঃ ! যুবতীর একা একা কালযাপন কি দারুণ কষ্ট !

হাসান। (মাথায় হাত দিয়া) ঝরণা, ঝরণা ! ওঃ আমার মাথা, আমার মাথা—(হাত দিয়া মাথার চুল টানিতে লাগিল)

আস্‌মানী। আরে চাচা, এত জোরে টেনো না, হাতের মধ্যে মাথার সব চুল উপ্‌ড়ে আস্‌বে।

হাসান। সয়তানের সন্তানগণ, একবার যদি একটা ছুরি দিয়ে তোদের গলা নাগাল পেতুম !

আস্‌মানী। (স্বগত) আমি তার আস্‌মান—তার জীবনের সূর্য্য ছিলুম, এখন হয়েছি সয়তানের সন্তান—কেন ? পুরুষের ভালোবাসাকে আর কখনো আমি বিশ্বাস কর্‌ব না। আমিই ছিলুম তার একমাত্র কাম্য, আর এখন সে ছুরি দিয়ে আমার গলা কাট্‌তে চাচ্ছে !

(উচ্চে) হাসান, তুমি আমার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা কর্‌লে, আরো কিছু যাদুকরা মিঠাই পাঠিয়ে দিও।

সেলিম। আরে হাসান, জিনের সঙ্গে পরিহাস ত্যাগ কর।

আস্‌মানী। আরে হাসান, ইহুদীর প্রেমের আড়ক আর কিনো না।

হাসান। হায় কপাল!

আস্‌মানী। (সেলিমের প্রতি) দেখ তার দিকে চেয়ে! মাতালের মত যেন টল্‌ছে, ঠিক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌ছে না! (হাসানের প্রতি) আরে বুড়ো, বাড়ী যাও না।

সেলিম। বাড়ী গিয়ে কবিতা লিখ্‌তে থাক, বুঝ্‌লে?

আস্‌মানী। বাড়ী গিয়ে মিঠাই তৈরী কর্ত্তে থাক, বুঝ্‌লে?

হাসান। আস্‌মানী! আস্‌মানী! আমার মাথা—

আস্‌মানী। চ'লে যাও, নইলে ঐ গরম মাথা আচ্ছা ক'রে ঠাণ্ডা ক'রে দেব। বিরক্ত ক'রে খেলে!

হাসান। আস্‌মানী! আস্‌মানী! (বাহু বাড়াইয়া দাঁড়াইল)

(গান—ডুয়েট)

হাসান।

হয়ে জুদাইমে তেরে বেখুদ
তুছে হামারা খেয়াল ক্যা হায়
ইসি তামান্নামে মরমিটে হাম
কভি না পুছা ক্যা হাল ক্যা হায়।
না ছোড় যাওঙ্গি দরকো তেরে,
তোমারি দিল্‌মে খেয়াল ক্যা হায়।

আস্‌মানী। দুনিয়া দেওয়ানা হাম্‌কো লাগি
তোমারি হাল ক্যা পুছেঙ্গে ম্যায়।
দেখো মরতা হ্যায় এক আলম্‌
তুম্‌হি মার তো কামাল ক্যা হ্যায়।

আস্‌মানী। (কথায়) হে আমার বুল বুল,তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এখনি নিবিয়ে দিচ্ছি। (এক পাত্র জল হাসানের উপর ফেলিয়া দিল এবং সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দিল। হাসান যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেখান হইতে এক চুলও নড়িল না)

হাসান। দুর্ব্বৃত্ত কুক্কুর সেলিম,আর তুই ঘৃণ্য স্ত্রীলোক, বাজারে বাজারে তোদেরে বেতিয়ে নিয়ে ফির্‌লে তবে ঠিক হয়! ওঃ, আমার মাথা ঘুর্‌ছে। তুই শূকর, তুই জাহান্নামে প'ড়ে চিরকাল চীৎকার কর্—তুই, তোর জাদু আর তোর ইহুদী সব। (দরজায় প্রবল ঘা দিয়া) আমি বাড়ী ভেঙ্গে ভিতরে ঢুক্‌ব। আমি তোদেরে খুন কর্‌ব। আল্লা, একি কর্‌লে? না, এতো আমারি দোষ, স্বপ্ন দেখার এবং যাদুতে বিশ্বাস করার ফল ফলেছে। আঃ! আল্লা, আমি ম'রে যাচ্ছি। ওঃ, আস্‌মানী, তুমি এত সুন্দর অথচ এত ঘৃণ্য! ওঃ, তুমি আমাকে মেরে ফেলেছ! যাই। (নির্ঝরিণীর ছায়ায় পড়িয়া গেল। সব নীরব। পাশের বাড়ীতে একটি আলো দেখা গেল, সেখানে মৃদু সঙ্গীত সুরু হইল, আকাশে ভোরের আলোর সামান্য একটু স্ফূরণ দেখা গেল)

(খলিফা হারুণ-উল-রশিদ, তাঁর উজীর জাফর, রক্ষী মশ্‌রুর (নিগ্রো) আর ইসাক্‌—এক যুবক কবি, সকলেই বণিকের ছদ্মবেশে প্রবেশ করিল—অদৃশ্য সঙ্গীত থামিল)

খলিফা। ইসাক্‌, আমার মনটি বড় ভারাক্রান্ত বোধ হচ্ছে, রাত্রি এখানো শেষ হয় নাই, এখনো আমরা প্যাঁচানো রাস্তার পাকে পাকে ঘুর্‌ছি, এখন পর্য্যন্ত কোথাও কোনো আমোদের সন্ধান পেলুম্‌ না, এখনো শুভ্র চাঁদ আকাশ হ'তে স্নিগ্ধ কিরণ বিতরণ কচ্ছে।

ইসাক। ওঃ খলিফা, বিজ্ঞের কাছে এই শুভ্র চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণের মধ্যেই, এই নির্ঝরের স্বপ্নাতুর ঝির্‌ ঝির্‌ শব্দের মধ্যেই, জ্যোৎস্না-স্নাত ঘুমন্ত সবুজ বৃক্ষগুলির মধ্যেই কি যথেষ্ট আনন্দের কারণ সঞ্চিত নেই ?

(যে সঙ্গীত এতক্ষণ থামিয়াছিল তাহা আবার আরম্ভ হইল)

(অদৃশ্য নৃত্য-গান)

নিশি শেষ—ম্লান দীপের কিরণ,
মায়া ঘোরে কত অলিক স্বপন
রচিব আমরা রচিব !
ঊষার বাতাসে—ক্লান্ত আবেশে,
পুনঃ তা ভাঙ্গিয়ে দিব !
আশার মদিরা—কল্পনার ভ্রান্তি
মিলিয়ে রচিব দুরাশার শান্তি !
ক্ষণিক জীবনে ক্ষণিকের গান
গাও সবে মিলে ভরিয়ে প্রাণ !

খলিফা। কিন্তু সঙ্গীত শুন্‌ছি যে, আলোকও দেখা যাচ্ছে। এস, এস, এই সময়েও এই অভিশপ্ত রাত্রির কবল হ'তে কিছু আনন্দ ছিনিয়ে নিতে পার্‌ব আশা হচ্ছে।

জাফর। হুজুর, রাত্রি প্রায় ভোর হ'য়ে এল, এখনো আপনি ঘুমোননি। এখন আর আমোদের সন্ধান করা ঠিক নয়।

খলিফা। জাফর, সব বিষয়েই তোমার দোকানদারী বুদ্ধি ছাড়্‌তে পার না।

ইসাক। ঐ তো তাঁর গুণ, খলিফা। ইনি রাজ্যের দোকানদার, সমস্ত প্রদেশের রাজস্ব ইনি বিক্রী করেন আর মানুষের জীবন কিনে নেন্‌।

খলিফা। যথেষ্ট, যথেষ্ট। ওদেরে ডাক, জাফর; দেখ, আমাদেরে ঢুক্‌তে দেয় কি না।

জাফর। ওগো ভদ্র গৃহস্থগণ, শুন্‌ছেন ?

একজন। (জানালা হইতে অদৃশ্য ভাবে) কে ডাক্‌ছে ?

জাফর। মশায়, আমরা চারজন বণিক কাল রাত্রে বাস্‌রা থেকে এসেছি।

একজন। (ভিতর হইতে) তাহ'লে তোমরা বোগদাদের লোক নও ?

জাফর। না, মশায়, বাস্‌রার।

একজন। বোগদাদী হ'লে, খলিফার ভাণ্ডারের সমস্ত ধনরত্ন দিয়াও এখানে ঢুক্‌তে পার্‌তে না।

খলিফা। তাহ'লে যখন বাস্‌রাবাসী তখন ঢুক্‌তে পারি, আশা করি ?

একজন। ঢুক্‌লে তোমরা আমার ক্ষমতার মধ্যেই এসে পড়্‌বে। এসে যদি তোমরা আতিথ্যের অপব্যবহার করো, তাহ'লে তোমাদের মৃত্যু দণ্ড হবে জেনে রেখো। কিন্তু কেউ তোমাদের ঢুক্‌তে বাধ্য কচ্ছে না। হে বাস্‌রাবাসিগণ, শান্তিতে চ'লে যাও।

খলিফা। (স্বগত) বেশ এক বিপদসঙ্কুল আনন্দের সন্ধান পাওয়া গেছেতো! এতো ছাড়া যায় না। (উচ্চে) আতিথ্যের অপব্যবহারের আশঙ্কা সত্ত্বেও আমরা ঢুক্‌তেই চাচ্ছি এবং দরজার অনুসন্ধান কচ্ছি।

একজন। হে বন্ধুগণ, এখান থেকে অনেক দূরে আমাদের দরজা, তোমরা বিদেশী, কি ক'রে তা খুঁজে পাবে ? তবে তোমাদের এখানে উত্তোলনের একটা উপায় কচ্ছি।

খলিফা। জাফর, এই রাস্তার দরিদ্র জনপদে এত বড় একটা বাড়ী আছে তাতো আমি জান্‌তুম না! বাইর থেকে এটাকেও অন্য বাড়ীর মতই বোধ হয়, তবে তফাৎ এই, এর দরজা নেই; কিন্তু এটা যদি বাড়ীর পশ্চাদ্দিক হয় তাহ'লে এ বাড়ীর ভিতরটা বেশ প্রশস্ত এবং তাতে কোনো গোপন রহস্য আছে ব'লে মনে হচ্ছে। আজ রাত্রে একটা কিছু আবিষ্কার করব, জাফর।

জাফর। হুজুর, বিপদের ইঙ্গিত পেয়ে আমাদের সাবধান হওয়া চিত। (একটা ঝুড়ি নীচে নামিয়া আসিল)

খলিফা। বিপদ ? কে ডরায় বিপদকে ? (ঝুড়িতে বসিয়া পড়িল, ঝুড়ি উপরে উঠিয়া গেল)

জাফর। আঃ, মশ্‌রুর, ঘুমুতে পার্‌লে হ'তো।

মশ্‌রুর। খলিফা শুন্‌লে স্বর্গে গিয়ে আপনাকে জাগ্‌তে হ'তো, উজীর সাহেব। (জাফরের গলার কাছে মশ্‌রুর দ্রুত কৌশলে তার তলোয়ার খেলাইয়া দিল)

জাফর। (ঝুড়ি নামিতে দেখিয়া তাহাতে বসিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে, মশ্‌রুরের তলোয়ার দেখাইয়া) স্বর্গের রাস্তাটি খুব সংকীর্ণ এবং ঝক্‌ঝকে দেখ্‌তে পাচ্ছি, মশরুর !

মশ্‌রুর। (তলোয়ারের অর্থপূর্ণ ভঙ্গী করিয়া) হাঁ, উজীর সাহেব, একেবারে সোজা রাস্তা।

(জাফরের পর মশ্‌রুর উঠিল, পরে ইসাকের জন্য ঝুড়ি নামিয়া আসিল)

ইসাক। (একা) যাও—যাও ইস্‌লামের মালিক, নব নব আনন্দের অভিযানে ছুট, আমি আর তোমার সঙ্গে যাচ্ছি না এখন। ঊষার অরুণ রাগ এবং নির্ঝরিণীর ঝর্‌ ঝর্‌ জাগরণ ধ্বনির মধ্যেই আমার জন্যে যথেষ্ট আনন্দ রয়েছে। যাও, হারুণ, এই গৃহ দীপ এবং সংগীতের রহস্য, এই দ্বারহীন বাটী এবং আতিথ্য-বিমুখ গৃহস্থের রহস্য বের কর গিয়ে, যাও—কোনো অনুরাগ অথবা বিরাগের ইতিহাস খুঁড়ে বের কর,

তারপর শপথ ভঙ্গ ক'রে সমস্ত বোগ্‌দাদে সেই কাহিনী প্রচার কর এবং তাকে মুঠো মুঠো সোণা বিলাও: আর স্বপ্ন দেখ্‌তে থাক যে নূতন একটি বন্ধু ক'রে নিয়েছ। হে আমার মুক্তহস্ত বন্ধু, এই যে মুঠো মুঠো সোণা এক রাত্রির জন্যে কোনো নর্ম্মসহচরীকে, একটি বাক্যের জন্যে কোনো কবিকে, আনন্দের মজ্‌লিস্ বসাবার জন্যে কোনো ধনী বন্ধুকে, কিংবা শুধু খেয়ালের জন্যে কোন ভিক্ষুককে বিলাও—এই সব কি দেশের রাজস্ব থেকে নয়—দরিদ্র প্রজার হৃদয়-রক্তে নিঙ্‌ড়িয়ে কি এসব আদায় করা হয় না? কিন্তু প্রজাদের মিলিত দীর্ঘশ্বাস তোমার বাগানের একটি তরু-পত্রকেও যে বিচলিত করে না! আর আমি—আমিও তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছি; আমি ইসাক, —পাহাড়ের মুক্ত অরণ্য এবং বাতাসে যার জন্ম—সেও আজ রাজপ্রাসাদে বাসা নিয়েছে এবং তা যে কারাগারেরই নামান্তর মাত্র তা সে ভুলে গেছে! সে আজ কথার পর কথা বুনে তোমার অনুগ্রহের দাস হ'য়ে আছে, ভুলে গেছে সেটা তার কবিত্বের লজ্জা, তার মনুষ্যত্বের অসম্মান, সে ভুলে গেছে তাদেরে, যারা চাষ করে এবং শস্য বুনে, ভুলে গেছে সেই কুটীর যেখানে তার জন্ম।

(গান)

অনন্ত সুন্দর বিশ্ব প্রকৃতি,
মুগ্ধ নয়নে আঁকি তব ছবি !
আঁকি হৃদয়ের ভাব অগণন,
অশ্রু হাসি প্রেম বিরহ মিলন !
করি সৌন্দর্য্য রচনা মিটাই পিয়াসা,
রচিয়া জগতে প্রকাশের ভাষা !
নিয়ে যাও মোরে চির নন্দনে !
জ্ঞান সুন্দর প্রেম ত্রিবেণী সঙ্গমে !
রূপ রস গন্ধ সুরে মানসী
ফুটাব ভাষায় আমি তব কবি !

(হাসানকে দেখিয়া) এ্যাঁ ! ছায়ায় যে একটা মানুষ প'ড়ে আছে। রাস্তায় আজকাল মৃতদেহের বেশ ছড়াছড়ি দেখা যায়। বিষ, ছুরি, উপবাস—মৃত্যুর কারণেরও অভাব নেই। কিন্তু তুমি তো ভাই উপবাসে মরনি, আর তোমার মুখে এমন একটা কিছু আছে যা আমাকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করেছে ! পোষাক দেখে মনে হয় কোনো সাধারণ লোক হবে—কোনো মুদী কিম্বা রুটিওয়ালা—শরীরটি ময়লা এবং কুৎসিৎ, কিন্তু কপাল দেখে মনে হয় নেহাৎ সাধারণ লোকও নয়। মনে হয়—

জাফর। (উপর হইতে) ইসাক্, উপরে আস্‌ছেন কি ?

ইসাক্। (চীৎকার করিয়া) একটু অপেক্ষা করুন, আমি যাচ্ছি। (আত্মগত ভাবে) এই তিক্ত ঘৃণার রেখাটি ওর মুখে পরিস্ফুট রয়েছে কেন? লোকটি কুৎসিৎ বটে, কিন্তু এর মুখে একটা শ্রী আছে। একি? একটা বাঁশী? আমাদের একই ব্যবসা যে, ভাই। তুমিও সংগীত ভালোবাস্‌তে, তুমি জনসাধারণের গান গেয়ে ফির্‌তে—তেমন গান তো আমি গাইতে জানি না, দাদির কাছ থেকে শিখেছিলুম, এখন সব ভুলে গেছি। (যন্ত্রের মত ভগ্ন বাঁশীটি লইয়া) আঃ! বাঁশীটি যে ভাঙ্গা! (হাসানের হাত ধরিল) ভাই, তোমার হাতটি যে এখনো গরম আছে, বুকটিও যেন নড়্‌ছে; তুমি তো মর নি। (ঝর্‌ণা হইতে জল আনিয়া চোখে মুখে ছিটা দিল) তোমার মুখে এই ঘৃণা বিরক্তির রেখাটি কোথেকে এল, তা পরে জেনে নেব।

খলিফা। (উপর হইতে) ইসাক, ইসাক, আমরা অপেক্ষা ক'রে আছি।

ইসাক। (স্বগত) একটু একা একা ঊষার সৌন্দর্য্যটিও কি ভোগ কর্ত্তে দেবেনা! আঃ! (হাসানের শরীরটি বহিয়া লইয়া সে ঝুড়ির নিকট গেল) {উচ্চে} এই তো যাচ্ছি, হুজুর! (হাসানকে ঝুড়ির মধ্যে রাখিয়া তাহার প্রতি) আমার স্থানটি গ্রহণ ক'রে তোমার অদৃষ্ট পরীক্ষা কর, ভাই! আমি এখনকার মত স্বাধীন, অন্ততঃ

একটি ঊষা সম্ভোগের জন্যে পাহাড়ের উপরকার মুক্ত বায়ুর মত স্বাধীন। (হাসানকে যখন উপরে টানিয়া তোলা হইতেছে তখন ইসাক্‌ দ্রুত সেখান হইতে সরিয়া গেল)

(গান)

আজ ঊষার বাতাস লাগাব গায়ে
মুক্ততার মাঝে রব মুক্ত হ'য়ে।
যাবনা প্রাসাদে রহিবনা ব'সে
দীপাবলী জ্বালা বদ্ধ বাতাসে।
মুক্ত প্রকৃতি—মুক্ত আকাশ
খুলে গেল প্রাণ আজি তার মাঝ!
চাঁদ ডুবে যায় গগনের কোণে,
জ্বলে শুকতারা শুভ্র কিরণে,
ফুল পরিমলে মন্দ সমীরে,
আলস্যে সহাসে জেগে উঠে ধীরে
তরুণ অরুণ—প্রভাতি গেয়ে
আজ ঊষার বাতাস লাগাব গায়ে!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

একটি প্রশস্ত কক্ষ। বামদিকে তিনটি তোরণ পার হ'য়ে একটি বারান্দা …
সেখানে খলিফা, জাফর, মশ্‌রুর আর গৃহস্থ রফি। কক্ষের
ভিতরটা আলোকে উজ্জ্বল, কিন্তু শূন্য। কক্ষের স্থাপত্য
রীতিটি অদ্ভুত, চারিদিকের নিম্ন তোরণগুলি মাঝখানে
একটি সমচতুষ্কোণ স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে।
কক্ষের আসবাবপত্রের মধ্যে যতটা সম্পদের
ততটা সুরুচির পরিচয় নাই।

খলিফা। ইসাক, ইসাক, আমরা অপেক্ষা ক'রে আছি।

জাফর। ইসাক, ইসাক ! হয়ত চেতনা হারিয়েছে।

খলিফা। চেতনা হারিয়েছে !

জাফর। নীচে গিয়ে দেখে আসি কি কর্‌ছে। কথা বল্‌ছে শুন্‌তে পাচ্ছি যেন।

খলিফা। ছায়ার সঙ্গে কথা বল্‌ছে। আজ হয়ত তাকে আবার ভূতে পেয়েছে, থাক্ তার কথা। সে আমাদের বন্ধুত্বের দাবী করে কিন্তু আমাদের প্রাপ্য সম্মান দেখাতে ভুলে যায়। আমি প্রভু, আমি কর্ত্তা তা কি—

জাফর। (তাড়াতাড়ি) আমরা তো এখন বাস্‌রায় নই, সে কথা মনে রাখ্‌বেন—কিন্তু ঐ দেখুন, দড়িতে টান পড়েছে, (মশরুর প্রতি) টেনে তুল।

রফি। (খলিফার দিকে দড়ি অগ্রসর করিয়া দিয়া) হে বাস্‌রা-বাসী, আল্লা তোমার হাতে কার্য্যক্ষমতা ফিরিয়ে দিন্‌। (অজ্ঞান অবস্থায় কাদামাখা পোষাকে ঝাড়ুর মধ্যে হাসানের আবির্ভাব।) এ আল্লা! এ আল্লা! কোন্‌ নর্দ্দামায় প'ড়ে মরেছে এটা? এই কি তোমাদের সঙ্গী, বণিক ভাই সব?

জাফর। (বিস্মিত) গৃহস্বামী, এ আমাদের সঙ্গী নয়, একে আগে আমরা কখনো চোখেও দেখিনি।

রফি। তাহ'লে এটা কি?

খলিফা। আমাদের বন্ধু আমাদের উপর এক খেলা খেলেছে দেখ্‌ছি। নিজের বদলে এই মৃত দেহটা পাঠিয়ে দিয়েছে। চল এটাকে তুলে রাস্তায় ফেলেদি।

রফি। (হাসানের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া) দাঁড়াও, লোকটি তো মরেনি। হো, অল্‌দার!

(ছোট্ট সুন্দর বালক অল্‌দারের প্রবেশ)

অল্‌। হুজুরে হাজির।

রফি। হো, উইলো!

(উইলোর প্রবেশ)

উইলো। (আরো ছোট) প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য।

রফি। জুপার!

(জুপারের প্রবেশ)

জুপার। হুজুরের পায়ের দাস।

রফি। টম্‌রস্ক্‌।

(টম্‌রস্কের প্রবেশ)

টম্‌। কি আদেশ দাসে ?

খলিফা। (জাফরের প্রতি জনান্তিকে) বাস্তবিক, ভারি চমৎকার তো! স্থরুচি ও শিষ্টতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রফি। হে আমার দাসগণ, এটিকে মানুষে পরিণত ক'রে দাও ; একে বাঁচিয়ে তোল, স্নান করাও, সাবান মাখাও, গন্ধ লাগাও, মাথার চুল আঁচ্‌ড়িয়ে দাও, তারপর রীতিমত কাপড় চোপড় পরিয়ে নিয়ে এস আমাদের কাছে।

অল্‌। আমরা শুন্‌লুম।

উই। আমরা মাথা নোয়ালুম।

জু। আমরা কেঁপে উঠ্‌লুম।

টম্‌। আর আদেশ পালনে চল্লুম। (বালক চারিটী নিষ্ক্রান্ত)

খলিফা। (বাড়ীর বড় ঘরে প্রবেশ করিয়া) হে গৃহস্বামী, আপনার বাড়ীটি প্রকাণ্ড এবং ইহার স্থাপত্য রীতিটি অদ্ভুত ! এমন তুচ্ছ সাধারণ রাস্তায় এত বড় বাড়ীটা থাকাই আশ্চর্য্য !

রফি। এটা একটা পুরোণো বাড়ী, জীবন্ত চাম্‌ড়া ছুলে মার্‌বার আগে ম্যালিকি নামীয় কাফেরের দল

এখানে তাদের সভা জমাতো। এটাকে চলন্ত দেয়ালের বাড়ী বলা হয়।

খলিফা। এ নাম কেন ?

রফি। সে আমি জানি না।

খলিফা। সঙ্গীত শুন্‌ছিলুম, তা যে নীরব হ'য়ে গেল ?

রফি। অতিথিগণ, আমার যৎসামান্য আনন্দ বিতরণের চেষ্টার আগে আপনাদের অনুমতির অপেক্ষাই কচ্ছিলুম। সঙ্গীত—হো, নর্ত্তকীগণ ! (হাততালি দিল)

(সঙ্গীত আরম্ভ হইল। রফি কক্ষে প্রবেশ করিয়া ইঙ্গিতে তার অতিথিগণকে নীরবে বসিতে বলিল)

(অদৃশ্য সঙ্গীত)

রিক্ততা সম্পদে গর্ব্বিত আমরা
চাহিনা সঙ্কল্পে ভরেছি প্রাণ,
কদর্য্য, হীনতা, পতাকার তলে
গাও মিলে সবে বিজয় গান।
রোগ শোক তাপ দুঃখ লাঞ্ছনা
পারেনা দমিতে মোদের প্রাণ,
গাও সবে মিলে ভরিয়ে প্রাণ
সম্মিলিত কণ্ঠে বিজয় গান।

খলিফা। আশা হচ্ছে, এইটুকু ভূমিকার পর এই বিচিত্র প্রাসাদে স্বর্গরাজ্যের উপযুক্ত নর্ত্তকীদের দেখা পাব।

জাফর। আল্লা করুন, তাই হোক, হুজুর।

খলিফা। (জাফরের প্রতি) চুপ, আমি নৃত্যশীল পায়ের ধ্বনি শুন্‌ছি। প্রত্যাশার মদ আমার শিরা উপশিরায় নেচে বেড়াচ্ছে। ও জাফর, কি রকম হুরীগণ আজ আমাদের চক্ষে আনন্দ দান কর্‌বে কে জানে? কি গোলাপী বক্ষঃস্থল, কি রূপালি স্কন্ধদেশ, কি সুঠাম পদরাজি, কি সুবলয়িত বাহুপাশ!

(সঙ্গীতের তালে তালে নাচিতে নাচিতে একদল ভিক্ষুকের প্রবেশ। তাহাদের চেহারার এবং পোষাকের কদর্য্যতা অবর্ণনীয়। তাহাদের দলপতির চেহারাটি ভালোই, কিন্তু তাহার পোষাকের কদর্য্যতা এবং ছিন্নতা ভিক্ষুকের দলপতির তুল্যই)

রফি। ওহে, দুই পায়ের সকল মালিক,
নাচহে গাও, ঘুর সব ঠিক্ ঠিক্,
এক পা দেড় পা যার—দেখি আজ নাচ তার
পা-হীনে শুধু গানে যোগ দিয়ে নিক্।

সকলে। হাঁ, হাঁ।

রফি। পা-হীনে শুধু গানে যোগ দিয়ে নিক্।
দেখাও তোমাদের গলিত ক্ষত,
দেখাও রে অঙ্গ বিকল যত,
অপরূপ যত হবে ঝুলি ভরি তত লবে,
কুশ্রী যত কৃপা লভিবে তত।

সকলে। ঠিক্, ঠিক্।

রফি। কুশ্রী যত কৃপা লভিবে তত।
ঠোঁট দাঁত হীনেরা এসে পড় ত্রস্তে,
কুষ্ঠী-মৃগী রোগী উন্মাদ গ্রস্তে,
অন্ধেরা নাচো সব মিলি কর কলরব,
পায়ে বুকে মাথায় কেউ নাচো হস্তে।

সকলে। আরে বাঃ বাঃ !

রফি। পায়ে বুকে মাথায় কেউ নাচো হস্তে।

(সকলের গান)

বোগ্দাদী ভিখিরী মোরা ভিখিরী,
কিবা কোথা পাওয়া যায় তারি ফিকিরী।
ভূগর্ভে আছে কোঠা, সোণা তায় লোটা লোটা,
রাত দিন তাহারি সন্ধানে ফিরি।
আরে হাঁ, হাঁ—
রাত দিন তাহারি সন্ধানে ফিরি,
বোগ্দাদী ভিখিরী মোরা
বোগ্দাদী ভিখিরী।

একজন। কারো পেশা ভিক্ষা, কারো বা চুরি।

অন্য একজন। কেউ পায়ে ধরে, কেউ চালায় ছুরি।

অন্য একজন। আঁধারে আলোকে তারা—

অপর একজন। চলে যত নাম হারা,

অপর একজন। ঠিক নেই পেশার, ফকিরী বা ফিকিরী।

সকলে। বোগ্দাদী ভিখিরী মোরা
বোগ্দাদী ভিখিরী।

(গৃহস্বামী হাত তুলিল। সকল ভিক্ষুকেরা উপুর হইয়া
মাটিতে শুইয়া পড়িল)

(ডানদিকে একদল গৌরবর্ণা সুন্দরী ও বামদিকে একদল
কৃষ্ণবর্ণা সুন্দরীর প্রবেশ ও গান)

মন খুসিদের দল (তোরা) আয়রে দুলে দুলে,
পায়ে পায়ে ছড়িয়ে আয় পল্লবে ও ফুলে,
জোনাকিরা ঝিক্ মিক্ বেণু শাখা চিক্ চিক্,
বুলবুলি তান ধর্ হেনা শাখার তলে!

(গৌরী)। চিক্ মিক্ তরুপর চাঁদের চারুকর,
(কৃষ্ণা)। ছায়াটি পথ পর লুটিয়া পড়ে।
(গৌরী)। হাসিছে নভতল, চম্‌কে তারা দল,
(কৃষ্ণা)। মেঘেরা ছল ছল আবেগ ভরে।
(গৌরী)। চাঁদে মেঘে বলাবলি, আলো ছায়া গলাগলি।
(কৃষ্ণা)। আজি দাও কোলাকুলি হৃদয় পরে।

(উভয় দলে আলিঙ্গন)

(সকলে)। মন খুসিদের দল (তোরা) আয়রে দুলে দুলে,
পায়ে পায়ে ছড়িয়ে আয় পল্লবে ও ফুলে,
জোনাকিরা ঝিক্‌মিক্, বেণু শাখা চিক্ চিক্,
বুলবুলি তান্ ধর্ হেনা শাখার তলে।

(ভিক্ষুকদিগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সকলে তাহাদিগকে
ঘিরিয়া নাচিতে লাগিল)

গৌরী প্রাধানা। কোত্থেকে এল এই ভিক্ষুক দল,
কে তৈরী কর্‌ল এ কদর্য্যে, বল্!

কৃষ্ণা। কম রজনীর ভালে আজি কেবা কালী ঢালে,

গৌরী। অমৃত সরসে এ গ্লানির গরল!

কৃষ্ণা। ভগ্নীরা ছুটে চল্‌, কে হেথা থাকে,
ছুঁস্‌নে গো তোরা কেউ ছুঁস্‌নে পাঁকে।

(ভিক্ষুকদের প্রধান কৃষ্ণার পা ধরিয়া ফেলিয়াছিল, কৃষ্ণা তাহা ছাড়াইয়া লইল)

ভিক্ষুক প্রধান। পঙ্কেতে যদি এবে পদ্ম ফুটে,
সুন্দরী তবেও কি যাইবে ছুটে?
কালো ভেদ করি যদি ফুটে আলো,
তাহ'লেও চ'লে যাবে বলো সখি বলো?

(এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ভিক্ষুকপ্রধান দাঁড়াইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ছিন্ন চীরের মলিন বেশ খসিয়া পড়িল এবং তার গায়ে উজ্জল বেশ ঝল্‌সিয়া উঠিল)

চির দাস যদি চারু চরণে লুঠে,

(সকল ভিক্ষুকদল উঠিয়া পড়িয়া মিলিত কণ্ঠে এই পদটি গাহিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জীর্ণ মলিন পোষাক খসিয়া গেল এবং সুন্দর বেশে মণি-মুক্তা ঝল্‌সিয়া উঠিল)

সকলে। চির দাস যদি চারু চরণে লুঠে,
সুন্দরী তাহ'লেও কি যাইবে ছুটে?

(সকলে এক একটি সুন্দরীর পায়ে পড়িল)

মেয়েরা সকলে। মন খুসিদের দল........ইত্যাদি।

(রফি তাহার হাত তুলিয়া ধরিল। সকলে তন্মুহূর্ত্তে একসঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিল)

একজন। (কথা) চুপ্‌, রাজা কি বল্‌ছেন।

অপর একজন। ভিক্ষুকদের রাজা।

অন্য একজন। রাজা।

ভিক্ষুক প্রধান। ভিক্ষুকদের রাজা, অবিশ্বাসীদের খলিফা, রৌপ্য পথের ময়ূর, বোগ্‌দাদের প্রভু!

জাফর। (স্বগত—বিস্মিত) ভিক্ষুকদের রাজা!

মশ্‌রুর। (" ") বোগ্‌দাদের প্রভু!

খলিফা। (" ") অবিশ্বাসীদের খলিফা? আল্লা! আচ্ছা পরিহাস তো!

রফি। (উপরের পোষাক ফেলিয়া দিয়া সশস্ত্র রাজবেশে আবির্ভূত হইয়া) আমার প্রজাগণ আর অতিথিগণ, আমাদের সেই দিনের সূচনা পূর্ব্বাকাশে ফুটে উঠেছে। এখন যখন আমাদের ষড়যন্ত্র পাকা হ'য়ে উঠেছে, আয়োজন সব প্রস্তুত, তখন আর তোমাদেরে কি বল্‌ব, হে আমার ভক্তগণ? বল্‌ব কি, বুকে সাহস ধর? তার দরকার নেই, তোমরা সিংহ শিশু। বল্‌ব কি, খলতা অবলম্বন কর? তার দরকার নেই, খলতায় তোমরা সর্প। বল্‌ব কি, রক্তপিপাসু হ'য়ে উঠ? তারো দরকার নেই, রক্ত পিপাসায় তোমরা ব্যাঘ্র। চেয়ে দেখ, যে বোগ্‌দাদে কয়েক মুহূর্ত্ত পরে অগ্নিকাণ্ড ঘট্‌বে, তা এখনো ঘুম ঘোরে স্বপ্ন দেখ্‌ছে! তোমরা ভিক্ষা করেছ, এখন তোমরা আদায় কর্‌বে; তোমরা তোষামোদ করেছ, এখন তোমরা লড়্‌বে। তোমরা

ষড়যন্ত্র করেছ, এখন তোমরা লুঠ কর্‌বে। তোমরা পায়ে ধরেছ, এখন গলায় ছুরি চালাবে। কি সমুচ্চ নাসিকাধ্বনি ক'রেই ওরা ঘুমুচ্ছে! এই শূকরের দলের সমস্ত নাকগুলো আজ টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে ফেল্‌তে হবে! তারা তামা ছুঁড়ে দিয়েছে আমাদের দিকে, আমরা ফিরিয়ে দেব ইস্পাত—ডামাস্কাসের প্রথম শ্রেণীর ইস্পাত, যা বেশ সরু, গভীর হ'য়ে গিয়ে বুকে বসে। আর সেই ময়ূরের ময়ূর, লাম্পট্যের প্রতিমূর্ত্তি সেই খলিফাকে আমি জীবন্ত কবরে পুর্‌ব, নিজ হাতে পূর্‌ব। তার বাগান, ঝর্‌ণা, গ্রীষ্মাগার আর প্রাসাদ, তার ঘোড়া, গাধা, উট্‌ আর হাতী, তার বসোরার গোলাপ আর ফেরঙ্গি স্থানের মদ, তার মিশরের খোঁজা আর বোখারার গালিচা, তার সোণা রূপা আর মণিমুক্তা সব তোমাদের; তার স্ত্রীলোকগণ—সব বাছা বাছা সুন্দরী স্ত্রীলোকগণ তোমাদেরই হবে—তবে যার সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়েছি, শুধু সেটি ছাড়া—সেটি হচ্ছে আমার, ঘোম্‌টা খুলে খলিফাদের সিংহাসনে সে-ই আমার সঙ্গে বস্‌বে —তখন তোমরা সবে জয়ধ্বনি ক'রে উঠ্‌বে— চীৎকার ক'রে বল্‌বে—

ভিক্ষুকগণ। (চীৎকার করিয়া) "খলিফা মরেছে, শেষ হয়েছে! নূতন রাজার জয় হোক্‌!"

জাফর। (রাগিয়া) এতো ভালো নয়, এমন পরিহাসও সহ্য করা চলে না।

রফি। ওহে অতিথি! সাবধান! অশিষ্টতা প্রকাশ ক'রো না।

জাফর। অশিষ্টতা! গৃহস্বামীর পক্ষে কি তাহ'লে কোনো শিষ্টতার দরকার নেই? অতিথিদের সাম্‌নে এরূপ ভাবে কথা বলা সুরুচির পরিচায়ক নহে। আমাদের তাহ'লে এখান থেকে স'রে পড়াই ঠিক।

রফি। তা যাও, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ক'রে যাবে, খলিফার দেহ-রক্ষীদের সর্দ্দারকে কোনো কথা বল্‌বে না।

জাফর। প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি; আমরা ভদ্রলোক।

রফি। চোর হ'লে তোমাদেরে বিশ্বাস কর্ত্তুম, কিন্তু ভদ্রলোক ব'লে তা কর্ত্তে পারি না। কিন্তু ঠেকে বিদ্রোহীর কাছে যে প্রতিজ্ঞা কর্‌লে, তোমাদের ভদ্রতা জ্ঞানই সেই প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে খলিফার দরজার দিকে তোমাদেরে নিয়ে যেতে শিক্ষা দেবে।

জাফর। পরিহাসই হোক আর যাই হোক্‌, আমি আপনাকে অনুরোধ কর্চ্ছি, ঐ সব কথা আর বল্‌বেন না। শীঘ্রই সকাল হবে; আমাদের চ'লে যেতে হবে। আমাদের জরুরি কাজ রয়েছে; আমাদের গ্রাহকগণ অপেক্ষা ক'রে আছে।

রফি। অতিথিগণ! তাদের নাম বল, দেখ্‌বে তাদের স্বর্ণ

এবং মৃতদেহ একত্রে তোমাদের পায়ের কাছে এসে গড়াগড়ি যাবে।

জাফর। না, আমরা আর এখানে কিছুতেই থাক্‌তে পার্চ্ছি না।

রফি। বণিকগণ, একটা কথা ব'লে যাও! বস্‌রার বন্দরে খুব সুন্দর সুন্দর বাটীতে কি তোমরা থাক?

জাফর। আমাদের বাটীগুলি একেবারে তুচ্ছ নয়।

রফি। কক্ষগুলি কি খুব প্রশস্ত এবং ভালো আস্‌বাবপত্রে পূর্ণ?

জাফর। তা কতকটা তো বটেই।

রফি। আরো কিছু বল; সেই সব ঘরের মেঝেতে কি কোমল গালিচা পাতা আছে?

জাফর। তা, গালিচা আছেই তো।

রফি। পারস্য এবং আফ্‌গানের বহুমূল্য শ্রেষ্ঠ কোমল গালিচা?

জাফর। হাঁ।

রফি। কোমল গালিচা তো পায়ের পাতাও কোমল ক'রে রাখে, আর যাদের কোমল পায়ের পাতা আছে তারা তো চিরকাল বিনয় নম্রতার রাস্তায়ই চলাফিরা করে।

মশ্‌রুর। (তলোয়ার খুলিয়া) আমাদেরে কি তুমি ভয় দেখাচ্ছ?

রফি। তা দেখাচ্ছিই তো, ঘৃণ্য কালো আদ্‌মী কোথাকার! বুদ্ধি বিবেচনার সঙ্গে তোমার চিরকাল ছাড়াছাড়ি হ'য়ে আছে দেখ্‌ছি। তাহ'লে আমার অতিথিত্রয়,

তোমাদেরে কি সব খুলে বল্‌ব ? বল্‌ছি, শোন, আর এক বারটি যদি কোনোরকমে ভয় দেখাও, এড়াবার চেষ্টা কর কিম্বা আর কোনো প্রশ্ন কর, তাহ’লে তোমাদের মাথা আর ঘাড়ে থাক্‌বে না তা ব’লে দিচ্ছি।

(চমৎকার পোষাক পরা হাসানকে লইয়া নৃত্যকারীদের শ্রেণীর মধ্য দিয়া চারিটি বালকের প্রবেশ)

হাসান। (বিলাপ করিয়া) এ আল্লা, এ আল্লা !

রফি। এই তো, আমাদের চতুর্থ অতিথিটি !

অল্‌দার। আমরা ওকে স্নান করিয়ে দিয়েছি ; ওর তা দরকার ছিল।

উইলো। মাথা আঁচ্‌ড়িয়ে দিয়েছি, তার প্রয়োজন ছিল।

জুপার। পোষাক পরিয়ে দিয়েছি, তা আমাদের কর্ত্তব্য।

টমরস্ক। গন্ধ মাখিয়ে দিয়েছি, তাতে আমাদের আনন্দ।

হাসান। (পূর্ব্বের মত) এ আল্লা ! এ আল্লা ! হাসান গেছে, হাসান আর নেই ! সে মরেছে। তার কবর হয়েছে ! সে এখন একটা হাড় ছাড়া কিছু নয়। এ আল্লা !

রফি। কি হাসান—তাই তোমার নাম বোধ হয়—এরা কি তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে নি ? বল, যদি কিছু খারাপ ব্যবহার ক’রে থাকে, আমি তাদের—

হাসান। ওগো হুজুর, কারো মাথা ঘাড় থেকে ফেলোনা, আর সর্ব্বোপরি আমার জীবনটি নিয়ো না, প্রভু।

রফি। আমার কথা শুন্‌তে পেয়েছ দেখ্‌ছি! কোনো ভয় নেই। আমি আমার অতিথিদের কাছ থেকে শুধু ভদ্র ব্যবহার চাই।

হাসান। এঁ্যা! এই লোকেরা কে?

রফি। বোগদাদের ভিক্ষুকগণ! রাস্তায় রাস্তায় আমার ইঙ্গিতের অপেক্ষায় এমন দশ হাজার আছে। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তারা ঘুমন্ত রাজরক্ষীদের উপর গিয়ে বিস্ময়ের মত পড়্‌বে, বোগদাদ দখল কর্‌বে, খলিফাকে হত্যা ক'রে আমাকে রাজা কর্‌বে।

হাসান। (বিস্মিত) আজ রাত্রে আমার হ'লো কি! জেগে এমন স্বপ্নতো আর কখন দেখিনি!

রফি। হাসান, তুমি ঠিক সময়েই এসেছ। আমাদের আমোদের নিশাটি কার্য্যের দিবালোকে গিয়ে মিশে যাচ্ছে। আজ্‌কের কাজ আমাদের জয়যুক্ত হোক্‌, এক পেয়ালা মদ খেয়ে সকলে সেই শুভাশীর্ব্বাদ কর, আর এখানে শুয়ে বোগদাদ ধ্বংসের দূরাগত ধ্বনি শোন। গৃহস্বামী তোমাদের চমৎকার মদ খেতে দিয়েছে, অন্ততঃ এটুকু তোমরা বল্‌বে।

(বালক চারিটি মদের পেয়ালা অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিল, খলিফা খাইল না)

রফি। (খলিফার প্রতি) মশায়, আপনি খান না ?

খলিফা। না, ধর্ম্ম শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

রফি। আরবের মরুভূমিতে কিম্বা পারস্যের বালুকা স্তূপে যদি সিরিয়া কিম্বা দ্বীপ সকলের মত রসে ভরা দ্রাক্ষা কুঞ্জের চাষ হ'ত, তাহ'লে ধর্ম্ম শাস্ত্রে হয়ত ঐ মদ নিবারণী শ্লোকটীর অন্ততঃ স্থান হ'তো না।

জাফর। শোন গৃহস্বামী ! আমি তোমাকে শুভাশীর্ব্বাদ কচ্ছি। এক সঙ্গে যারা মদ খায় তারা, খুনীই হোক আর চোরই হোক, তাদের চিরবন্ধুত্ব হ'য়ে যায়।

মশ্‌রুর। (স্বগত) গৃহস্বামী, যে দিন তোমার ঘাড় কেটে রক্তপাত কর্‌ব সেই দিন সেই রক্ত কিছু পানও কর্‌ব, আজ্‌কের এই মদ খাওয়ার কথা মনে ক'রে। (প্রকাশ্যে) দাও ! (পান করিল)

রফি। (বিদ্রূপের সুরে) বেশ অমায়িক প্রকৃতির তিনটি আমুদে লোক দেখ্‌ছি তোমরা। (পান করিল)

হাসান। আমিও পান কর্চ্ছি একটি স্ত্রীলোককে ভুল্‌তে, কিন্তু এই ছোট্ট পেয়ালাটিতে কি হবে ?

রফি। যদি ভালোবেসে থাক তাহ'লে এ রকম দশটি কিম্বা দশ সহস্রটিতেও কিছু হবে না। আজ রাত্রে আমার ভুলে যাওয়ার পেয়ালা বোগ্দাদের খলিফার রক্তে

পূর্ণ করব। ভাই, সেই বড় পেয়ালাটিতে হবে কি ?

হাসান। (ভয়ে) ভীষণ লোক তুমি, আমাকে ভাই ব'লে ডেকো না। ইস্‌লামের পবিত্রতম রক্ত পাত কর্‌বার দুঃসাহস কার ? কেন তুমি এমন ভীষণ কার্য্যে ব্রতী হয়েছ ?

মশ্‌রুর। কেন তুমি তাঁকে জীবন্ত কবরে পুত্‌তে চাও ? কাহিনীটা শুনি !

জাফর। বল, যদি তোমাকে পাগল কিম্বা ভাঁড় মনে না করাতে চাও আমাদেরে।

খলিফা। স্ত্রীলোকটির কথা বল শুনি ! আমরা তো তোমার মুঠোর মধ্যেই আছি, বল্‌লে কোনো অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই।

রফি। (একটু দ্বিধার পর) হাঁ, অনিষ্ট আর কি হবে ? আমার মনের ভারই কিছু কম্‌তে পারে। শোন তাহ'লে। আমার নাম রফি। মশুলের ওদিকে পাহাড়ে আমার বাড়ী ছিল। পরিবানু নামে একটী সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়, কিন্তু বিয়ের আগের দিন মশুলের শাসনকর্ত্তা আমার দেশ আক্রমণ করেন। লুঠ তরাজ কিছুই বড় নাই, শুধু পরিবানু একা পাহাড়ের পথে বেড়াচ্ছিল, তাকেই ধ'রে নিয়ে গেল। আমি

যখন শুন্‌লুম্‌ তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চেপে মণ্ডলের শাসনকর্ত্তাকে যেরূপেই হোক্‌ একা বধ কর্‌তে ছুট্‌লুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে শুন্‌লুম, পরিবানুকে অন্যান্য দাসগণ সহ টাইগ্রিস্‌ নদী দিয়ে বোগ্দাদে পাঠানো হয়েছে। তা শুনে ছ'জন জোয়ান লোক নিয়ে, আমি দাঁড় চালালুম। তৃতীয় রাত্রির শেষে আমরা বোগ্দাদে পৌঁছ্‌লুম। আমি নৌকা হ'তে বাঘের মত লাফিয়ে পড়্‌লুম এবং রাস্তায় রাস্তায়—"দাস বিক্রয়ের বাজার কই," "দাস বিক্রয়ের বাজার কই" ব'লে পাগলের মত ঘুর্‌তে লাগ্‌লুম।—হঠাৎ একটা মোড় ফির্‌তেই আমি সেই বাজারে এসে পৌঁছ্‌লুম। বাজারটি যেন একটি বাগান! রঙ্‌ বেরঙের পোষাক প'রে সুন্দরী যুবতীরা ফুলের মত চারিদকে ফুটে আছে, কেউ কেউ ফুলের মতনই নগ্ন। আমি ছুটে পরিবানুকে তাদের মধ্যে খুঁজ্‌তে লাগ্‌লুম, সকল যুবতীরা আমার দিকে চেয়ে নিষ্ঠুর হাসি হেসে উঠ্‌লো। হঠাৎ দেখ্‌লুম, সে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে; ঘোম্‌টা আগে সে কখনো দিত না, কিন্তু এখন তার দেখ্‌লুম ঘোম্‌টা রয়েছে—সমস্ত অবগুণ্ঠনহীনাদের মধ্যে। আমি তাকে তার হাত দুটির সৌন্দর্য্য দেখেই চিন্‌লুম এবং চীৎকার ক'রে হেঁকে উঠ্‌লুম—"ও বিক্রেতা, এই অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোকটির জন্যে হাজার

দিনার লও !" বিক্রেতা বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠ্‌লো এবং দু'হাজার চাইলো। আমি সোণার বদলে আমারি হৃদয় রক্ত ক্রয় কর্‌লুম, সে তার ঘোম্‌টা খুলে ফেলে আনন্দে চীৎকার ক'রে আমার বুকে এসে পড়ল, তা দেখে সমস্ত দাসযুবতীরা হাততালি দিয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে একটি কাফ্রি খোজা এসে বাজারে ঢুক্‌লো, সে এত দীর্ঘ এবং কুৎসিৎ যে সূর্য্যের আলোকও ম্লান হ'য়ে গেল, গাছে গাছে পাখীরা ভয়ে ডাক্‌তে লাগ্‌লো। সকল বিক্রেতা এবং দাসগণ তার কাছে মাথা নোয়ালো। আমার বিক্রেতার কাছে এসে সে বল্‌লো—"খলিফা তাঁর পছন্দ কর্‌বার আগে তুমি দাস বিক্রী কর্চ্ছ কেন ?" তারপর পরিবানুর দিকে ফিরে বল্লো,—"তোমার স্থানে ফিরে যাও।" আমি বল্লুম—"তাকে আমি ক্রয় করেছি" কিন্তু খোজা বল্লে—"চুপ কর, আমি তাকে খলিফার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি।" তৎক্ষণাৎ দু'জন রক্ষী পরিবানুকে ধ'রে ফেল্‌লে, আমি তলোয়ার বের ক'রে খোজাকে হাজার টুক্‌রায় কেটে ফেল্‌তে উদ্যত হয়েছি, তখন পরিবানু চোখে ইঙ্গিত করল, আমি চেয়ে দেখি বহু সৈন্য এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তারা তাকে নিয়ে যাচ্ছে তখন পরিবানু আমাদের দেশের ভাষায় ব'লে গেল—

"আমি মর্‌ব, তথাপি কেউ আমাকে অপবিত্র কর্ত্তে পার্‌বে না; জীবিত বা মৃত, শীঘ্র কিম্বা বিলম্বে, খলিফার উপর তোমাকে প্রতিহিংসা নিতে হবে।" এই আমার কাহিনী, এরি জন্যে খলিফাকে আমি জীবন্ত কবরে পুত্‌তে চাই।

খলিফা। (আতঙ্কে) জীবন্ত কবরে! সয়তান!

মশ্‌রুর। কাহিনীর এই সব?

জাফর। একটি যুবতীর মান অপমানের জন্যে তুমি কি সম্রাটকে মার্‌তে চাও?

খলিফা। (রাগের সহিত) তোমার তুচ্ছ ভালোবাসার সমান মূল্যবান মনে কচ্ছ ইস্‌লামের গৌরব?

রফি। এই হারুণটা কি ইস্‌লামের গৌরব নাকি? তার সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য, তার অন্তঃপুরের গোলাপী দাস-যুবতী, তার সুখ সৌভাগ্য, তার রৌপ্য নির্ঝরের মৎস্য—এই কি ইস্‌লামের গৌরব নাকি?

জাফর। আল্লা তোমার সমস্ত ষড়যন্ত্র পণ্ড কর্‌বেন।

রফি। দেখা যাবে। বিদায়, অতিথিগণ! পরিবানুর প্রতিশোধ নিতে এবং বোগদাদকে রক্তে স্নান করাতে চল্লুম আমি।

জাফর। আর আমাদের কি হবে?

রফি। তোমরা আমার অতিথি হ'য়ে এসেছ, সে ভালোই হয়েছে; তোমরা ধনী এবং গর্ব্বিত, মৃত্যুই তোমাদের

উপযুক্ত শাস্তি। তবে লোহার খাঁচায় যেমন, এখানেও তেম্‌নি নিরাপদেই থাক্‌বে তোমরা ; আর দূর থেকে স্বপ্নের মত অত্যাচারের প্রতিমূর্ত্তির পতন শব্দ শুন্‌বে।

খলিফা। (তাহাকে বাধা দিতে বেগে ধাবিত হইয়া) আমি শপথ কর্চ্ছি, এখান থেকে তুমি যেতে পার্‌বে না আর আমরাও এখানে থাক্‌ব না।

রফি। সাবধান, ছুঁয়োনা আমাকে।

(রফি লাফ দিয়া দূরে সরিয়া গেল। ভিক্ষুকেরা এবং স্ত্রীলোকেরা এখন কক্ষের দেয়াল ঘেষিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, অতিথিরা আল্‌গা হইয়া কক্ষের মধ্যস্থলে আছে। প্রত্যেক স্তম্ভের আড়াল হইতে তখন একটি করিয়া সৈন্য চকিত অতিথিদের দিকে লক্ষ্য করিয়া মুক্ত তরবারি হস্তে প্রবেশ করিল)

(ভিক্ষুক এবং নৃত্যকারিণীদের
গান)

নূতন প্রভাত ফুটিছে গগনে
নূতন অরুণ রাগে।
গিরি নির্ঝরে এ শুভ লগনে
নূতন আলোক লাগে।
পুরাতন আজ হ'য়ে যাবে শেষ
পিছনে চিহ্ন না থাকিবে লেশ,

ধরিবে নগরী যে রক্তিম বেশ,
তাহারি সূচনা জাগে।
হারুণ রক্তে ধুইয়া নগরী,
নূতনেরে লও অন্তরে বরি,
নূতন রাজায় অভিষেক করি
মাখ রক্তের ফাগে!

রফি। (হাত নাড়িয়া সঙ্গীত বন্ধ করিয়া অতিথিদের প্রতি) কেউ একথা জিজ্ঞেস্‌ করেছিল না, এ বাড়ীকে কেন চলন্ত দেয়ালের বাড়ী বলে?

খলিফা। আমিই এ প্রশ্ন করেছিলুম।

(তোরণের প্রবেশ পথগুলি বন্ধ করিয়া সশব্দে চারিদিকে লোহার দেয়ালের পতন। চারিজন অতিথি দেয়ালের মধ্যে আট্‌কা পড়িল)

রফি, ভিক্ষুক এবং স্ত্রীলোকগণ। (একসঙ্গে চীৎকার করিয়া) উত্তর পেলে?

জাফর। ভয়ঙ্কর অবস্থা যে!

(ভিক্ষুকেরা যুদ্ধ সঙ্গীতের ধুঁয়া ধরিল)
নূতন রাজায় অভিষেক করি
রাখ রক্তের ফাগে!

জাফর। (দেয়ালে কাণ পাতিয়া শুনিয়া) তারা কক্ষ ছেড়ে গেছে সব। অন্ততঃ আমরা এখন একা। চলুন, চীৎকার

করা যাক্‌, রাস্তা থেকে লোকেরা তবে শুন্‌তে পাবে।

মশ্‌রুর। (দেয়ালে সশব্দে ধাক্কা দিয়া) কে আছ, বোগদাদবাসী, কে আছ? খলিফার বিপদ! খলিফা কারাগারে! চ'লে এস সবে। খলিফাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর মানবের প্রভুকে, পৃথিবীর বিজেতাকে— (নীরব)

খলিফা। কোনো সাড়া শব্দ কারো পাওয়া যাচ্ছে না তো!

জাফর। রাস্তা থেকে এ ঘর কত উঁচু, ভুলে গেছি! এ বাড়ীর চুদিকে আবার শূন্য বাগানও রয়েছে!

(খলিফা, জাফর এবং মশ্‌রুর চারিদিকে বাহির হইয়া যাইবার পথের সন্ধানে বেগে ধাবিত হইতে লাগিল এবং দেওয়ালে ধাক্কা দিতে লাগিল। হাসান গালিচায় বসিয়া পড়িল)

খলিফা। আল্লা! চিনা খেল্‌নার মতন ওটা যেন ঘরের মধ্যে ঘর। আর ওদিকে ভোরের ঘুমের জড়তার মধ্যে ঐ লোকটা আমার রাজপ্রাসাদ লুঠ ক'রে বোগ্‌দাদে রক্তনদী বইয়ে দেবে। আমাকে চিনে ফেল্‌বে, পরে জীবন্ত কবরে পুত্‌বে।

জাফর। হুজুর! কি কর্‌ব এখন?

খলিফা। তুমি কুক্কুর! গোবরের স্তূপ! আবর্জ্জনার পাহাড়! উজীরকে আমি বেতন দিই পরামর্শ

জিজ্ঞেস্ কর্ত্তে, না, পরামর্শ দিতে ? ভেবে বের কর আমরা কি কর্‌ব। তুমি আমাকে ফাঁদে পা ফেল্‌তে দিয়েছ, আর এখন উটের পিঠ বোঝাই খড়ের পিছন দিক্‌টার মত শুধু কাঁপ্‌ছ, আর কাঁপ্‌ছ আর বল্‌ছ—কি কর্‌ব এখন! আমার সাম্রাজ্য দ্বাদশ প্রদেশ থেকে তিনটিতে এসে ঠেকেছে। কিন্তু যাক্, এর মধ্যে একটি আছে ঘাতক, যদি এক্ষণি বেরুবার উপায় না বের কর্ত্তে পার তাহ'লে তোমার ঘাড় থেকে মাথা আল্‌গা হ'য়ে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে বেশী সময় লাগ্‌বে না।

জাফর। যা হবে তা হবে। কিন্তু এই একজন ভাবনায় ডুবে আছে, সকল বিষয় থেকে আল্‌গা হ'য়ে। তাকে পরামর্শে ডাকা যাক্।

খলিফা। কি হে হাসান! কি ভাবছ তুমি ?

হাসান। আমি গালিচার চিত্রগুলি পরীক্ষা কর্চ্ছি। এটা সস্তা জিনীস, এতে বাজে রং এবং চিত্র সব রয়েছে।

খলিফা। তুমি কি গালিচা বিক্রেতা ?

হাসান। না, মশায়, আমি মিঠাই বিক্রেতা।

খলিফা। আর, আমি খলিফা।

হাসান। আমার মনও তাই বলেছে, হুজুর। (যথারীতি কুর্ণিশাদি করিয়া)

খলিফা। এখান থেকে মুক্তির কোনো উপায় বাত্‌লাতে পারো, হাসান ? যদি না পার তাহ'লে মশ্‌রুর আমাদের

সবের মাথা কাট্‌বে, তোমার মাথাই সকলের আগে। ঐ লোকটার হাতে জীবিত অবস্থায় ধরা পড়্‌তে সাহস হয় না আমার।

হাসান। কিন্তু আমার হয়। আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আচ্ছা, আমাকে যে বাইর থেকে ঝুড়িতে উঠিয়ে দিয়েছিল সে কই? সে তো জান্‌বে আমরা সব কোথায় আছি, সে আমাদের উদ্ধারের জন্যে আস্‌তেও পারে।

খলিফা। কোন লাভ নেই, কোনো লাভ নেই। আমি বরং রফির দয়ার উপর নির্ভর কর্ত্তে পারি তবু ইসাকের খেয়ালের উপর নয়; মশ্‌রুর, তরবারি খোল। কোনো আশা নেই।

হাসান। ভৃত্যকে ক্ষমা করুন, আশা আছে। ঐ দেখুন আলো! (বারান্দার দিকে লোহার দেয়াল এবং মেঝের ফাঁক দিয়া আগত আলো দেখাইল)

খলিফা। তাতে কি হবে?

হাসান। একটা খবর পাঠানো যাক্‌।

খলিফা। খবর?

হাসান। কাগজে কিছু লিখে, রাস্তায় ফেলে দিতে হবে।

খলিফা। জাফর, এই লোকটির কাছে তুমি একটি আস্ত বোকা! কলম খুলে লিখ। সৈন্যাধ্যক্ষকে সাবধান ক'রে দাও। শান্তি রক্ষকদেরে সাবধান ক'রে দাও। আমাদের অবস্থাটা লিখে দাও। যে কাগজ কুড়িয়ে পাবে

তাকে কোনো প্রদেশের শাসন ভার দেওয়া হবে, জানিয়ে দাও। পরিষ্কার ক'রে লেখ, আরো তাড়াতাড়ি। সময় চ'লে যাচ্ছে। লিখে দাও আমাদের মুক্তির জন্যে, বোগদাদের রক্ষার জন্যে, লিখে দাও ইস্‌লামের মঙ্গলের জন্যে। ওঃ, হাসান, মিঠাই বিক্রেতা হাসান, যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই তাহ'লে তোমার মুখ সোণায় ভ'রে দেব।

(জাফর তাড়াতাড়ি একটা দীর্ঘ কাগজে সব লিখিল এবং সকলে তাহা ছিদ্র দিয়া নীচে নিক্ষেপ করিল)

হাসান। না, এই কোণে, এখানে বারান্দা নেই, দেয়াল নীচ পর্য্যন্ত রাস্তায় নেবে গেছে। (মশ্‌রুর তার তলোয়ারের খোঁচা দিয়া কাগজ নীচে ফেলিয়া দিল)

খলিফা। এখন আমাদের মুক্তি পর্য্যন্ত কি ভাবে সময় কাটানো যায়?

জাফর। মনুষ্য জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমি ভাব্‌তে থাক্‌ব।

মশ্‌রুর। আমি আমার উরুদেশে আমার তরবারি শান দিতে থাক্‌ব।

হাসান। আর আমি এই গালিচাটির আশ্চর্য্য কদর্য্যতার কারণ সম্বন্ধে ভাব্‌ব।

খলিফা। হাসান, আমিও তোমার সঙ্গেই যোগ দেব; তোমার সুরুচি আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(প্রথম অঙ্ক শেষ দৃশ্য দেখ)

আবার বাড়ীর বাহিরের রাস্তা, সেই যুগল নির্ঝরের রাস্তা, তার দুই বিপরীত দিকে রফি এবং আস্‌মানীর বাড়ীর বারন্দা। ঊষার অস্পষ্ট আলো। ঝরণার সিঁড়ীতে দুইটি ক্লান্ত ফকির ঘুমাইয়া আছে। একজন ধীরে ধীরে চক্ষু মুছিতে মুছিতে চারিদিকে চাহিল। একটা কাগজ উপর হইতে নীচে ভাসিয়া আসিল। একটি ক্লান্ত লোক হেলা ভরে তাহা ধরিল।

১ম ব্যক্তি। ঐ, স্বর্গ থেকে একটা লিখন নেবে আস্‌ছে।

২য় ব্যক্তি। ওতে কি কিছু লেখা আছে নাকি, আব্দু ?

আব্দু। হাঁ, লেখা আছে, আলি।

আলি। পড়—কি লেখা।

আব্দু। আমি তো পড়্‌তে পারিনা। আমি তো আর স্কুলের শিক্ষক নই !

(কাগজ ভাঁজ করিয়া কাপড়ে গুঁজিয়া আবার ঘুমাইতে প্রস্তুত হইল। নানা বেশধারী দুই চারিটী পথিক একে একে রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল)

আলি। আব্দু !

আব্দু। আমি ঘুমুচ্ছি।

আলি। আমি পড়্‌তে পারি ; কাগজটা আমাকে দাও।

আব্দু। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি ; তুমি উঠে এসে আমার কাপড় থেকে খুলে নিতে পার, ইচ্ছা কর্‌লে। আমার

সারা শরীর ঘুমে অবশ হ'য়ে এসেছে, এই বুঝ্‌লি কিনা, শীতের কচ্ছপের মত।

আলি। আরে আব্দু, আমারো যে নড়্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে না। থাক্‌গে, কাল কি পরশু পড়া যাবে এখন।

আব্দু। কাল্‌কে কি পরশু আমি জেগে তোমাকে দিয়ে দেব কাগজটা। (কিছুক্ষণ উভয়ে চুপচাপ, আরো কয়েকজন পথিক চলিয়া গেল)

আলি। (হঠাৎ কি মনে হওয়ায়) আরে আব্দু, ফু দিয়ে দাও কাগজটা আমার দিকে। (আব্দু কাগজটা ফু দিয়া উড়াইয়া দিল। আলি তাহা ধরিয়া অত্যন্ত কষ্টের সহিত একটি একটি করিয়া বানান করিয়া পড়িতে লাগিল) {কিছুক্ষণ মনে মনে পড়িয়া চম্‌কিয়া} এ্যাঁ, আব্দু, কোত্থেকে এল এটা? ঘুমের ভাণ ক'রোনা, উত্তর দাও।

আব্দু। আকাশ থেকে। কোত্থেকে এসেছে, আমি কি ক'রে জান্‌ব?

আলি। দেখি আকাশের দিকে চেয়ে। (গড়াইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া উপরের দিকে তাকাইয়া) নিশ্চয় বল্‌ছি, আব্দু, কেউ ঠাট্টা ক'রে ঐ বারান্দা থেকে কাগজ ফেলেছে।

আব্দু। সেই ব্যাটা, তার কলম, আর তুমি—সব জাহান্নামে যাও। শান্তিতে একটু ঘুমুতেও পার্‌লুম না। (পাশ ফিরিয়া শুইল)

আলি। এখানে লেখা আছে—শুন্‌ছ আব্দু? লেখা ভারি

আশ্চর্য্য কথা, লেখা—"যে কেহ এই কাগজ কুড়াইয়া পাইবে, তাহাকে জানাইতেছি যে উপরের বাড়ীতে খলিফা তাঁর বন্ধুগণ সহ কারাগারে আসন্ন বিপদ অপেক্ষা করিয়া আছেন। বিপদ সমস্ত বোগ্‌দাদ-বাসীর—সারা রাজ্যের। গোপনে দ্রুত উদ্ধারের উপায় করিতে হইবে। লোহার দেয়ালগুলো নীচ হইতে তুলিতে হইবে। হে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি, এখনি সৈন্যাধ্যক্ষকে বোগ্‌দাদের ভিক্ষুকদের বিরুদ্ধে রাজপ্রাসাদ রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিবে; তোমার এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ কোনো প্রদেশের শাসন ভার তোমাকে দেওয়া হইবে। স্বাক্ষর—উজীর জাফর।" (সশব্দে হাসিয়া উঠিয়া) হোঃ! হোঃ! প্রদেশের শাসন ভার! বাজে কথা! গরীব বেচারী আলিকে নিয়ে কে মজা কচ্ছে! (একটু পরে নিম্ন স্বরে) আচ্ছা, আব্দু, খলিফা আর তার বন্ধুগণ যদি বাস্তবিকই এই বাড়ীতে বন্দী অবস্থায় থেকে থাকেন? কে আমার কথায় বিশ্বাস কর্‌বে? খলিফাকে উদ্ধার কর্‌বার আমি কে? রাজ রাজ্‌ড়ার ব্যাপারে আমি কখনো হাত দিই না।

আব্দু। তোমরা সকলে মিলে চুলোয় যাও। একটু ঘুমুতে দিলে না। এঁ্যা! এ আবার কারা আস্‌ছে? শান্তি-রক্ষক দেখ্‌ছি। জাহান্নামে যাক্‌।

(ইসাকের সঙ্গে প্রধান শান্তিরক্ষকের প্রবেশ)

ইসাক। আমি ঠিক ক'রে বল্‌তে পার্‌ছি না কোথায় তাঁদেরে রেখে গেছি। তখন রাত্রি ছিল। এখানেই কোথাও হবে। হয়ত এই বারান্দাতেই তাঁরা উঠে গেলেন, ঐটাও হ'তে পারে – কিন্তু বারান্দার তো এদিকে অন্ত নেই দেখ্‌ছি। একটা ঝরণার উপর ছিল—কিন্তু ঝরণাও তো অজস্র রয়েছে। আশঙ্কার কি আছে? খলিফার রকমই তো এই।

প্র-শা। রাজপ্রাসাদে ফিরে যেতে খলিফা এত দেরী তো আর কোনো দিন করেন নি। একেবারে ভোর হ'য়ে গেছে যে!

ইসাক। আমি বল্‌ছি আপনাকে, তাঁকে খুঁজে বের কর্‌লে কোনো তারিফ পাবেন না! মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের অধিপতিকে তাঁর সর্ব্বশেষ দাস-যুবতীর আলিঙ্গন থেকে কিম্বা তাঁর অনিচ্ছুক হস্তকে তার সর্ব্বশেষ আনন্দের পেয়ালা হ'তে বিচ্যুত কর্‌বার দুঃসাহস আপনার কেন হ'লো?

প্র-শা। আমি বল্‌ছি তোমাকে, পণ্ডিত, তাঁকে খুঁজে বের কর্ত্তে না পার্‌লে তোমার বিধিমত শাস্তি হবে।

(তাকে ধরিল)

ইসাক। হাত সরাও—পশ্বাধম, পাজি, পাষণ্ড, পন্নগ, পামর—

প্র-শা। এ আল্লা! কবিরা দেখ্‌ছি কথাও কয় মিল দিয়ে!

আলি। (উঠিয়া সেলাম করিয়া অগ্রসর হইল) হুজুরগণ, আমার একটা অনুরোধ।

প্র শা। আরে ব্যাটা ছোটলোক! কোন্ সাহসে তুই এসে আমাদেরে সম্বোধন করিস্?

আলি। হুজুর, একটা অনুরোধ—

প্র শা। তোকে অনুরোধ, তুই স'রে যা ব্যাটা, নইলে বেতিয়ে চাম্‌ড়া আস্ত রাখ্‌ব না।

ইসাক। প্রধান শান্তিরক্ষক মশায়, দেখ্‌ছেন না ওর হাতে একটি কাগজ আছে আর আপনার ব্যবহারের চেয়ে ওর ব্যবহার ভদ্র? (আলির প্রতি) দেখি তোমার কাগজটা, (কাগজ হাতে লইয়া) এ্যাঁ, কোথায় পেলে এটা?

আলি। ভৃত্যকে ক্ষমা কর্‌বেন; ঐ বারান্দা থেকে পড়েছে।

প্র-শা। (পড়িয়া) বটে! তাহ'লে তো দরজা ভেঙ্গে ফেল্‌তে হবে।

ইসাক। কোনো দরজা নেই। কিন্তু আগে প্রাসাদরক্ষীদেরে খবর পাঠান।

প্র—শা। (একজন সৈনিকের প্রতি) আলি! (অপর আলি "হুজুর" বলিয়া নিকটে আসিলে তার প্রতি) আরে, তুই না, বোকা! আল্লা বুঝি তোকেই একমাত্র "আলি" ক'রে সৃষ্টি করেছেন? তুই কে যে তোকে আমি ডাক্‌ব? বোগদাদে এমন দশ হাজার আলি আছে; আর, "আলি" ডাক্‌লে তুই আসিস্ ধেয়ে, কীটস্য কীট

কোথাকার ! (সৈনিকের প্রতি) এই আমার আংটী । এই কাগজটা নাও, যথাসাধ্য দৌড়ে গিয়ে প্রাসাদ-রক্ষীদের অধ্যক্ষকে দাও ।

সৈনিক । যে আজ্ঞা, হুজুর । (কাগজ ও আংটী লইয়া বেগে রোয়ানা হইয়া যাইতে উদ্যত)

ইসাক । (তাহাকে থামাইয়া) দাঁড়াও !

প্র—শা । আমার লোককে থামাবার কি অধিকার আছে আপনার, কলমধারী কবি কোথাকার ?

ইসাক । আরে, কলমধারী কবির মগজে যা খেলে, গোময়-মস্তিষ্ক শান্তিরক্ষককে দিয়ে তা সম্ভব নয় । (আলির প্রতি) আলি, তাদেরে ব'লো, কয়েকজন লোক যেন খন্তি, সাবল এবং মৈ নিয়ে আসে ।

প্র—শা । কবি ঠিকই বলেছে ; দৌড়ে যাও, আলি ।

(আলি নিষ্ক্রান্ত)

ইসাক । আর, তুমি অপর আলি, যে কাগজ দিয়েছ ?

আলি । হুজুর ?

ইসাক । কতক্ষণ হ'লো এই কাগজ পড়েছে বারান্দা হ'তে ?

আলি । কতক্ষণ কি ক'রে বলি ? তবে ধরুন, বাজারে গিয়ে একটা ফুটি কিন্‌তে যতক্ষণ সময় লাগ্‌বে ততক্ষণ হয়েছে বলা যায় ।

প্র—শা । নিশ্চয় এই হাড়িমুখো ব্যাটা ঘণ্টাখানিক হ'লো

এই কাগজ পেয়েছে। আরে ব্যাটা পাজি, নচ্ছার, প্রাসাদরক্ষীদের কাছে দৌড়ে যাস্‌নে কেন এটা নিয়ে ?

আলি। আমার ভয় কচ্ছিল, ভাব্‌ছিলুম বুঝি কেউ ঠাট্টা করেছে।

প্র—শা। ঠাট্টা করেছে ! তুই ব্যাটা উজীরের শালা কিনা ! ঠাট্টা করেছে, বোগদাদের খলিফার জীবন নিয়ে ঠাট্টা করেছে ! সাম্রাজ্য রক্ষা নিয়ে ঠাট্টা করেছে ! তোর মুখ দেখেই বুঝেছি তুই বিশ্বাসঘাতক। ঠাট্টা করা বুঝাচ্ছি তোকে। ভয় করা বুঝাচ্ছি তোকে। কইরে, মহম্মদ, জিয়া, রুস্তম, ওর মাথাটা নীচু ক'রে পা দুটো উপরে তুলে ধর্‌তো। (লোকজন অগ্রসর হইয়া আসিল)

আলি। আরে আব্দু, কাগজ তো তুমিই প্রথম পেয়েছ, এতো তোমারই। কাগজ এবং তার পুরস্কারের দাবীটা করনা এসে ! হায়! প্রদেশের শাসনকর্ত্তার এই দশা !

আব্দু। রাজ রাজ্‌ড়ার ব্যাপারের মধ্যে আমি কি কখনো থাকি ? বেশ ক'রে বেত চালান হুজুর, ও নীরিহ পথিকের ভারি শান্তি-ভঙ্গ করে, তবে ওর চীৎকারে এখন আমার ঘুম নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে, আমি একটু স'রে গিয়ে ঘুমোই। (দৌড়িয়া নিষ্ক্রান্ত)

(লোকজন আলিকে উল্টাইয়া বেত দিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল, ঠিক সেই সময় প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ, তাহাকে দেখিয়া লোকজন থামিল)

{ আস্‌মানীর বারান্দায় আস্‌মানীর আবির্ভাব }

আস্‌মানী। দেখ, দেখ, সেলিম ! একটা লোককে বেত দেবার বন্দোবস্ত কর্চ্ছে।

সেলিম। ভিতরে চ'লে এস তাড়াতাড়ি ! কোনো গোলমাল হয়েছে। এসে দরজা জানালা বন্ধ ক'রে দাও।

আস্‌মানী। বিপদে মেয়েদের উপযুক্ত রক্ষকই তুমি ! (তাহারা জানালাতেই দাঁড়াইয়া রহিল)

প্র—সৈ। (প্র—শা-কে) মহাশয় !

প্র—শা। মহাশয় !

প্র—সৈ। (সেলাম করিয়া) আপনার ভৃত্য, বিজয়ী সৈন্যের প্রধান অধ্যক্ষ সেলাম জানাচ্ছে !

প্র—শা। (সেলাম করিয়া) ভৃত্য, শান্তি রক্ষকদের প্রধান অধ্যক্ষ প্রতি-সেলাম জানাচ্ছে।

প্র—সৈ। (মাথা নোয়াইয়া) আমি সম্মানিত হলুম।

প্র—শা। (" ") আমি সম্মোহিত হলুম।

ইসাক। মহাশয়গণ, এই সব শিষ্টাচার ছেড়ে এখন কাজের কথায় মন দিন্‌তো।

প্র—শা। মহাশয়, কাজের লোকের যখন পরস্পর সাক্ষাৎ হয় তখন কলমবাজের স্থান হয়েছে দোয়াতের মধ্যে।

প্র—সৈ। এই তো আরম্ভ কর্‌ছি! তার আগে, প্রধান শান্তি-রক্ষক, আমি জান্‌তে চাই এই লোকটিকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে কেন?

প্র—শা। মহাশয়, যখন জিজ্ঞেস্‌ই কর্‌লেন, তখন বল্‌তে হচ্ছে, কারণ আছে।

প্র—সৈ। কারণ খুবই গুরুতর হবে নিশ্চয়, তা না হ'লে খলিফা যে বাড়ীতে বন্দী, তারি সম্মুখে এত বড় একটা শান্তিভঙ্গ কর্‌তে যেতেন না। কিন্তু আপনি বুঝ্‌ছেন না, তাড়াতাড়ি খলিফার উদ্ধারের উপায়কেও আপনি গুরুতররূপেই নষ্ট কচ্ছেন।

প্র—শা। (তরবারি খুলিয়া কয়েক প্যাঁচ খেলিয়া) কোন্‌ কচুপোড়া, মাথামোড়া, পাগ্‌ড়ীজোড়া সৈনিকের সর্দ্দার এসে আমার শান্তি রক্ষায় বাধা দিতে চায়রে! সে আর তার সৈনিকেরা জানে না যে তাকে আমি শান্তি-ভঙ্গের অপরাধে বন্দী কর্ত্তে পারি?

প্র—সৈ। আরে, তলোয়ার নামাও, পেটমোটা, ভুঁইফোটা, বাক্যছোটা শান্তিবাগীশ! শান্তিরক্ষার বহর দেখাওগে নিরীহ দোকানী, ভিক্ষুক আর ছেলে ছোকৃড়ার উপর! সৈনিককে অপমানের মজা দেখাচ্ছি তোমাকে।

ইসাক। (উভয়ের মাঝে আসিয়া পড়িয়া) এই কি কলহের সময়? তাড়াতাড়ি, কই, মই কই?

(আলিনামীর সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। আস্‌ছে। (দুইটা মই আনা হইল)

প্র-শা। (শান্তিরক্ষকদের প্রতি) মই লাগাও।

প্র-সৈ। (সৈনিকদের প্রতি) মই লাগাও।

(প্রত্যেকে তাহার মই একই সময়ে লাগাইল, কয়েকজন লৌহ দেয়ালে জোরে ঘা দিল, ভিতর হইতে তার উত্তর আসিল। খন্তি সাবল ইত্যাদি আনা হইল ; সেগুলির সাহয্যে লৌহ দেয়াল তোলা হইল, তখন দেখা গেল খলিফা ও সঙ্গীগণ মুক্তির অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে, বাতি তখনো সেখানে জ্বলিতেছে)

প্র-শা। হুজুর !

প্র-সৈ। প্রভু !

উভয়ে। (এক সঙ্গে) আমি আপনাকে রক্ষা করেছি, প্রভু। (প্রত্যেকে খলিফাকে ধরিতে চেষ্টা করিল)

প্র-শা। ধন্য শান্তিরক্ষকের দল।

প্র-সৈ। ধন্য সৈন্য সম্প্রদায় !

প্র-শা। এই কীটানুকীটের পরম সৌভাগ্য যে দুনিয়ার আলোককে সে রক্ষা কর্‌তে পেরেছে। আমিই তাঁকে মাথায় ক'রে নীচে নিয়ে যাব।

প্র-সৈ। হে পরযশাপহারী অশান্তি-সর্দ্দার, আমিই প্রথম মই বেয়ে উপরে উঠেছি, আর ইস্‌লামের সূর্য্যের উজ্জ্বলতা যদিও আমি আমার মলিন হস্ত দিয়ে ম্লান কর্ত্তে গিয়ে

আমি কম্পিত হচ্ছি, তবু একথা মান্‌তেই হবে যে আমার দাবী অগ্রগণ্য।

(মশ্‌রুর তাহাদিগকে দুইদিকে সরাইয়া দিয়া মই দিয়া নামিতে খলিফাকে সাহায্য করিল। জাফর এবং হাসান পরে নামিল। রাস্তায় সমবেত লোকজন হাঁকিয়া উঠিল—"জয় খলিফার জয়—জয় হারাণউলরসিদের জয়"। সৈনিকেরা সমর সেলাম জানাইল। খলিফা হাত তুলিল। সকলে নীরব)

খলিফা। রাজবাটী নিরাপদ তো?

মশ্‌রুর। হুজুর, আমরা তাই আশা করি।

খলিফা। আর আমার প্রজারা?

জাফর। হুজুর, আপনার চারদিকেই রয়েছে।

আস্‌মানী। (তার বারান্দা হইতে) একি! হাসান যে খলিফার সঙ্গে!

খলিফা। আমরা রক্ষা পেলুম সবে?

মশরুর। সবে, আল্লার মর্জ্জিতে।

জাফর। আর হাসানের বুদ্ধিতে।

খলিফা। রক্ষীদেরে সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছে?

প্র-সৈ। সকলকে প্রস্তুত ক'রে ঠিক ঠিক জায়গায় রাখা হয়েছে, হুজুর।

খলিফা। আল্লা, আমার শত্রুদেরে তাদের হাত দিয়ে নিপাত কর। হাসান, এসতো আমার সাম্‌নে।

হাসান। (সটান শুইয়া পড়িয়া) হুজুর!

খলিফা। (তাহাকে তুলিয়া) ওঠ হাসান। এই হাসান—কাল্‌কে কে তাকে চিন্‌তো, আজ তার বুদ্ধি এবং কৌশলে আমার জীবন রক্ষা করেছে এবং আমার মৃত্যুর চেয়েও বড় বিপদ, এই সাম্রাজ্যের ধ্বংস নিবারণ করেছে।

সমবেত লোকগণ। সে দিন বহু দূরবর্ত্তী থাক্‌।

খলিফা। সেই জন্যে সকলের সম্মুখে আমি হাসানকে আমার রাজ সভায় স্থান দিলুম, আজ থেকে তার সম্মান আমার প্রধান উজীর জাফর ছাড়া আর কারো চাইতে কম নয়।

আস্‌মানী। (সেলিমের সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল) ও আল্লা!

সমবেত লোকগণ। হাসান সাহেবের জয় হোক্‌। জয় হোক্‌ হাসান সাহেবের।

হাসান। হুজুর, আমি বাজারে মিঠাই বিক্রী ক'রে থাকি।

জাফর। এখন থেকে প্রার্থীদেরে অনুগ্রহের মিষ্টি বিতরণ কর্‌বে।

ইসাক। (হাসানের প্রতি) কি, হাসান! তুমিই না সেই ভাঙ্গা বাঁশীওয়ালা মানুষ ?

খলিফা। এ কি ইসাকের স্বর!

ইসাক। যে স্বরে আপনাকে অনেক গান শুনিয়েছে, এ তাই।

খলিফা। তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রে রাত্রির আঁধারে পালিয়ে গেছিলে কেন, ইসাক ? জানি না তোমাকে ক্ষমা করব কিনা।

ইসাক। খলিফার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে আমার ক্লান্তি ধ'রে গিয়েছিল।

খলিফা। আর, তোমার সম্বন্ধে আমারো যদি ক্লান্তি ধরে?

ইসাক। সে একদিন ধর্‌বেই, আর সে দিন আমার মৃত্যু সে আমি জানি।

খলিফা। আজ যে দিনের উষা পূর্ব্বাকাশে উদিত হয়েছে, সে দিন যদি এই হয়?

ইসাক। তাহ'লে আজই এই প্রভাতের অরুণ লেখার মধ্যে চক্ষু নিবদ্ধ রেখে মৃত্যুকে বরণ ক'রে নেব।

খলিফা। তাই নাও, ইসাক, জানু পাত।

(আকাশে রক্ত রশ্মি ফুটিয়া উঠিল; মশ্‌রুর তলোয়ার খুলিল)

ইসাক। (শান্ত ভাবে জানু পাতিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া)

(গান)

আকাশে ফুটে উঠে রক্ত আলো,
তাতেই এ প্রাণের রক্ত ঢালো।
পদ্ম মাঠে মাঠে খুলিছে আঁখি,
প্রভাত রঙে নেয় পরাণ আঁকি।
নির্ঝর প্রপাতে তটিনী বুকে,
গগন মগন হ'লো মিলন সুখে।
নিশার চোখ-মুদা আঁধার পরে,
আলোতে ধরা হিয়া তুলিয়া ধরে।

ফুটিছে দিকে দিকে জীবন সাড়া
বহিছে নানা মুখে কর্ম্ম ধারা।
মাটির হিয়াখানা উঠিল ফুটি,
আকাশ তারিপরে পড়িল লুটি।
ভেঙ্গে ফেল দেহ-ভাণ্ড কালো,
প্রভাতে প্রাণে হবে মিলন ভালো।

খলিফা। মশ্‌রুর, তরবারি খাপে বন্ধ কর। তুমি কি আমার বন্ধুকে মার্‌বে ?

মশ্‌রুর। হুজুরের আদেশ শিরোধার্য্য।

খলিফা। আমাকে তাড়াতাড়ি রাজপ্রাসাদে যেতে হবে। ইসাক, যাকে তুমি ঝুড়িতে তুলে উপরে পাঠিয়েছিলে, যে আজ বোগ্‌দাদ রক্ষা করেছে, তার ভার তোমার উপর রেখে যাচ্ছি। তাকে রাজ সভার শিষ্টাচার এবং রীতিনীতি শিখিয়ে নেও। আমার যান ঠিক আছে ?

(খলিফা কুর্শির মত একটি যানে বসিল। কয়েকজন ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। ধীরে ধীরে ইসাক ও হাসান ছাড়া অন্য সকলেই নিষ্ক্রান্ত হইল)

আস্‌মানী। (বিপরীত দিকের বারান্দায়, সেলিমের কাণ টানিয়া) যাও, বোকা, আমার কাছ থেকে দূর হও। রাগে আমার শরীর কাঁপ্‌ছে। তুমি আমাকে দিয়ে হাসানকে অপমান করেছ, এখন সেই হাসানই রাজ সভায় যাচ্ছে।

সেলিম। (বিস্মিত) আঃ, আস্‌মানী, সে আমি জান্‌ব কি ক'রে?

ইসাক। ওহে ভাঙ্গা বাঁশীর মালিক, আমি তোমাকে ভুলিনি ভাই!

হাসান। ভাঙ্গা বাঁশী? ভাঙ্গা বাঁশী?

ইসাক। এইখানে মৃতের মতন তুমি ঝরণা তলায় পড়েছিলে।

হাসান। এখানেই কি? এই বারান্দা? তুমি কে? তুমি আমাকে বিদ্রূপ কচ্ছ কেন? তুমি কি জান?

ইসাক। শান্ত হও, বন্ধু, শান্ত হও, আনন্দে তোমার মাথা বেঠিক হ'য়ে আছে।

হাসান। আনন্দে? সত্যি মিথ্যা কিছু বুঝ্‌ছিনা। আমি জেগে আছি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি তারো ঠিক পাচ্ছিনা। সত্যি হ'লে খলিফাও কি আমাকে নিয়ে বিদ্রূপ কচ্ছেন? আনন্দের কথা বল্লে না? আনন্দের আশায় আমার মনটিতো ঐ বারান্দার দিকেই ফির্‌ছে কিন্তু ওদিকে আমার চাইতে সাহস হয় না, সে হয়ত ওখানে আছে। হাঁ, হাঁ, এইতো সে।

(আস্‌মানীর গান)

পথ ভুলে নাগর আমার
কোথা হ'তে এলে?
খোপার ফুল মার্‌ব ছুড়ে,
দেব নাকো যেতে চ'লে!

আড় নয়নে মুচ্‌কে হেসে,
টেনে আন্‌ব বাহু পাশে।
পোষ না মেনে যাবে কোথা,
নাই কি মধু এ কমলে?

(আস্‌মানী তার চুল হইতে একটি গোলাপ খুলিয়া হাসানের দিকে ছুড়িয়া মারিয়া ভিতরে চলিয়া গেল)

ইসাক। আরে হাসান, তুমি তো জীবনে যেমন, ভালোবাসার ব্যাপারেও তেম্‌নি সৌভাগ্যশালী দেখ্‌ছি! কিন্তু এসে পড়, উচ্চ রাজসভাসদের যোগ্য আচরণ নয় এটা; অনেকেই এখন তোমার আচরণ লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌বে।

হাসান। যাচ্ছি। গোলাপটা বিষাক্ত।

ইসাক। কি বন্ধু, প্রেমিকের মুখে কি একথা সাজে?

হাসান। তুমি কি আমার বন্ধু? তুমি ইসাক, তুমি হ'লে ইস্‌লামের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত রচয়িতা! তুমি যদি আমার বন্ধুই হও, আগে যারা আমার বন্ধু ছিল তাদের মতনই কি তুমি?

ইসাক। গতরাত্রে এই জানালার নীচে একটা বিশ্রী মৃতদেহের মত তুমি পড়েছিলে; কিন্তু তোমার বাঁশী এবং তোমার চেহারা দেখে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি তুমি আমারি মত একজন কবি, তাই তুমি মরেছ ভেবে আমার ভারি দুঃখ হ'লো।

হাসান। কবি? আমি? আমি যে মিঠাই বিক্রেতা।

(গান)

বুঝেছি তুমি কেমন—
এক সুরে বাঁধা আছে
তোমার আমার মন !
সম প্রাণ এক নজরে
বুঝে নেয় এ উহারে,
লাগ্‌লে আঘাত প্রাণের তারে,
দুইয়ের চোখে অশ্রু ঝরে !
হাস্‌লে হাসে মধুর হাসি,
আমি তোমায় ভালোবাসি,
প্রাণটী তোমার প্রেমের ছবি,
সখা তুমি নীরব কবি।

ইসাক। তুমি আমার বন্ধু, হাসান।

হাসান। তাহ'লে এ গোলাপটার কথা ভাব, এই গোলাপ বিষের চেয়েও ভয়ানক। জানো বন্ধু, এই গোলাপ ছুড়ে না মার্‌লে আমি ভাব্‌তুম সে অন্যকেই ভালবাসে—তাতে কোনো দোষ ছিল না। ভালবাসা কিম্বা ঘৃণা করার অধিকার তার আছে। কিন্তু এখন বলতো আমাকে, তুমি তো আমার বন্ধুই বল্‌ছ, তোমরা কবিরা কি সব মিথ্যুক ?

ইসাক। হাঁ, হাসান, তবে আমাদের মনোহর মিথ্যাগুলি পার্থিব সত্যের চেয়েও বড়।

হাসান। তোমরা কেন সৌন্দর্য্যের গুণ গান কর? কেন বল না, সৌন্দর্য্য সারহীন ফাঁপা জিনীস? কেন তোমরা বল না, সৌন্দর্য্য বিক্রী হয়?

ইসাক। একটি সুন্দরী তোমার দিকে একটি গোলাপ ছুড়ে মেরেছে ব'লেই সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তোমার মনের সব মোহ কেটে গেল?

হাসান। গত রাত্রে আমি চিনি জ্বাল দিতুম, তখন সে আমার দিকে জল ছুড়ে দিয়েছিল; আজ সকালে আমি সোণা জ্বাল দিচ্ছি, এখন সে আমার দিকে গোলাপ ছুড়ে দিল। শূন্য, শূন্য, বন্ধু, আমি বল্‌ছি তোমাকে, এই নীল আকাশ সব শূন্য!

ইসাক। ভুলে যাও তার কথা, চ'লে এস। রাজসভার আনন্দে তোমাকে আমি দীক্ষা দেব।

হাসান। ভুলে যাব—ভুলে যাব? হে সকাল বেলার, হে সন্ধ্যে বেলার গোলাপ, তুমি বৃথাই আমার জন্যে ফুট্‌বে আর শুকোবে। এই গোলাপটি শুকিয়েছে, এই গোলাপটি বিষতিক্ত, এরি মত সমস্ত জগৎ আজ আমার কাছে বিষতিক্ত!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(খলিফার প্রাসাদ সংলগ্ন বাগান। খলিফা, মূল্যবান পোষাক পরিহিত হাসান, তার পাশে সম্মানস্থচক তরবারি)

খলিফা। হাঁ, হাসান, প্রধান খোঁজা যা বলেছে তোমাকে তা সত্যি। ভিক্ষুকদের রাজা তারি ঘরের ছাদে লুকিয়ে ছিল, সেখানেই সে ধরা পড়েছে। আজ রাজসভায় তার বিচার হবে. সেই রাজ সভাতেই যথাবিহিত পোষাক পরিচ্ছদ প'রে আজ তোমার প্রথম আবির্ভাব হবে এবং রাজোচিত সম্মানে আমার দক্ষিণের স্থান অধিকার ক'রে বস্‌বে।

হাসান। হে পারস্য সূর্য্য, আপনার ভৃত্য অতি সামান্য লোক এবং তার আকাঙ্ক্ষাও অতি কম। আমি সেই প্রাচীন কবির উপদেশ মেনেই চলি। রাজসভায় মুখ খোলার মতন, অথবা সম্মানসূচক পোষাক প'রে সভাসদদের মধ্যে বেড়ানোর মতন লোক আমি নই। হুজুর, এসব আমাকে মাপ কর্‌বেন। আমি শুধু মাত্র আপনার অনুগ্রহের ভিখিরী ; যে অবস্থায় থাকি না কেন, আপনার অনুগ্রহের সূর্য্যালোক এসে আমার উপর পড়ুক, এসব জটিলতার মধ্যে আমাকে জড়াবেন

না। কিন্তু সন্ধ্যে বেলায় যখন বিধাতা আকাশে গোলাপ ছুড়ে মার্‌বেন, বুল্‌বুল যখন আনার বাগে তান ধর্‌বে, সেই সময় উদ্যানে কিম্বা প্রান্তরে আপনার পাশে আমাকে ডাক্‌বেন, তখন ইসাক্‌কে আদেশ দেবেন গানের পর গান গেয়ে যেতে, তখনই আপনি যে দুনিয়ার মালিক আর আমি যে নীচ দোকানী সে কথা ভুলে যাব, আমরা ডুবে যাব আকাশের আলোতে, সৃষ্টির সত্তার মাঝে; তখনই বুঝ্‌তে পার্‌ব আমরা, তারায় তারায়, আকাশে মাটিতে, সাগরে ভূধরে কোন্‌ নীরব ভাষায় দিন রাত কাণাকাণি হচ্ছে; বুঝ্‌তে পার্‌ব উদ্যান তরুর পাতায় পাতায় কি বার্ত্তা বইছে। বুঝ্‌তে পার্‌ব, আমরা বাদ্‌শাই হই আর ভিক্ষুকই হই—উজীরই হই আর প্রজাই হই, প্রাণে প্রাণে, মর্ম্মে মর্ম্মে সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার কোলে আমরা সেই একই হাসি কান্নার জীব—মানুষ মাত্র!

খলিফা। ভয় নেই। আমি যেখানে তোমাকে থাক্‌তে দেব সেখানে অটুট শান্তিতে তুমি দিন কাটাতে পার্‌বে; যে পর্য্যন্ত না তোমার দাঁড়ী মাটীতে শিকড় গেড়ে বস্‌বে সেই পর্য্যন্ত বিনা বাধায় ধ্যানে মগ্ন থাক্‌তে পার্‌বে। কিন্তু এই ব্যাপারে তুমি একজন সাক্ষী, কাজেই আজ রাজ সভায় তোমাকে উপস্থিত থাক্‌তেই হবে, পরে আর থাক না থাক। সেইখানে আমি

পারস্যের রাজা, কিম্বা দুনিয়ার মালিক কিম্বা আর যা খুসি তোমাদের, কিন্তু এই উদ্যানে তুমি হাসান, আর আমি তোমার বন্ধু হারুণ, এবং সেই বন্ধু ভাবেই আমাকে তোমার সম্বোধন কর্ত্তে হবে।

হাসান। (খলিফার হস্ত চুম্বন করিয়া) ও হুজুর, আপনি কোমল ভাবে কথা বল্‌ছেন, কিন্তু আমার ভয় যে আরো বেড়েই যাচ্ছে।

খলিফা। কিন্তু কেন? আমি তো নির্দ্দয় লোক নই। আমি সব কিছুতেই সাদা সিধা ভাব এবং সরলতা ভালোবাসি, সে মানুষের ব্যবহারেই হোক্‌ কিম্বা আমার প্রাসাদের সাজ সজ্জাতেই হোক্। প্রাসাদে আমার মেঝে দেখেছ—একটি মাত্র গালিচা পাতা এবং সে শ্যামল শস্পাবৃত মাঠের মত; সেখানে দেয়াল দেখেছ—তাতে একটি মাত্র পর্দ্দা টাঙ্গানো এবং সে পর্দ্দায় আঁকা আছে সমুদ্রের উপর সূর্য্যাস্ত; সেখানে আমার শুভ্র কক্ষগুলি দেখেছ—সব নগ্ন মর্ম্মর পাথরে তৈরী, তারা ময়ূরের মত পোষাক পরা রাজ সভাসদের অপেক্ষা ক'রে আছে। কাজেই, মেঝে এবং দেয়াল সম্বন্ধে যদি আমি কদর্য্য জটিলতা বর্জ্জন ক'রে থাক্‌তে পারি, হৃদয়ের ব্যাপারে কি তা আমি পার্‌ব না? শুধু তোমার বন্ধুটি হ'য়ে কি আমি থাক্‌তে পার্‌ব না, হাসান?

হাসান। প্রভু, আপনার বন্ধুত্বটি আপনার প্রাসাদের তুল্যই আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তাতেও সৌন্দর্য্যের সমস্ত মোহ এবং বিস্ময়ের সমস্ত যাদু মাখানো আছে। জানেন তো, বোগ্‌দাদের রাস্তার ভিখিরী আমি, সেখান থেকে লোকে বলে—"ইয়া আল্লা, খলিফার প্রাসাদ! তার দেয়াল গুলো যে সোণায় পেটানো, তার ছাদ রূপায় তৈরী, তার নর্দ্দামাগুলো দিয়ে দিনরাত আতর গোলাপের ধারা বইছে।" হুজুর, একটি মাত্র বোখারার ভালো গালিচা আমার ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো, এক বৎসর চিনি জ্বাল দিয়ে তবে ঐ গালিচাটা কিন্‌তে পেরেছি আমি।

খলিফা। গান এবং গালিচায় ভোর হ'য়ে আছ, তুমি আশ্চর্য্য লোক! যখনি কোনো গালিচায় তোমার পা' পড়ে তখনি তোমার চোখ নীচে নেবে গিয়ে তার কারু-কার্য্য দেখে; যখনি কোনো গান তুমি শোন তখনি তোমার চোখ বুঁজে আসে! এমন মিঠাইওয়ালা কে কোথায় দেখেছে? হৃদয়-বন্ধু আমার, কাব্য কোথায় শিখ্‌লে, ভাই?

হাসান। সেই বড় শিক্ষালয়ে—বোগ্‌দাদের বাজারে। হে দুনিয়ার মালিক, তোমার কাছে কাব্য হচ্ছে একটি রাজোচিত সখ, কিন্তু আমাদের কাছে সে হচ্ছে নরক থেকে মুক্তি। আল্লা কাব্যকে কিন্‌তে সস্তা এবং

বুঝ্‌তে সরল ক'রেই সৃষ্টি করেছেন। যেন দিনেও স্বপ্ন দেখ্‌তে পারে, আল্লা সেই ভেবেই মানুষকে রাত্রিতে স্বপ্ন দিয়েছেন। যারা বেশী খাটে এ স্বপ্নের দরকার তাদেরই বেশী। সারা বোগ্‌দাদ নগরীটি কাব্যের জন্যে ব্যাকুল, হুজুর। প্রতি সন্ধ্যায় আন্‌সারির গান শুন্‌তে রাস্তায় রাস্তায় কি ভিড় জমে যায়, জানেন তো? আমি দেখেছি তা শুনে মুটেরা কেঁদেছে, মেথরেরা হাতে মুখ লুকিয়েছে!

খলিফা। তা কি আমি জানি না, ভাই? আর এও কি জানি না যে এরি মধ্যে ইস্‌লামের শক্তির গোপন রহস্যটি রয়েছে? গান, কথা ও কাহিনীর মধ্যেই তো এই নগরীর স্মৃতিটী অমর হ'য়ে থাক্‌বে, যখন আমি ধূলায় মিশে যাব, যখন বেদুয়ীনরা আমার বাগানে তাদের কুটীর তুল্‌বে এবং আমার প্রাসাদের ধ্বংসের মধ্য দিয়া তাদের লাঙ্গল চালাবে এবং সমস্ত বোগ্‌দাদ মাটিতে মাটি হ'য়ে যাবে তখনো কাব্যের মধ্যেইতো সমস্ত বেঁচে থাক্‌বে। আমাদের সময়ের আরবের কাহিনী, উপন্যাসের ন্যায় রোমাঞ্চকর শ্রুতি জগতের কাণে চিরদিন জাগিয়ে রাখ্‌বে, তুমি তোমার সৌভাগ্যের জোরে খলিফার জীবন রক্ষা করেছ হাসান, কিন্তু তোমার মুখের কথা দিয়ে

হারুণের বন্ধুত্ব অর্জ্জন করেছ। বাস্তবিক কিন্তু এমন মুগ্ধ হ'য়ে তুমি কি দেখ্‌ছ ?

হাসান। কি সুন্দর ঝরণাটি, আর তার রূপালি জলজীব আর নগ্ন বালকটি !

খলিফা। আমার পিতা খলিফা এল্‌মাধির সময়ে একজন গ্রীসের অধিবাসী এখানে এসেছিল, সে-ই এ ঝরণা তৈরী করেছে। ঝরণা তৈরী হ'লে আমার পিতা খুব খুসি হয়েছিলেন এবং শিল্পীকে জিজ্ঞেস্ করেছিলেন সে এরূপ আরো তৈরী কর্ত্তে পারে কিনা। কাফের আনন্দে ব'লে উঠ্‌লে—"শত শত"। তা শুনেই আমার পিতা হেঁকে উঠ্‌লেন—"কুত্তা দিয়ে খাওয়াও এই শুকরকে।" তৎক্ষণাৎ তাই করা হ'লো, এবং তাতে এই ঝরণাটিই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'য়ে রইল।

হাসান। (ব্যথার সহিত) ও ঝরণা, তোমার মর্ম্মদেশ হ'তে কি কখনো রক্তস্রোত বয় না ?

খলিফা। কি হে, কি হ'লো, হাসান ?

হাসান। হে দুনিয়ার মালিক, আপনি এক অত্যাচার এবং মৃত্যুর কাহিনী বল্‌লেন।

খলিফা। (হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া) একটা নগণ্য কাফের, তাকে মারার জন্যে তুমি আমার পিতাকে অত্যাচারী বল্‌ছ ?

হাসান। (উপুর হইয়া পায়ে পড়িয়া গিয়া) আমি কোনো দোষ মনে ক'রে বলিনি। আপনার পায়ের কাছেই আমার জীবন। কিন্তু আপনিইতো আদেশ দিয়েছিলেন আপনার সঙ্গে বন্ধুর মত কথা বল্‌তে।

খলিফা। ইসাক তো আমার বহুদিনের বন্ধু, সেও আমার কাছে এমন ভাবে কথা বল্‌তে সাহস কর্ত্তো না। (হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) ওঠ হাসান। তোমার ধৃষ্টতারও বেশ একটা অপরূপ প্রচণ্ড সৌন্দর্য্য আছে, ঠিক হাতীর পিছন দিকটার সৌন্দর্য্যের মত।

হাসান। ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন।

খলিফা। সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা কচ্ছি। তবে, তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, ললিত কলার বাগান ছেড়ে কর্ম্মের রাজ-প্রাসাদের দিকে এগিয়ে এসো না। রাজ্‌ রাজ্‌ড়ার অত্যাচার নিয়ে তোমার মাথা ঘামিয়োনা, শেষে জটিলতার বাতাসে তোমার মাথায় সর্দ্দি ধ'রে যাবে। তোমার গান ও গালিচা নিয়েই থাক, হাসান, রাজনীতি চর্চ্চায় মন দিয়োনা।

হাসান। (ম্লান ভাবে) মাথা পেতে মেনে নিলুম, হুজুর।

খলিফা। একথা ভুলে যাও, আনন্দদায়ক জিনীসের উপর মনস্থির কর। যার সাম্‌নে ব'সে আমরা এতক্ষণ কথা বলেছি, যা বাগানের একপ্রান্তে এনে তোলা হয়েছে সেই ক্ষুদ্র শিবিরটী দেখেছ? এটি তোমারি

আবাস, হাসান ; রাজনৈতিক কুটিলতার বহুদূরে এটি তোমার জন্যে ঠিক ক'রে রাখা হয়েছে।

হাসান। আমারি জন্যে ?

খলিফা। তোমার মন বুঝে আমি এটি পছন্দ ক'রে রেখেছি। এখানে রাজপথ কিম্বা রাজপ্রাসাদ কিম্বা রাজনীতি কোনো কিছুরই ভয় নেই—একেবারে পরিপূর্ণ নির্জ্জনতা সম্ভোগ—তবে শুধু রাজাটি তার দণ্ড মুকুট ফেলে মাঝে মাঝে এসে হাজির হ'তে পারেন।

হাসান। (উচ্ছ্বাসের সাহত) আমার এই ছোট্ট আলয়টি ? আমার এই সুগন্ধি পুষ্পলতা বেষ্টিত তোরণটি ?

খলিফা। এতে ঘা দিয়ে দেখ না।

{ হাসান দরজায় ঘা দিল। দরজা খুলিয়া গেল এবং অল্‌দার, উইলো, জুপার এবং টম্‌রস্ক্‌ আবির্ভূত হইল। সকলের ছোট টম্‌রস্কের স্বর কতকটা ইঁদুরের মত }

অল্‌। (উপুর হইয়া পড়িয়া খলিফার প্রতি) হে বিশ্বাসীদের আমীর !

উই। („ „ „ „ „) হে অন্যায়ের দমনকারী !

জুপার। („ „ „ „ „) হে ঈশ্বরের পার্থিব প্রতিনিধি !

টম্‌। („ „ „ „ „) হে পৃথিবীর ময়ূর !

অল্‌। (উপুর হইয়া পড়িয়া হাসানের প্রতি) প্রভু !

উই। („ „ „ „ „) প্রভু !

জুপার। („ „ „ „ „) প্রভু !

টম্‌। („ „ „ „ „) প্রভু ! (তাহারা দাঁড়াইয়া হাতজোড় করিয়া রহিল)

হাসান। কিন্তু এরা তো ভিক্ষুকদের রাজার দাস। এরাই আমাকে স্নান করিয়ে গন্ধ মাখিয়ে দিয়েছিল, এবং যে প্রাণ একটি স্ত্রীলোকের জন্যে দেহ ছেড়ে গিয়েছিল তা আবার ফিরিয়ে এনেছিল।

খলিফা। এদের শিষ্ট, মার্জ্জিত আদবকায়দা দেখে এদেরে আমি মারিনি, তোমারি জন্যে রেখেছি, কারণ এদের সেবার তোমার দরকার হ'তে পারে এবং তুমি তা পছন্দও কর্‌বে।

হাসান। তাহ'লে আমার নূতন আবাসে আমাকে অভ্যর্থনা ক'রে নিচ্ছে যারা, তারা আমার একেবারে অপরিচিত নয়। (জানু পাতিয়া খলিফার হাত চুম্বন করিল)

খলিফা। কোনো কথা ব'লো না, কারণ আনন্দের লেখনী তোমার মুখের উপরেই কৃতজ্ঞতার গাথা লিখে দিয়েছে। (দাসদের প্রতি) সব প্রস্তুত ?

অল্‌। (জাঁক করিয়া) প্রস্তুত, হে ইস্‌লাম উদ্যানের মালী।

উই। প্রস্তুত, হে ইস্‌লাম গগনের —

খলিফা। যথেষ্ট হয়েছে ! তোমাদের প্রভুকে ঘরে নিয়ে যাও এবং ভিতরে যা আছে সব দেখাও, তার সেবা কর। যাও তাদের সঙ্গে, হাসান ; কথাবার্ত্তার রসেই মন

ডুবে ছিল, কিন্তু ওদিকে উজীর জাফর ঘণ্টা দুই ধ'রে অপেক্ষা ক'রে আছে। (হাসান সটান শুই পড়িতে যাইতেছে, তখন খলিফা তাকে ধরিয়া তুলিয়া) না,— হারুণ তার বন্ধুদের কাছ থেকে অন্য ভাবে বিদায় নেয়।

(হারুণ হাসানকে আলিঙ্গন করিয়া চলিয়া গেলেন। হাসান চিন্তান্বিত—তাঁহাকে দেখা যাওয়া পর্য্যন্ত সেদিকে চাহিয়া রহিল। তারপর সে ঝর্‌ণার কাছে গিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তারপর শিবিরের দরজার কাছে গেল; অল্‌দার ও উইলো তার জন্য দরজা খুলিয়া ধরিল)

অল্। আপনার প্রবেশ সৌভাগ্যশালীর প্রবেশ হোক্!

উইলো। এখানে আপনার অবস্থিতি সুখের হোক্!

জুপার। আপনার দিনগুলি শান্তিতে কাটুক!

টম্। আপনার রাতগুলি আপনাকে আনন্দ দিক্!



দ্বিতীয় দৃশ্য

(শিবিরের মধ্যে ভিতরের কক্ষ। একটি বিছানা, চমৎকার আস্‌বাবপত্র। বাগানের দিকে একটি জানালা খোলা। হাসানের প্রবেশ; পিছনে তার দাসগণ)

হাসান। তাহ'লে ঐ ঘরে আমি আমার অতিথিদেরে অভ্যর্থনা কর্‌ব। কিন্তু এই ঘরে কাকে ?

অল্। যে সব সুন্দরীদেরে আপনার অনুগ্রহ বিলোতে ইচ্ছা হবে।

হাসান। হাঁ, হাঁ! দাস যুবতীদের বাজার ঘুরে দেখ্‌তে হবে। (মেঝের দিকে চাহিয়া চম্‌কিয়া) এটা কি ?

টম্। গালিচা, হুজুর।

হাসান। ইস্পাহানের আশ্চর্য্য সুন্দর একটি নূতন গালিচা দেখ্‌ছি। শিকারের দৃশ্য আঁকা। রাজা, তার সঙ্গীগণ। চিতাবাঘ, হরিণ আর তিনটা বাঘ, একটা হাতী—শুধু তার মাথাটা। ওঃ, চমৎকার গালিচা! সব জায়গায় লাল ফুল ফুটে রয়েছে! ওঃ, আশ্চর্য্য গালিচা! এমন লাল রংতো কোথাও দেখিনি! (হঠাৎ প্রকাশিত আন্তরিকতার সহিত) বল না, তোমরা তার দাস ছিলে ?

অল্। হুজুর।

হাসান। বেশ, বেশ, এ সম্বন্ধে কথা থাক্। ঝরণা হ'তে জল পড়ার কি মধুর শব্দ হচ্ছে বাইরে!

অল্‌। হুজুরে নিবেদন কচ্ছি। হাতীর দাঁতে আঁটা এই আয়নাটিকে বিশেষ ক'রে দেখ্‌তে বলেছেন খলিফা।

হাসান। (আয়নাতে নিজের আকৃতি দেখিয়া) এ আল্লা! আমি যে একেবারে নূতন মানুষ হ'য়ে গেছি।

উইলো। খলিফা আশা করেছেন এই সুন্দর আসনটি আপনার দৃষ্টিপথ এড়াবে না।

জুপার। খলিফা আশা করেছেন এই সব সজ্জিত প্রসাধনের সামগ্রী আপনার প্রশংসা আদায় কর্ত্তে সক্ষম হবে।

টম্‌। খলিফা আশা করেন এই সূক্ষ্ম বেত্রদণ্ডটি আমাদের সংশোধনের জন্য আপনি ব্যবহার কর্‌বেন।

হাসান। বেত্রদণ্ড? সুন্দর দাসগণ, তোমাদের সংশোধনের জন্যে? আল্লার স্বষ্ট সৌন্দর্য্যের গায় আমি কি কালী লেপন কর্‌ব?

অল্‌। আপনি খুসি হয়েছেন, হুজুর?

হাসান। খুসি? জানালা দিয়ে ঐযে বকুল গাছটি দেখা যাচ্ছে তার দিকে চেয়ে দেখ, কোনো রাত্রে এটি তার শাখা বাহু বিস্তার ক'রে তার জ্যোৎস্নালোকিত পুষ্পরাজি আমার পায়ে অঞ্জলি দেবে। কিন্তু একা কাটাবার স্থানতো এ নয়, আমাকে বাজারে যেতেই হচ্ছে। যাকে আন্‌ব তার বয়স খুব কম হওয়া চাই, তার—কক্ষের সব জিনীস তো এখনো দেখা হয়নি। এই তিনটি সিন্দুকে কি রয়েছে?

অল্‌। এই সিন্দুকে আছে আপনার নূতন পোষাক। একটি মণিমুক্তা খচিত।

হাসান। এমন দয়া কেউ কোথাও দেখেছে!

উইলো। এই সিন্দুকে আছে পর্দ্দা, গদি, এই সব।

হাসান। বেশ! বেশ!

জুপার। এই সিন্দুকে আছে আপনার শয্যার জন্যে ধোলাই সব রকমারি চাদর। সব কটিতে আপনার নাম আঁকা আছে।

হাসান। আমার নাম আঁকা! আর তোমার কি বল্‌বার আছে, টমরক্ষ?

টম্‌। ঐ শয্যা—

হাসান। ঐ শয্যা তো সিন্দুক নয়। কিন্তু নিঃসন্দেহে ওতে পাতা চাদরটিতেও আমার নাম আঁকা আছে?

টম্‌। ঐ শয্যায় একটি সুন্দরী নারী আছে।

হাসান। (লাফাইয়া উঠিয়া) কি?

টম্‌। একটি চমৎকার সুন্দরী নারী। তিনি বল্লেন আপনার সঙ্গে তার দেখা কর্ত্তেই হবে, তার জন্যে তিনি আমাকে দশ দিনার দিয়েছেন।

আসমানী। (হাসান শয্যার মশারি তুলিতেই) হাসান! (তার মুখে ঘোম্‌টা)

হাসান। কার স্বর?

আসমানী। হাসান। (ঘোম্‌টা খুলিল)

হাসান। তুমি!

আস্‌মানী। আমি এসেছিলুম, আমি লুকিয়েছিলুম, আমি debted অপেক্ষা করেছিলুম।

হাসান। কেন?

আস্‌মানী। পুরুষের শয্যায় নারী কেন লুকিয়ে থাকে?

হাসান। (ভীষণ ভাবে) কোন্ সাহসে এলে তুমি! (দাসগণের প্রতি) নির্ব্বোধগুলো, যা এখান থেকে। (দাসগণ নিষ্ক্রান্ত) (আস্‌মানীর প্রতি) কোন্ সাহসে এলে?

আস্‌মানী। সুন্দরী নারীর কর্‌বার সাহস নেই এমন কি আছে?

(গান)

খুপসুরৎ মুখের আবার
ভয় কি আছে কোন খানে?
আড় নয়নে মুচ্‌কে হেসে
জয় করে সে ত্রিভুবনে!
মুখের মিষ্টি ছড়িয়ে দিলে,
ছুটে আসে সব দলে দলে!
আবার কেঁদে মান করিলে,
নিমেষ মাঝে পাথর গলে!
সাতখুন তাদের মাপ
ঠিক তুমি জেনো মনে!

হাসান। কিন্তু এই নির্লজ্জতা বিশ্রী—হীন। যাও তুমি, সেলিমের কাছে ফিরে যাও।

আস্‌মানী। আাম সেলিমকে ছেড়ে এসেছি।

হাসান। আমার কাছে আস্‌বে ব'লে?

আস্‌মানী। সেলিম ভীরু, নির্ব্বোধ। তোমাকে বুঝ্‌তে পার্‌লুম—সুরুচিসম্পন্ন, সৎসাহসী। আগে কি ক'রে জান্‌ব আমি বল? কিন্তু তাতে কি হয়েছে? ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতাকে অনুসরণ কর্‌বার মতন যথেষ্ট সুন্দরী কি নই আমি? (বাহু দুটি বিস্তৃত করিয়া) আমার এই রূপলাবণ্য কি সেলিমের জন্যে?

(আস্‌মানীর গান)

এই সোণা মুখের মিষ্টি হাসি,
কারে বল বিলিয়ে দি?
পটলচেরা চোখের আমার,
নজর হান্‌ব দিকে কার!
সুগোল এই বাহু দিয়ে,
বাঁধব কারে এ হৃদয়ে!
(জেনো) আমার আছ তুমি বঁধু,
তোমার আছি আমি শুধু!

হাসান। আর কিছু ব'লে দরকার নেই, ফিরে যাও তার কাছে। আমার চোখের সাম্‌নে দুনিয়াকে তুমি কালো ক'রে তোল। সে যদি নির্ব্বোধ, ভীরু হয়,

তুমিও গণিকা ছাড়া কিছু নয়। যাও, নইলে আমার দাসেরা তোমার মাথা নীচু ক'রে তোমাকে সিঁড়ী দিয়ে গড়িয়ে নীচে ফেল্‌বে।

আস্‌মানী। আমি সেলিমকে ছেড়ে এসেছি কারণ দেখ্‌লুম সে ভীরু, বোকা, গরীব, প্রতিপত্তিহীন। আমি তোমার কাছে এসেছি কারণ তুমি ধনী, বিখ্যাত এবং সুরুচি-সম্পন্ন। যেদিন তুমি রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবে—সেদিন বহু দূরবর্ত্তী থাক্‌—সেদিন অবিশ্যি তোমাকেও নিশ্চয় ছেড়ে যাব। সেদিন পর্য্যন্ত আমি তোমার কাছে বিশ্বাস হারাব না। আমাকে যা বল তুমি আমি তাই, কিন্তু আমি তোমার জন্যে সৌন্দর্য্যের পণ্য সম্ভার নিয়ে এসেছি।

(গান)

জেনো আমি সুখের পায়রা!
সাজিয়ে এনে রূপ পসরা,
দাঁড়িয়েছি তোমার কাছে,
বেচ্‌তে চাই নিজে যেচে!
যতদিন তব থাক্‌বে কিছু,
ততদিন রব তোমার পিছু!
বুঝ্‌লে তো আমার ধারা,
জেনো আমি সুখের পায়রা!

হাসান। ধন্যবাদ, রূপবিক্রয়োপজীবিনী! কলঙ্কিত রূপ আমি

ক্রয় করি না। তোমাকে অনুরোধ কচ্ছি, তুমি অন্য কোথাও যাও, শীগ্‌গীর যাও।

আস্‌মানী। (মুখ ঘষিয়া উঠিয়া) আমার রূপে যে কলঙ্ক পড়েছে সে তো জান্‌তুম না! মুকুর তাহ'লে আমাকে প্রবঞ্চিত কর্‌ছে বল্‌তে হবে। কিন্তু পণ্যদ্রব্যের হীনতা প্রতিপন্ন কর্‌তে আগে তাকে ভালো ক'রে পরীক্ষা কর্ত্তে হয়—দেখ্‌তে হয়, ছুঁতে হয়। দেখ্‌বে, ছুঁবে ?

হাসান। (সরিয়া গিয়া) ওঃ, দূর হও, দূর হও। আমাকে কেন খুঁজে বের কর্‌লে ? আমারি কথা আবার আমার মুখের উপর ফিরিয়ে দেবার জন্যে ? অথবা নূতন কোনো সেলিমের আলিঙ্গনবদ্ধ হ'য়ে অঙ্কের পর অঙ্ক দেখাতে চাচ্ছ ? আর যাই হোক্, বাদ্‌লার জলটা আমার উপর ফেলো না। আমার আগুন নিবানোর অপেক্ষা রাখে না।

আস্‌মানী। (ভূমিতে জানু পাতিয়া) ক্ষমা কর। খলিফার বন্ধুর পক্ষে ক্ষমা করাটাই শোভন হবে। তোমার ঈর্ষ্যাই যদি জাগিয়ে থাকি তাহ'লে এখন নগ্ন আত্ম নিবেদনে কি তার সমুজ্জ্বল প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে আমি উদ্যত নই ?

হাসান। ওঠ, ক্ষমা করেছি, চ'লে যাও। আবার বল্‌তে হবে ? আচ্ছা, অর্থের দরকার হ'য়ে থাকে, দাসগণ জরজায় তা দেবে তোমাকে।

আস্‌মানী। ওঃ! তুমি কি পাথর?

হাসান। তুমি নির্লজ্জা।

আস্‌মানী। আমি সাহসিকা। যাই, বিদায়, বুঝ্‌লুম তুমি প্রেমিক নও।

হাসান। বিদায়। তোমার ঐ কলঙ্কিত ঠোঁটে "প্রেম" কথাটিকে আর অপবিত্র ক'রোনা।

আস্‌মানী। (দরজায় দেরি করিয়া) এ কথা ঠিক জেনো, প্রেমের ভাষা আমার কিছুই অজ্ঞাত নেই। যখন পাপিয়া রাত্রিতে তোমার জানালার বাইরে বাতাসে মৃদু আন্দোলিত বৃক্ষশাখায় ব'সে ডাকে এবং চাঁদের গা থেকে গড়িয়ে তোমার মেঝেতে ছায়ালোকের আলিঙ্গন খেলে যায়, তখন তোমার কোলে ব'সে বুল্‌বুলির চেয়েও মিঠা গান তোমাকে শুনাতে পার্‌তুম, চাঁদের মধ্যেও যা সম্ভবে না তা তোমাকে দেখাতে পার্‌তুম, তেম্‌নি রূপালি শুভ্রতা।

হাসান। আঃ—যাও!

(গান)

আস্‌মানী। আমি বিলাস সাগরে লালসা তরণী,
বাহিয়ে তোমায় অসীমে নেব!
তোমার আপন হৃদয় শোণিতে
তোমারি মদিরা পিয়ালা ভরিব!

সুখের প্রদাহ—অতৃপ্ত পিয়াসা,
রাখিব জ্বালায়ে, না পূরিবে আশা !
জানি না প্রেম—দিব না তোমায়
সে কি দেয় সুখ ? সে যে গো কাঁদায় !
সুখে মাতোয়ারা নাচিব গাইব,
তীব্রতম সুখে তোমায় মাতাব !

আস্‌মানী। (কথায়) আমি নিষ্ঠুর ছিলুম ব'লেই কি কোনো দিন আমার মন গল্‌তে পারে না ? যাও হাসান, দাস যুবতীদের বাজারে, নিয়ে এস তোমার মনমত একটি ; কিন্তু একদিন বল্‌বে—"হায় ! আস্‌মানীর প্রেমের ভাণ যে এই বোকার আন্তরিকতা থেকে ঢের ভালো ছিল।"

(গান)

ওগো জেনে রাখ বুঝ্‌বে কখন
আমি তোমার চোখের আলো ;
এমন রতন পায়ে ঠেলে
কাজ করনি তুমি ভালো !
সতী প্রেমের প্যান্‌ প্যানানী
শুনে হবে জান হয়রাণ,
বল্‌বে তখন ডাক ছেড়ে
কোথায় আমার তুমি আস্‌মান !
নকল চাট্‌নি চাবে তখন
(যবে) আসল হজম হয়না ভালো !

হাসান। আঃ! ছেড়ে যাও আমাকে।

আস্‌মানী। মাঠে মাঠে হাজারো পদ্ম আছে। বাগানে বাগানে হাজারো গোলাপ আছে—কিন্তু দুনিয়ায় আমার মত ঠিক একটিই আছে। দুনিয়ায় মাত্র একটি এইরূপ জোড়া ভুরু আছে, যার নীচ থেকে এই রকম চাওনি ঝল্‌সে উঠ্‌ছে, একটি মাত্র নাক আছে যা এই ভাবে সোজা এসেছে, মাত্র এক জোড়া ঠোঁটই এই ভঙ্গিমায় দুটিতে এসে মিশেছে। আস্‌মানের নীচে এমন কিছু নেই যাতে ফুটে এমন হাসি রেখাটি, প্রেমিকের মূর্ত্তিমান মোহের মত গালে এই টোলটি, আর প্রেমিকের চির আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গ আমার এই কুসুম কোমল সমুন্নত বক্ষস্থল—তার কি কোথাও তুলনা আছে? (উপরের আবরণটি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া) দেখ্‌বে, ছুঁবে? (অগ্রসর হইয়া) হাসান! দেখ্‌বে, ছুঁবে? (বাহু দিয়া হাসানকে জড়াইয়া) কেমন, ছুঁবে?

(গান)

সুরভি কমল আননে আমার,
চাঁদের জোছনা অমিয়া মাখা।
ফুলশর ধনু ভুরুযুগ মম,
হরিণী নয়নে কাজল আঁকা!
রসে ভরা মোর রাঙ্গা ঠোঁট দুটি!
দশন মুকুতা হাসি রহে ফুটি,

নিটোল কপোলে ফুটায়ে টোল,
প্রেমিক আদর চুম্বন পাগল !
হের সরস উরস ভূপতি শিথান !
স্পন্দিত, কোমল অতল স্বপন !
হের বাহুলতা জড়াতে তোমায়
আকুল অধীর—দিবে না কি তায়
পরশ তোমার ?—এস এস এস
দেহ লহ প্রিয় বাঞ্ছিত পরশ !

হাসান। (চীৎকার করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া) দাসগণ, সরাও এই স্ত্রীলোকটাকে। (মুহূর্ত্তে দাসগণ আবির্ভূত হইয়া আস্‌মানীকে সরাইয়া দিল)

আস্‌মানী। ওঃ! তোমার দাসগুলোর দয়ামায়া নেই !

হাসান। (দাসগণের প্রতি) ধ'রে রাখ এরে !

আস্‌মানী। আমাকে যেতে দাও।

হাসান। যেতে দেব না।

আস্‌মানী। বুঝ্‌লুম তুমি ভারি বেরসিক লোক, আমোদ প্রমোদ তোমার জন্যে নয়। যেতে দাও আমাকে। (পলাইতে চেষ্টা)

হাসান। ধ'রে রাখ। (দাসগণের প্রতি)

(অল্‌দার এবং উইলো প্রত্যেকে আস্‌মানীর এক একটি বাহু চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। আস্‌মানী দাঁড়াইয়া আছে। উপরের আবরণের নীচে যে ওড়না ছিল তাহা এখন খসিয়া পড়িল। তার পারস্য ধরণে কাপড় পরা; নগ্ন কোমড় দেখা গেল)

আস্‌মানী। আমাকে কি কর্‌বে তুমি? তুমি তো আমাকে ক্ষমা করেছ।

হাসান। (আস্‌মানীর প্রতি) হঁা, সেই অপমান এবং লজ্জা সমস্ত আমি ক্ষমা করেছিলুম। আল্লার মর্জ্জি হ'লে তোমার যা ব্যবসা তা তিনি ক্ষমা কর্‌বেন। কিন্তু তুমি তোমার ঐ কদর্য্য শরীরটা আমার শরীরে চাপিয়েছ—আমার গণ্ডদেশে তুমি তোমার নিশ্বাসের বিষ উদ্গীরণ করেছ এবং বুকের চারিদিকে তোমার ঐ সর্প বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছ। এখন তুমি মর্‌তে প্রস্তুত হও, কারণ পৃথিবীর রাস্তায় রাস্তায় আর ঘুরে বেড়াবে—মানব জাতীর পক্ষে তা নিরাপদ নয়।

আস্‌মানী। (শান্ত ভাবে, কিন্তু ভয়ে) মর্‌তে! কি বল্‌ছ তুমি! না, না! খুন কর্‌বে, ওঃ!

হাসান। ঐ ঝরণার শব্দ শুন্‌ছ—ঝির ঝির ক'রে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে জল পড়্‌ছে? তোমার রক্তও তেম্‌নি ক'রে পড়্‌বে এবং আমার গালিচায় রক্ত পুষ্পের সংখ্যা বাড়িয়ে তুল্‌বে।

আস্‌মানী। (নিজকে সাম্‌লাইয়া লইয়া) আমি ভয় করি না।

হাসান। তুমি কি দয়ার আশা রাখ? দয়া আমি আমার মিঠাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে এসেছি। এতদিন আমি সাধারণ লোক ছিলুম, আমার প্রকৃতিও ছিল কোমল—যে রকম মানুষকে সারা পৃথিবী এবং স্ত্রীলোক ঘৃণা

করে। কিন্তু এখন আর আমি সকলের কাছে নিরীহ বোকার মত থাক্‌ছি না। এখন সারা বোগ্‌দাদ জান্‌বে এবং বল্‌বে—"আমরা হাসানকে নিরীহ গোবেচারা ব'লে জান্‌তুম, কিন্তু এখন ক্ষমতা পেয়েই, যে আস্‌মানী তাকে অপমান করেছিল, সে তার মাথা কেটে ফেলেছে।" এ আল্লা, হাসানের গাড়ী রাস্তা দিয়ে চল্লে এখন যে সকলের জানু আপনা থেকেই ভেঙ্গে আস্‌বে। আস্‌মানী, শরীর শক্ত কর, চোখ বুঁজ।

আস্‌মানী। তলোয়ার দিয়ে নয়, তলোয়ার দিয়ে নয়।

হাসান। ক্ষমতার মদ আমাকে পান কর্‌তে দাও। আমি এখন সর্ব্বাঙ্গে জীবনের পূর্ণতা অনুভব কর্‌তে চাই। আমাকে তাদেরি একজন হ'তে দাও যারা জয় ক'রে তুড়ি মেরে চলে, কোনো কিছুরই তোয়াক্কা রাখে না। (তলোয়ার খুলিল, আস্‌মানী চীৎকার করিয়া উঠিল) তুমি আস্‌মানী—গরীব, সুন্দরী, গর্ব্বিতা আস্‌মানী; আমি হাসান—ধনী, মত্ত, ক্ষমতাসম্পন্ন হাসান, তুমি আমাকে আঘাত দিয়েছ, আমিও তোমাকে আঘাত দেব, খেলার এই নিয়ম, এবং দুনিয়ার রীতিও তাই। আমি কি তোমাকে ঘৃণা করি ? জানি না, জান্‌বার দরকারও নেই। আমি কি তোমাকে ভালোবাসি ? তাহ'লে সেই ভালোবাসা এই ইস্পাতটিকে একেবারে

তোমার মর্ম্মে নিয়ে পৌঁছিয়ে দেবে। তুমি হ'লে দুনিয়ার গণিকার প্রতিনিধি ; আমি তোমার দেহ দুভাগ করব। (ঘা দিবার পূর্ব্বে তলোয়ার আস্ফালন করিল)

আস্‌মানী। (একই সঙ্গে ভীত এবং বিজয়সূচক চীৎকার করিয়া) আমি চোখ বুঁজ্‌বনা ! আমি তোমার দিকে চেয়ে থাক্‌ব। আমার চোখের দিকে চেয়ে ঘা দিতে তোমার সাহস হবে না ! (হাসান আবার তলোয়ার ঘুরাইল) আমার চোখের দিকে চেয়ে এ কর্ত্তে তোমার সাহস হবে না।

(হাসান ঘরের মেঝেতে তলোয়ার ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া হাতে মুখ ঢাকিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল)

হাসান। আরে মিঠাইওয়ালা হাসান, তুই যা তাই যে রয়েছিস্‌ ! (আস্‌মানী হাসানের নিকট আসিল। বালকেরা নীরবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। হাসান আস্‌মানীকে তারদিকে আকর্ষণ করিয়া লইল এবং অসীম স্নেহাতুর কণ্ঠে বলিল) আস্‌মান !



তৃতীয় দৃশ্য

(রাজপ্রাসাদের প্রশস্ত কক্ষ। কক্ষটি সাদাসিধা, শুভ্র মর্ম্মর প্রস্তরে তৈরী। রাজসভার পোষাক পরিয়া ইসাক একা। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ এবং শান্তিরক্ষক সহ সৈনিকগণের প্রবেশ। সৈনিকেরা যুদ্ধ সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল)

দুর্জ্জয় অরি জয় মোরা করি মোরা পারস্য সৈন্য,
ব্যাঘ্রের মত ভীষণ আমরা ভালুকের মত বন্য।
পাহাড়ে পাহাড়ে চলি সারে সারে পার হ'য়ে যাই সিন্ধু.
শত্রুরে মোরা সমূলে বিনাশি নাহিক করুণা বিন্দু ;
ভারত হইতে স্প্যেনে মিশরে চালাই মোদের বাহিনী,
রক্ত আঁখরে জাতির ললাটে লেখা সে অতীত কাহিনী ;
রক্ত বদলে বহাই রক্ত তাইতো আমরা গণ্য,
দুর্জ্জয় অরি··· ··· ··· ··· ···ইত্যাদি।
রেশ্‌মী আরাম জড়াইয়া মোরা করিনা স্বদেশ রক্ষে,
বিপদেরে মোরা লইহে বরিয়া বাঁধন মুক্ত বক্ষে ;
মাথার উপরে আকাশের ছাদ কঠিন পৃথ্বী শয়নে,
উজ্জ্বল দীপ জ্বলিছে সেখানে চন্দ্র তারকা তপনে,
সঙ্গিনী শুধু শানিত এ অসি শিয়রে সেবার জন্য,
দুর্জ্জয় অরি ··· ··· ইত্যাদি।
অসি ধারণের শকতি রয়েছে পেশীবহুল এ হস্তে,
ক্ষমতা রয়েছে নিয়ে চলিবার ঋজু ঘাড় পরে মস্তে ;

পূর্ণ জীবন সম্ভোগ বল রয়েছে এ দেহে চিত্তে,
জীবন দিবারো শক্তি রয়েছে নাচিয়া মরণ নৃত্যে ;
খোদাতাল্লা আর খলিফা ভিন্ন না মানি কাহারে অন্য,
দুর্জ্জয় অরি··· ··· ··· ইত্যাদি।

সৈনিকগণ। আল্লা হো আকবর! খলিফাকি জয়!

প্র—শা। হে কাফেরের হাড়ভঙ্গকারীগণ, তোফা গানটি গেয়েছ তোমরা! তবে গৌরবহীন এই শান্তি-রক্ষক একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর্ত্তে চাচ্ছে—কোন্ দুর্জ্জয় অরিকে জয় ক'রে আজ এই বিজয় গানটি গাইলে? আমার অজ্ঞতা এম্‌নি অনন্যসাধারণ যে খলিফার সৈন্যগণ যে কখন বোগ্‌দাদ ছেড়ে গেল আর এল সেই খবরই পেলুম না!

প্র—সৈ। বোগ্‌দাদ ছেড়ে আমরা যাইনি সত্য, কিন্তু হয়ত তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছি, কারণ খলিফার শান্তিরক্ষকেরা যখন বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্র এতদিন নিরাপদে পেকে উঠ্‌তে দিয়েছে তখন ষড়যন্ত্র-কারীদেরে কেটে ফেলা আমাদের কর্ত্তব্য বোধ করলুম। সত্যি আমরা শুধু ভিক্ষুকদেরে দমন করেছি, কিন্তু যুদ্ধ ভিক্ষাই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য এবং তার জন্যে তারা প্রস্তুতও হ'য়ে উঠেছিল। তাদের আধাআধি আমরা হত্যা করেছি, বাকী অর্দ্ধেককে বন্দী করেছি। আর শান্তিরক্ষকেরা যখন

চাক্ষুষ প্রমাণ ছাড়া আর কোনো প্রমাণকে প্রমাণই মনে করে না, তখন তাদেরে দেখিয়ে দিলুম, জয়লাভ কর্‌লে যুদ্ধজয় গানটা অশোভন নয়।

প্র—শা। আল্লা, এমন গান! আমি ভেবেছিলুম বুঝি কাইরো দখল ক'রে এসেছে!

প্র—সৈ। কাইরো দখল করার চেয়ে বোগ্‌দাদ রক্ষা কর্‌বার মূল্য অনেক বেশী।

প্র—শা। (বন্দী ভিক্ষুকদেরে দেখাইয়া) বিজিতদের বর্ম্মচর্ম্মের দিকে একবার চেয়ে দেখ।

প্র-সৈ। এটি একটি পুরানো গান, জাতীয় গৌরবের গান, এই গানকে বিদ্রূপ ক'রে নিজেদের শিক্ষার অভাবই সূচিত করা হচ্ছে।

ইসাক। এই কি পারস্য রাজসভার উপযুক্ত কথাবার্ত্তা নাকি, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ? আপনারা বোগ্‌দাদ রক্ষা করেছেন? বোগ্‌দাদ আর রক্ষা করবার উপযুক্ত নয়।

{ঘোষণাকারীর প্রবেশ, সে ঘোষণা করিয়া এক একজনকে ঢুকাইতে লাগিল আর ইসাক তাহাদিগকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে যথাস্থানে বসাইতে লাগিল}

ঘোষণাকারী। দরবারে সব লোক এসেছেন। আবুসৈদ—বস্‌রার রাজা। ফহরদ্দিন—ডামাস্কাসের রাজা।

অল্‌ মুছ্‌টানসির—কোনিয়ার রাজা। তাহির ধুল যমিনায়স—খোরাসানের শাসনকর্ত্তা। টুর্কীর বিখ্যাত পালোয়ান জুরগীজ্‌খাঁন, যার উরুদেশের ব্যাস তিন হস্ত পরিমিত। আবু নোয়াজ—খলিফার বিদূষক। চীনদেশের প্রধান দার্শনিক হাং উয়াং এ স্থানের অধিবাসীদের রীতিনীতি পর্য্যবেক্ষণ কর্ত্তে এসেছেন, তাঁর বয়স একশ' দশ বছর। ভ্রমণশীল দরবেশ আবুল আসল এখানে এসেছেন রাজাদেরে মনে করিয়ে দিতে যে তাঁরা শুধু ধূলোমাটি।

ইসাক। তবে দরবেশদের মামুলি বুলিতে রাজারা আর ধূলি হ'য়ে যাওয়ার আশঙ্কা রাখে না।

ঘোষণাকারী। ঘাতক মশ্‌রুর এসেছে এখানে, কয়েকজন ভিক্ষুককে ধূলি সমষ্টিতে রাজাদের সঙ্গে সমতা দিবার জন্যে।

ইসাক। ছেঁড়া কাপড়ে বেচারীরা বাতাসে কাঁপ্‌ছে।

ঘোষণাকারী। হাসান বেন হাসান অস, বোগদাদী—খলিফার বন্ধু।

সৈনিকগণ। জয় হাসান বেন, হাসান বোগদাদীর জয়!

ইসাক। (হাসানকে একপাশে নিয়া) এখানে এস, খলিফার বন্ধু; ভুলে যেয়ো না যে তুমি ভাঙ্গা বাঁশীর মানুষ।

হাসান। বন্ধু কাকে বলে?

ইসাক। অনুগ্রহ পাওনি তুমি? খলিফা তোমাকে শেখান নি? তুমি তো রাজবন্ধু।

হাসান। তিনি দাতা, তিনি দয়ালু, তিনি অন্তরঙ্গ। তিনি আমার বাহুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছেন, আমাকে আলিঙ্গন করেছেন এবং আমাকে বন্ধু ব'লে ডেকেছেন, কিন্তু তাঁর চোখের সাম্‌নে আমি কেঁপে

ইসাক। তুমি বুঝে নিয়েছ। কোনো মানুষই কোনোদিন তাঁর বন্ধু হ'তে পারে না।

হাসান। তার কারণ তিনি মনুষ্যজাতির অনেক উপরে।

ইসাক। তা নয়; তার কারণ তিনি তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার ক'রে থাকেন মানুষের জীবন নিয়ে শিল্পীর খেলা খেল্‌তে।

হাসান। কি বল্‌ছ তুমি, ইসাক?

ইসাক। হাসান, ছেলেপিলেরা যেমন মাটির খেল্‌না ভেঙ্গে ফেলে, খলিফার খেয়ালে সেইরূপ অনেক নিরুপায় মানুষের জীবন যেতে দেখেছি আমি; তিনি ক্ষমতা ও লালসার রক্তিমা দিয়া জীবনকে অনুরঞ্জিত ক'রে তুল্‌তে ভালবাসেন।

হাসান। তিনি এমন উদার, অত্যাচারী তিনি কি ক'রে হ'তে পারেন? মানুষের যন্ত্রণায় তাঁর আনন্দ হ'তে পারে এ তো আমার মনে হয় না!

ইসাক। কুর্দ্দিস্থান থেকে আনা নূতন সিন্দরী রঙে চিত্রকরের যেমন আনন্দ, হৃদয়-যন্ত্রণায়ও খলিফার তেমনি আনন্দ। তাঁর কাছে হৃদয়-যন্ত্রণার রঙ্‌টিও খুব

সুন্দর। কিন্তু এত বড় শিল্পী বিরুদ্ধতার সৌন্দর্য্যটিও সম্ভোগ না ক'রে পারে না। এ দৃশ্য খলিফাকে দিয়েই সম্ভব হ'য়ে উঠ্‌তে পারে; আর তা হয়েছে এই কক্ষেই আমি দেখেছি।

হাসান। কিন্তু তুমি তো তাঁর বন্ধু।

ইসাক। তুমি যেমন। সম্রাটের পক্ষে নীচে নেবে আসাটা দেখ্‌তে বড় সুন্দর; সম্রাটের পক্ষে মানুষের সঙ্গে সাদাসিধে মানুষ হ'য়ে কথা কওয়ার মধ্যে একটা সৌন্দর্য্য আছে। বিরুদ্ধতার সৌন্দর্য্য সম্ভোগ এবং রাজসভার মামুলী রীতি-নীতির হাত এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে সম্রাটের পক্ষে শিল্পীপ্রাণতার পরিচয় আছে। কিন্তু ঐ আস্‌ছেন খলিফার অগ্রগামীটি, যিনি মহৎ অথচ যাঁর আবেগ নেই, যিনি বুদ্ধিমান অথচ যাতে প্রতিভার প্রেরণা নেই এবং কৃপণের মদের মতন যিনি একেবারে ফিকে।

ঘোষণাকারী। পারস্য শাসনতন্ত্রের দক্ষিণ হস্ত, পারস্য সূর্য্যের চন্দ্রবিশেষ—উজীর জাফর।

সৈনিকগণ। জয় উজীর সাহেবের জয়।

ঘোষণাকারী। আমার ছাড়া সকলের মুখ বন্ধ হোক। (তার দণ্ড তুলিয়া) পবিত্র, সুবিচারক, সমুচ্চ বংশজাত, সর্ব্বশক্তিমান, ইসালাম মালঞ্চের মালাকর, রাজকীয় অরণ্যানীর সিংহ, নিষ্কলঙ্ক অশ্বের আরোহী, সোণালী

পাহাড়ের দেবদারু, ভল্লবর্শার প্রভু, অন্যায়ের প্রতিবিধানকারী, রক্তপায়ী, দুনিয়ার ময়ূর, খোদা-তাল্লার পার্থিব ছায়া, স্বধর্ম্মীদের সৈন্যাধ্যক্ষ, খলিফা হারুণ অল রসিদ বেন মহম্মদ, ইব্‌ন্‌ আবদুল্লা ইব্‌ন্‌ মহম্মদ্‌ ইব্‌ন্‌ আলিবেন্‌ আবদুল্লা, ইব্‌ন্‌ আব্বাস্‌!

সৈনিকগণ। জয় খলিফার জয়—জয় হারুণ অল্‌ রসিদ বেন মহম্মদ ইব্‌ন্‌ আবদুল্লা কালিফের জয়!

দরবেশ। (ম্লানভাবে) মাটির ঢেলা, খেলানা, ছায়াসম অসত্য খলিফা। দুনিয়াতে খোদাই একমাত্র সত্য—আর সব মিথ্যা!

(গান)

না ঘর মেরা না ঘর তেরা
চিড়িয়া বসন্‌ সার!
কঙ্কর পাথর চুন্‌ চুন্‌ সব
বানায়া কাহা মেরা ঘর!
কাহাছে আয়া, যাওগে কাহা,
কব্‌ কুচনেই ঠিকানা!
বাদ্‌সা গরীব সবিকো ইহাল!
কিসিকো ইস্‌ছে নেই বাচ্‌না!
দোরোজক্যা দুনিয়াদারি
বহুরূপীকা সং যেয়ছা!
যব তক্‌ রহো খাটি রহো
ভজন কর পরমাত্মা।

খলিফা। রাজসভা আরব্ধ হইল, আমার মুখ ছাড়া সকলের মুখ বন্ধ হোক। তলোয়ারের আঘাতের মত আমাদের বিচার আজ দ্রুত নিষ্পন্ন হবে। "শাসকদের বিজ্ঞতা" নামক পুঁথিতে আছে—"ষড়যন্ত্রের তরু হঠাৎ সমূলে উৎপাটিত করিবে, কারণ ইহার বীজ বহুদূরে ছড়াইয়া পড়ে।"

সকলে। কেরামৎ! কেরামৎ!

খলিফা। তোমরাই ভিক্ষুক?

ভিক্ষুকগণ। আমরা বোগ্‌দাদের ভিক্ষুক।

খলিফা। মুখপাত্র, এদিকে এস। তুমি আমার সিংহাসন এবং ইস্‌লামের বিরুদ্ধে কেন ষড়যন্ত্র করেছিলে? মৃত্যুর এবং মৃত্যুর পরের ভয় কি তোমার ছিল না?

ভিকুক। দুনিয়ার মালিক, কখনো গরীব হ'য়ে দেখেছেন, ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে দেখেছেন? রাজবাটীর দেয়ালের বাইরে প'ড়ে উপবাসী লোকের মাথায় কি সব কল্পনা আস্‌তে পারে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন?

খলিফা। তুমি কি ষড়যন্ত্র অস্বীকার কচ্ছ?

ভিক্ষুক। আমি ষড়যন্ত্র করিছি।

খলিফা। তোমরা কেউ ষড়যন্ত্র অস্বীকার কচ্ছ? (সকলে নীরব) মশ্‌রুর, ষড়যন্ত্রকারীদের মৃত্যুর আদেশ হ'লো। নিয়ে যাও এখান থেকে। (ভিক্ষুকদের লইয়া মশ্‌রুর নিষ্ক্রান্ত) ভিক্ষুকদের রাজা বলা হয়

যাকে, তাকে কারাগার থেকে আনা যাদের কর্ত্তব্য, তারা সেই কর্ত্তব্য পালন করুক। আর তাকে জীবন্ত বন্দী করার সম্মান যার তিনি এগিয়ে আসুন সম্মুখে।

প্র-শা। (অগ্রসর হইয়া) দুনিয়ার মালিক, আমি অধম ভৃত্য।

প্র-সৈ। (অগ্রসর হইয়া) দুনিয়ার মালিক, আমি দাসানুদাস।

খলিফা। তাকে বন্দী করাতে কি তোমাদের দুজনের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে? তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ দ্বিগুণিত হ'লো, এখানে আমার সিংহাসনের দুটি সম্মানের পোষাক আনা হোক্।

প্র-শা। হুজুর, এখানে সাময়িক লোকটির উপস্থিতির কোনো কারণ আমি বুঝ্‌ছিনা। ভিক্ষুকদের রাজাকে যখন আমি তার ছাদ থেকে টেনে বের করি তখন এ ব্যক্তি দর্শকমাত্র ছিল।

প্র-সৈ। হুজুর, লোকটির আবরাম লাথি বৃষ্টি সত্ত্বেও আমি সাহস ক'রে তার পা জড়ায়ে ধরি আর এব্যক্তি শুধু তার কাপড় চোপড় ধ'রে টানাটানি করেছে।

প্র-শা। কাপড় ধ'রে টানাটানি, ব্যাটা হতচ্ছাড়া! এই হ্যাংলাপোড়া কাঠটিতে দুচার ফোঁটা রক্ত থাক্‌লে লজ্জায় তা তোর গালে উঠা উচিত ছিল।

প্র-সৈ। ব্যাটা শোথরোগী, হাতী!

খলিফা। যথেষ্ট হয়েছে! বীরের কথাই আমি শুন্‌তে ইচ্ছা

করি, আর নয়! পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, গৌরব ভাগ হ'য়ে গেছে। একটা পোষাক দাও আমাকে, আর রাজ দর্জ্জিকে ডেকে দাও।

রাজদর্জ্জি। (অগ্রসর হইয়া সটান পড়িয়া গিয়া) হে দুনিয়ার মালিক—হে সাহান্ শা বাদ্‌শা!

খলিফা। এই পোষাকটিকে দুভাগ ক'রে দাও তো।

রাজদর্জ্জি। (কাটিতে কাটিতে বিলাপ করিয়া) এ আল্লা! এমন সুন্দর পোষাকটি—এমন বহুমূল্য রেশম!

খলিফা। দুজনেই এখানে এস।

প্র-সৈ। (সরিয়া দাঁড়াইয়া) গৌরব একা শান্তিরক্ষকেরই।

প্র-শা। এ সম্মান একা আমার বন্ধুরই প্রাপ্য।

খলিফা। (জিদ্ করিয়া) দুজনেই এস এখানে। (খলিফা উভয়েরই গায়ে এক একটি অর্দ্ধ পোষাক পরাইয়া দিল—সকলের হাসি)

সৈনিকগণ। খলিফা যাদেরে সম্মানিত কর্‌লেন, তাদের জয় হোক্।

খলিফা। এখন ভিক্ষুকরাজকে নিয়ে এস। (হাতে পায়ে শিকল দেওয়া ভিক্ষুকরাজকে নিয়া আসা হইল—এখনো তার রাজপোষাক) গত রাত্রির আতিথ্যপরায়ণ গৃহস্বামীকে সেলাম।

রফি। সেলাম, বাস্‌রার অধিবাসী। সঙ্গী বণিককে প্রধান উজীরের পোষাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু সেই

কাফ্রী, সেই কদর্য্য কাফ্রীটা যেন অনুপস্থিত। হাসানকে তার উন্নতির জন্যে আমি আনন্দ জ্ঞাপন কচ্ছি।

খলিফা। এখনো তুমি রাজার মত ধৃষ্টতার সহিতই কথাবার্ত্তা বল্‌ছ, কিন্তু তোমার প্রজাগণ এখন তোমার হাতছাড়া হ'য়ে গেছে, তারা শীগ্‌গীরই দেয়ালের পাশে দেবদারু বনের কালো কাক হ'য়ে যাবে।

রফি। হে বাস্‌রাবাসী, যাকে লোকে খলিফা ব'লে অভিহিত ক'রে থাকে, কাল রাত্রে যদি তোমাকে চিন্‌তুম, হে ভালো লোকের হত্যাকারী, যদি চিন্‌তুম তোমাকে, হায়! যদি চিন্‌তুম!

প্র-শা। ওর জিভ্‌টা কেটে ফেল্‌ব?

খলিফা। ওকে কথা বল্‌তে দাও। অন্ততঃ একজনকে পেয়েছি যে আমাকে তোষামোদ করেনা। ওর চোখে পরিস্ফুট ঘৃণার ছবিটি আমি লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌তে চাই।

রফি। দুনিয়ার সিকি অংশকে কুশাসিত ক'রেও তোমার তৃপ্তি নেই, ঘৃণ্য অত্যাচারী, হীন বণিক, পশু-হৃদয় গুপ্তচর কোথাকার!

জাফর। হুজুর, এই লোকটাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই শোভা পায় না। এখনি এর মাথা কেটে ফেলা হোক্‌।

খলিফা। সময়মত হবে। (রফির প্রতি) তোমার ধৃষ্টতায় তোমার কোনো সুবিধা হবে না, রফি। দুর্ব্বিনয়ের জিভ্‌কে বিবেচনার দণ্ড দিয়ে চেপে ধরনা কেন ?

রফি। মৃত্যুর সম্মুখে এসে যে দাঁড়িয়েছে, আমি সেই।

খলিফা। হাজারো পথ আছে মৃত্যুর—কেউ যায় সোজা পথে, কেউ বাঁকা পথে।

রফি। মার, কাট, পুড়—যা খুসি তোমার। উদ্দেশ্য মহৎ হ'লে তাতে অকৃতকার্য্যতাও কম গৌরবের নহে। যাদের নিষ্ঠুর মৃত্যুর কারণ আমি হয়েছি, তাদের প্রত্যেকের যন্ত্রণা পৃথক ভাবে আমি যেন ভোগ করি।

চীন দার্শনিক। আমার একশ' দশ বছর বয়স হয়েছে, এমন মহৎ উক্তি জীবনে আমি কখনো শুনিনি।

খলিফা। সে বেশ। কিন্তু তোমাকে সেই নিষ্ঠুর মৃত্যু দিবার আগে এই পৃথিবীতে এবং পরে তোমার বিবেক যাতে পরিতৃপ্ত থাক্‌তে পারে, সেই জন্যে তোমাকে জিজ্ঞেস্ কর্‌ছি, উত্তর দাও; আমার ভৃত্যগণের তৎপরতা তোমার আলিঙ্গন হ'তে যাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছিল, সেই যুবতীটিকে কি তুমি ভুলে গেছ ?

রফি। সয়তান! আমি ভুলে যাব? তোমারি ভুলে যাওয়া কি আমি সর্ব্বান্তঃকরণে চাইনি ?

খলিফা। সাহসী প্রেমিক কি তার সুন্দরী দয়িতাকে ভুলে

যেতে পারে ? যার জন্যে ইস্‌লামের কেন্দ্রীয় দুর্গকে তুমি ভূমিসাৎ কর্ত্তে চেয়েছিলে, তাকে আমরা দেখ্‌তে চাই। (অনুচরদের প্রতি) সুন্দরী পরিবানুকে নিয়ে এস।

রফি। (বিনীত অনুনয়ে) ওঃ, দুনিয়ার মালিক ! ওঃ, মানবের ভাগ্যবিধাতা !

খলিফা। সুর যে বড় হঠাৎ বদ্‌লে গেল, কিন্তু এখন আর তাতে লাভ নেই।

রফি। হে ইস্‌লাম সূর্য্য, আমার ক্রোধ এবং মৃত্যুর আড়ালে প'ড়ে তার কথা সকলের মন থেকে দূর হ'য়ে যাবে সেই আশা করেছিলুম আমি।

খলিফা। অশিষ্টতার বেশ অজুহাতটি হাজির করা হয়েছে। যে অত্যাচারীকে জীবন্ত কবর দেবার মত্‌লব করেছিলে তার কাছে কি এখন ভদ্র ভাবে কথা বল্‌বে ?

রফি। আল্লা আমাকে অন্ধ ক'রে দিন যেন তাকে আমি দেখ্‌তে না পাই !

খলিফা। কেন ? এখনো কি তাকে তুমি ভালোবাসনা ? যে তৃষ্ণায় মর্‌তে যাচ্ছে তার কাছে ঝরণার ছবিটি যেমন, আসন্নমৃত্যু লোকের কাছে তার প্রিয়তমার ছবিটিও কি তেমনি লোভনীয় নয় ?

হাসান। (স্বগত) কিন্তু সেই ঝরণায় যদি জলের বদল রক্ত বইতে থাকে ?

রফি। তুমি, তুমি তাকে তোমার বাহুদিয়ে আলিঙ্গন করেছ। ওঃ আল্লা, আর যন্ত্রণা দিও না!

খলিফা। কিন্তু এ জেনেও তুমি তার প্রতি আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করনি, তার চোখের একটি দীপ্ত চাওনির জন্যে তুমি বোগ্‌দাদ ধ্বংস করতে যাচ্ছিলে।

রফি। কিন্তু আগে যার কবলে পড়েছিল সে, তার রক্তে স্নান করিয়ে তার অপবিত্রতা দূর ক'রে নিতুম।

খলিফা। তুমি ভারি হাস্যস্কর মানুষ দেখ্‌ছি! রঙ্গিন ধোঁয়ার ভিত্তির উপর দেখ্‌ছি তুমি তোমার অপরাধের প্রাসাদ তুল্‌তে যাচ্ছিলে। তুমি কি মনে কর আমি আমার বাগানের সমস্ত ফলই চেখে দেখেছি?

রফি। আল্লার নামে শপথ ক'রে সত্য কথা বল, খলিফা।

খলিফা। আমার উৎসাহী কর্ম্মচারীরা যে সব দাস যুবতীরে ধ'রে আনে তার প্রত্যেকটিকে কি আমি চিনি? আমার জানামতে তো তোমার এই যুবতীটিকে আমি চক্ষেও দেখিনি।

ঘোষণাকারী। কুমারী পরিবানু।

খলিফা। আমার সম্মুখে আন তাকে।

(পরিবানুকে খলিফার সম্মুখে আনা হইল)

পরিবানু। (যথাবিহিত সম্মান দেখাইয়া) ওঃ, দুনিয়ার মালিক!

খলিফা। ধর্ম্মপুস্তকে রয়েছে, রাজার সাম্‌নে স্ত্রীলোকেরা ঘোম্‌টা খুল্‌তে পারে, তাতে কোনো দোষ হয় না।

পরিবানু। কিন্তু, হুজুর, শুধু ঈগল পাখীই সূর্য্যের দিকে চাইতে পারে।

খলিফা। তোমার উক্তিটি খুব গর্ব্বিত বল্‌তে হবে; পরিবানু, আর আমার সন্দেহ নেই, বিপদের ঝল্‌সানো আলোর সম্মুখেও তোমার আঁখিযুগল আশ্চর্য্য স্থির হ'য়েই আছে—সেই আঁখি দুটি আমি দেখ্‌তে চাই। ঘোম্‌টা খুল্‌বার আদেশ দিতেই হবে আমার।

পরিবানু। হায়, দুনিয়ার মালিক, বহুদিন মণিখচিত খাঁচায় বদ্ধ থাকার দরুণ সে চোখে কালী পড়েছে, আর আমার প্রাণের ডানা আড়ষ্ট হ'য়ে আছে। আকাশের তরুণ সূর্য্যের আলয় যেখানে, সেই আমার দেশের সমুচ্চ পাহাড়েই শুধু আমার স্বজাতি মেয়েরা ঘোম্‌টা খুলে বেড়ায়।

ইসাক। (আত্মগত ভাবে, অর্দ্ধগানের সুরে) পাহাড়, পাহাড়—তরুণ সূর্য্যের আলয়, পাহাড়।

খলিফা। (পরিবানুর প্রতি) ঘোম্‌টা খুল্‌তে তোমাকে আমি আদেশ দিচ্ছি।

পরিবানু। আপনি যদি আমার মুখ থেকে জোর করে ঘোম্‌টা খুলে ফেলেন তাহ'লে আপনার চোখের সাম্‌নেই আমি নখে আমার চোখ উপ্‌ড়ে ফেল্‌ব।

রফি। না, না!

পরিবানু। কে তুমি বল্‌ছ "না, না?" কে তুমি শৃঙ্খলাবদ্ধ হাতে মুখ লুকোচ্ছ?

রফি। একজন বন্দী।

পরিবানু। স্বর লুকোচ্ছ ?

রফি। একজন বন্দী মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর্‌ছে।

পরিবানু। ছুঁতে কেঁপে উঠ্‌ছ ?

রফি। একজন ভীত লোক।

পরিবানু। (উল্লাসের স্বরে) তোমার জন্যে আমার ঘোম্‌টা খুল্‌ছি; এবং হে বন্দী, তোমারি অদৃষ্টের ভাগ নেব ব'লে অপেক্ষা ক'রে আছি।

হাসান। ওঃ, ইসাক ! সুন্দরীর হৃদয় নিহিত আগুন !

রফি। স'রে যাও আমার কাছ থেকে, পরিবানু ! আমার পথে এসে দাঁড়িয়ো না. জানো না আমার জন্যে কি ভীষণ দণ্ড অপেক্ষা ক'রে আছে।

পরিবানু। ভীষণ দণ্ড ? ভীষণ দণ্ড ? রফি, এখন তোমাকে দেখেছি। এখন হাজারো বৎসর ভীষণ দণ্ড সইতে পারি আমি।

রফি। তোমাকে মুক্ত কর্ত্তেই আমি খলিফার রাজত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছি। আমার দোষেই তাতে কৃতকার্য্য হইনি, আমার দোষেই আমার হাজার হাজার ভক্ত আজ মৃত।

পরিবানু। আমার জন্যে তুমি ষড়যন্ত্র করেছিলে ? আমার জন্যে—আমার জন্যে ?

রফি। আবার তোমার ঠোঁটে চুমো খেতে আমি বোগ্‌দাদ সহরকে রক্তে স্নান করাতুম।

পরিবানু। ও আমার প্রেমিক!

রফি। (তার শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্ত দেখাইয়া) প্রেমিকই বটে—শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রেমিক!

পরিবানু। হে আমার প্রিয়তম, চারিদিকে সহস্র চক্ষু রয়েছে, কিন্তু তাতে কি? আমি রাজপ্রাসাদের ক্রীত দাসী, তুমি আমার প্রেমিক—শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী। (তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া) আমরা চিরন্তনের ডাক শুনেছি, চারিদিকের ক্ষণস্থায়ী অবাস্তবকে আমাদের লজ্জা নেই। হে প্রেমিক আমার, সহস্রের মধ্যে শুধু তোমার ওষ্ঠ দুটিই আমি দেখ্‌ছি, সহস্রের মধ্যে তোমার চক্ষু দুটীই আমার চোখে পড়্‌ছে, আর সব স্বপ্ন, সব অস্তিত্বহীন, সব ছায়া!

রাজসভাসদ। এ নেহাৎ বিধর্ম্মীর মত কথা হ'লো। আমাদের ধর্ম্মেতো এ বলে না।

ইসাক্‌। চুলোয় যাক্‌ তোমার ধর্ম্ম।

জাফর। এ যে কুফী মত্‌, রাজ্যের পক্ষে ভারি বিপজ্জনক।

হাসান। তাহ'লে চুলোয় যাক্‌ রাজ্য।

খলিফা। পূর্ণ রাজসভায় তুমি প্রেম কচ্ছ—এ পৃথিবীর শব্দ কি তোমার কাণে পৌঁছ্‌বে?

পরিবানু। ওহে রফি, তুমি পৃথিবীর অবাস্তব স্বপ্নজালে যখন কতকটা জড়িত হ'য়ে পড়েছ তখন আপাতপ্রতীয়মান তোমার কোনো কোনো কার্য্য সম্বন্ধে আমি কয়েকটা

প্রশ্ন কর্ত্তে চাচ্ছি। প্রথমতঃ, তুমি কি অস্বীকার কর্চ্ছ যে তুমি নিজে "অবিশ্বাসীদের খলিফা" এই নাম নিয়েছ এবং নিজ ধর্ম্মকে আমার সম্মুখে এবং আমার সঙ্গীগণের সম্মুখে নিন্দা করেছ ?

রফি। আমার অস্বীকার কর্‌বার কিছুই নাই।

খলিফা। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বাসীদের খলিফাকে জীবন্ত কবর দিবে এবং বোগ্‌দাদ অধিকার কর্‌বে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা কি অস্বীকার কর্‌ছ ?

রফি। কিছুই অস্বীকার কর্‌ছি না।

খলিফা। তৃতীয়তঃ, একটি স্ত্রীলোকের জন্যে তুমি এই ভীষণ ষড়যন্ত্র করেছিলে তা কি অস্বীকার কর্চ্ছ ?

রফি। সব স্বীকার কর্চ্ছি।

খলিফা। রফি, তুমি স্বীকার কর্‌লে তুমি স্বধর্ম্মদ্বেষী, বিশ্বাস-ঘাতক, বিকৃতমস্তিষ্ক পাগল। এখন তোমার শাস্তি সম্বন্ধে বিচার করা যাবে।

রফি। যেমন খুসি দাও।

খলিফা। তুমি সাহসী কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, অবাস্তব লৌহশলাকার খোঁচাও বেশ বিঁধবে তোমাকে। কিন্তু তোমার উপযুক্ত শাস্তি এক রকমের মৃত্যু নয়, হরেক রকমের! ভাব্‌ছি আমি ষড়যন্ত্রের জন্যে যদি তোমাকে শূলে চড়াই, তাহ'লে ধর্ম্মবিদ্বেষের জন্যে পোড়াব কি ক'রে ? তোমার দুর্ব্বিনয়ের জন্যে যদি

তোমার শরীরের চাম্‌ড়া খুলে ফেলি, তোমার নির্লজ্জতার জন্যে তোমাকে বেত মার্‌ব কি ক'রে ?

রফি। যন্ত্রণা দেওয়ার শিল্পে খলিফার বেশ দক্ষতা আছে দেখ্‌ছি।

খলিফা। যে মৃত্যুর বিভীষিকা আমার সাম্‌নে তুলে ধরেছিলে তার সাম্‌নে এ সব মৃত্যু কিছুই নয়।

রফি। (অধৈর্য্যের সাহত) আমার কি শাস্তি ?

খলিফা। পাগ্‌লামির জন্যে শূল, ষড়যন্ত্রের জন্যে কুকুর দিয়ে জীবন্ত অবস্থায় খাওয়ানো, ধর্ম্মবিদ্বেষের জন্যে জীবন্ত অবস্থায় শরীরের চাম্‌ড়া ছুলে ফেলা।

পরিবানু। আঃ! (এই ভীষণ শাস্তির নামে বিভীষিকা ও তৃপ্তির গুঞ্জন শুনা গেল চারিদিকে)

রফি। আল্লার যেরূপ অভিরুচি।

পরিবানু। (খলিফার পায় পড়িয়া গিয়া) রক্ষা কর, রক্ষা কর, হে দুনিয়ার মালিক !

খলিফা। তুমি কি মনে কর্‌ছ তোমার অনুনয় শুনেই ওকে ছেড়ে দেব ?

পরিবানু। দয়া কর ! ওগো, দয়া কর !

খলিফা। "দয়াকর" ব'লে আমার পা জড়িয়ে ধর্‌ছ কেন ? যন্ত্রণাটা স্বপ্ন এবং পৃথিবী অলীক মায়া নয় !

পরিবানু। (উঠিয়া) এই পৃথিবী নরক কিন্তু যারা আরো গভীর ক'রে খুঁড়ে তারা যা খোঁজে সেই নরকের নীচের নরকেরই সন্ধান পাবে।

খলিফা। দর্শনে বেশ অধিকার আছে দেখ্‌ছি কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রে কোনো অধিকার আছে কি? একটা যুক্তি বের কর তো, একটি ছোট সূক্ষ্ম যুক্তি এই লোকটাকে দয়া দেখানোর স্বপক্ষে।

পরিবানু। আঃ—যুক্তির কথা শুন্‌বে তুমি?

খলিফা। আমার এ সুবিচার হয়নি?

পরিবানু। সুবিচার পেতে চাইবে তুমি?

খলিফা। ওর সাম্‌নে যদি আমি বন্দী অবস্থায় দাঁড়াতুম, সে শুন্‌তো আমার কাতর প্রার্থনা?

পরিবানু। প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছ তুমি?

খলিফা। তোমার ঐ কৃষ্ণ চক্ষু দুটির খাতিরে আমি কি সব যুক্তি ঠেলে দেব, বিচার উল্‌টিয়ে দেব এবং প্রতিশোধ ঠেকিয়ে রাখ্‌ব ভাব্‌ছ?

পরিবানু। আমার উপর নাও সেই প্রতিশোধ।

খলিফা। সুন্দরী, তুমি কি যথার্থ বল্‌ছ, না এই কথা ব'লে শুধু একটু দয়ার উদ্রেক করাতে চাচ্ছ? উত্তরের দরকার নেই, মৃত্যু আসন্ন জেনো।

পরিবানু। (বাহু বিস্তৃত করিয়া) তাহ'লে কথা দাও। আমার চক্ষুর সাম্‌নে ওর শৃঙ্খল খুলে ফেলা হোক্‌, তারপর আমাকে যে ভাবে খুসি মার্‌তে আদেশ দাও।

রফি। পরিবানু!

খলিফা। মায়া! মায়া! তুমি মায়াবাদী। এ দেহও মায়া। যন্ত্রণা কিসের—আমি অস্বীকার করছি।

পরিবানু। (রফির প্রতি) হায় ! আর কি কর্‌তে পারি !

রফি। আমাকে মর্‌তে দাও ! তোমাকে আবার দেখেছি আমি। এখন মরা কিছু নয়।

পরিবানু। কিন্তু রফি, রফি—ওরা কি ভীষণ ভাবেই মার্‌বে তোমাকে !

রফি। তুমি নিজেও তো সেই রকম মৃত্যুই বরণ কর্‌তে চেয়েছিলে, আর আমি ভয় পাব ?

পরিবানু। (খলিফার প্রতি) আমি সামান্য একটু দয়া চাচ্ছি। একটি সহজ, পরিষ্কার মৃত্যু দেওয়া হোক্ তাকে !

খলিফা। এতো সামান্য দয়া চাচ্ছনা। যে আমার রাজ্যশুদ্ধ কাঁপিয়ে তুল্ল সে কি সাধারণ চোরের মত অতি সহজে অনন্তে প্রয়াণ কর্ত্তে পারে ! বড় অপরাধ যার, যন্ত্রণাও তার বেশী হওয়া উচিত।

পরিবানু। যন্ত্রণার ভয় নেই রফির।

খলিফা। তার অর্থ এ নয়, তার যন্ত্রণার অনুভব শক্তি লোপ পেয়েছে।

পরিবানু। হে দুনিয়ার মালিক, অবস্থাবিশেষে মন ও শরীর তার যন্ত্রণার অনুভব শক্তি লোপ কর্ত্তে সমর্থ হয়—এ আমার কল্পনা নয়। হে ইস্‌লামের পিতা, তোমার যে চক্ষু ফুল ভালোবাসে তাই কি মানুষের দেহকে বিশ্রী ভাবে টুক্‌রা টুক্‌রা কর্‌বার দৃশ্য ভালোবাস্‌তে পারে ? তোমার যে কাণ ইসাকের সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়,

তাকি মরণোন্মুখের ভীষণ আর্ত্তনাদ শুন্‌বার ইচ্ছা রাখ্‌তে পারে ?

খলিফা। আমি রফিকে আমার উপস্থিতি দিয়ে সম্মানিত কর্‌তে চাচ্ছি না ; দৃশ্য এবং শব্দের বহু দূরে থাক্‌বো আমি।

পরিবানু। ওঃ !

খলিফা। সারা জীবন আমি ঘাতকদেরে আদেশ দিয়ে আস্‌ছি। আজ্‌কেও তাই দিচ্ছি। আজ এক চিন্তা ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। সে হচ্ছে আমাকে জীবন্তে কবরে পোঁতা হচ্ছে, খোলা চোখের উপর মাটি চাপা দেওয়া হচ্ছে, মাটি চেপে মরণোন্মুখের আর্ত্তনাদের শ্বাস রোধ করা হচ্ছে।

পরিবানু। রাগে অজ্ঞান হ'য়ে সে বলেছিল এই সব ; কিন্তু তুমি খলিফা—শান্ত ভাবেই তার উপর বিচারে বসেছ। সে হয়েছে দশজনের একজন, কিন্তু তুমি দুনিয়ার মালিক, ঈশ্বরের পার্থিব প্রতিনিধি, ইস্‌লামের একমাত্র পুরোহিত। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের যে মূর্ত্তি আছে তা নিজ হাতে ধ্বংস ক'রোনা।

খলিফা। তাহ'লে মানুষের সৌন্দর্য্যের খাতিরে তাকে ছেড়ে দিতে বল্‌ছ আমাকে ? বরং মানুষীর সৌন্দর্য্যের খাতিরে তা পারি, পরিবানু !

পরিবানু। (ইঙ্গিত বুঝিয়া সঙ্কুচিত হইয়া) যারা সৌন্দর্য্যের পূজক, কামনাকে তারা চিরকাল দূরে ঠেকিয়ে রাখে।

খলিফা। আর, সৌন্দর্য্য থেকে কামনাকে তুমি যত দূরেই ঠেকিয়ে রাখ, আমার কামনা থেকে সৌন্দর্য্যকে দূরে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না।

পরিবানু। আমি তোমার অন্তঃপুরের ক্রীতদাসী বটে, কিন্তু আমার অশরীরি সৌন্দর্য্য তোমাকে দাস খত দেয়নি, দিবেওনা।

খলিফা। শরীরিটা দিলেই হ'লো।

পরিবানু। তার আগেই তা শূন্যে মিলিয়ে যাবে, তার আগেই আমি মর্‌ব।

খলিফা। (কোমল ভাবে) কেন সুন্দরী? তার চেয়ে কাম্য কি কিছু নেই পৃথিবীতে, না আমি তা তোমাকে দিতে পারি না, বা তুমি আমাকে দিতে পার না?

পরিবানু। কখনো নয় তোমাকে, অত্যাচারী!

খলিফা। (কোমল ভাবে) তোমার প্রেমিককে ছেড়ে দিলেওনা?

পরিবানু। নির্লজ্জ! এই রাজসভায়ও কি তোমার লজ্জা নেই? এই বিচার বুদ্ধি নিয়ে তুমি শাসন কর্ত্তে বসেছ!

খলিফা। সে লজ্জা না কর্‌বার দৃষ্টান্ত তো তুমিই আগে দেখিয়েছ। বল, তোমার প্রেমিককে মুক্ত ক'রে দেব কি?

পরিবানু। তুমি আমাকে ছুঁলে আমার শ্বাসরোধ হবে। ওঃ, কি লজ্জা! কি লজ্জা! তুমি হাস্‌ছ! বিধাতার বজ্র যে এই হাসিশুদ্ধ মুখকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে না এই

আশ্চর্য্য! কিন্তু—থাক্—থাক্, তুমি তো তাকে মুক্ত কর্ত্তে পারো, আঃ, দেবে কি তাকে মুক্ত ক'রে? আমি তোমার দাসী—আমি তোমার দাসী! দড়ি, ছুরি—মর্‌বার সব উপায় আমার কাছ থেকে দূরে রেখে দিও, যদি দাও তাকে মুক্ত ক'রে। আমি তোমার দাসী, আর কি কর্‌বার আছে আমার?

খলিফা। দাসীর ব্যবহার কিম্বা হৃদয় নয় তোমার। তুমি স্বাধীন হ'য়ে জন্মেছ, জোর ক'রে তোমাকে আমার অন্তঃপুরে আনা হয়েছে, আমার দাসী তুমি হ'তে পার না। সমস্ত রাজসভার সম্মুখে আমি তোমাকে স্বাধীন ঘোষণা ক'রে দিচ্ছি। তুমি ইচ্ছামত আস্‌তে যেতে পার, এখানে থাকা না থাকা, বিয়ে করা কিম্বা মরা তোমার স্বাধীন ইচ্ছার উপরই নির্ভর কর্‌ছে, তুমি যা ইচ্ছা বেছে নিতে পার।

পরিবানু। যা ইচ্ছা বেছে নিতে পারি? কি বেছে নিতে পারি? তার মৃত্যু এবং আমার অপমান এ দুইয়ের মধ্যে?

খলিফা। না, প্রেম এবং জীবন এই দুইয়ের মধ্যে।

পরিবানু। বুঝিয়ে বল, হে দুনিয়ার মালিক!

খলিফা। যন্ত্রণা সহ দুইটি মৃত্যু এবং ছাড়াছাড়ি হ'য়ে দুটী জীবন—এই উভয়ের মধ্যে। প্রেমের একদিন এবং সারা বাকী জীবন—এই উভয়ের মধ্যে।

পরিবানু। বুঝ্‌লুম না।

খলিফা। আমি এই বিষয়ে ভেবে দেখেছি এবং সংকল্প স্থির করেছি। পরিষ্কার ক'রেই বল্‌ছি সব। (উঠিয়া) এই আমার শেষ বিচার, এর আর কিছুমাত্র নড়্‌চড়্‌ হবেনা। পরিবানু এবং ভিক্ষুকদের রাজা রফিকে আমি বেছে নেবার সুযোগ দিচ্ছি। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তাদেরে সময় দেওয়া গেল, তারা একত্রে তাদের মন ঠিক কর্‌বে। তারা দুজনেই বাঁচ্‌বে এই সর্ত্তে— সুন্দরী পরিবানু আমার আইনমতে বিবাহিতা স্ত্রী হ'তে স্বীকৃতা হ'য়ে আমার অন্তঃপুরে চ'লে যাবে, সেখানে তার রূপগুণ এবং পদমর্য্যাদার অনুরূপ সম্মান সে পাবে। আর ভিক্ষুকদের রাজা বোগ্‌দাদ ছেড়ে যাবে, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাদের আর কোনো দিন দেখা সাক্ষাৎ হ'তে পার্‌বে না। কিন্তু যদি তারা এই সর্ত্তে অস্বীকৃত হয়, এইরূপে ছাড়াছাড়িতে তাদের মত্‌ না থাকে, বাকী সারাজীবন বেঁচে না থাক্‌তে চায়, তাহ'লে তাদেরে আমি প্রেমের একদিন দান কচ্ছি—আজ সূর্য্যাস্ত থেকে কাল সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত একদিন। এই সময় তারা শৃঙ্খলিত থাক্‌বে না, আত্মহত্যা নিবারণের জন্যে সামান্য দুই একটি প্রহরী ছাড়া আর কেউ থাক্‌বেনা তাদের কাছে। কিন্তু সেই দিনটি শেষ হওয়া মাত্রই তারা

দুজনে হৃদয়হীন যন্ত্রণায় একত্রে মর্‌বে। এখন পরম করুণাময় আল্লার নাম নিয়ে রাজসভা ভঙ্গ ক'রে দিলুম।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(ভিক্ষুকের রাজা যেখানে বন্দী তার বাইরে কিন্তু প্রাসাদের ভিতরে হাসানের প্রবেশ)

হাসান। কোন্ পথে? কোন্ পথে? এই অন্ধকার পথে কিছুই ঠিক পাচ্ছিনা, আমার স্বর কক্ষে কক্ষে গিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এ শব্দটা কিসের? কোনো সৈন্য সামন্ত আস্‌ছে নাকি? না, সমস্ত বন্দীরা রাগে মাটিতে পদাঘাত কচ্ছে—না, কেউ হাট্‌ছে শুধু? কে লোকটা? সে যদি এসে জিজ্ঞেস্ করে আমি এখানে কি কর্ত্তে এসেছি তাহ'লে কি বল্‌ব? এই অন্ধকারে কেন এলুম আমিই কি তা জানি?

ইসাক। (অন্ধকার হইতে) কে ওখানে? কি কচ্ছ? কি দরকার তোমার এখানে?

হাসান। কে ডাকে? আমি হাসান, বন্দীশালা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখ্‌ছি। তুমি কে?

ইসাক। আমি কে? ভাই হাসান, এই প্রশ্নের জবাব দিতে বড় বড় পণ্ডিতেরাও পারেন নি!

হাসান। ইসাক! কাছে এস, ইসাক্‌। কি কচ্ছ তুমি এখানে?

ইসাক। হে বন্দীশালার পর্য্যবেক্ষক, আমি ব্যাঙের ছাতি কুড়োচ্ছি।

হাসান। তুমিও এসেছ? আমি কেন এলুম তা জানি না। ভাব্‌ছিলুম—জানিনা কেন এসেছি, কিন্তু আমাদের হৃদয় দুটি বন্ধু হৃদয়ের মত এক ভাবেই স্পন্দিত হ'য়ে উঠেছে মনে হয়। ওদের জন্যেই কি এসেছ তুমি এখানে?

ইসাক। হাঁ, দেখ্‌তে এসেছি প্রেম ও জীবনের মধ্যে কোন্‌টি ভারি সাব্যস্ত হয়।

হাসান। তাই দেখ্‌তে এসেছ? কি নিষ্ঠুর!

ইসাক। মানুষের মর্ম্মযাতনা যা শিক্ষা দিতে পারে, কবিকে তা শিখ্‌তেই হবে।

হাসান। তাহ'লে কবি না হওয়াই কি ভালো নয়?

ইসাক। (তিক্ত ভাবে) আল্লা যখন আমাকে কবি এবং হৃদয়ের বিশ্লেষণকারী ক'রে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি আমাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস্ করেননি। এই আমার ব্যবসা, মানবীয় গালিচার শিল্পী, পৃথিবীর শাসন-কর্ত্তা—আমার প্রভুকেই আমি অনুসরণ করি। তিনি

যদি এরূপ নাটকীয় সম্বন্ধাবস্থানটি ঘটিয়ে তুলে থাকেন তাহ'লে তার চরিত্রগুলি আমি পর্য্যবেক্ষণ কর্‌ব না কেন? খলিফাকে বোধহয় তুমি এতদিনে কিছুটা বুঝে উঠ্‌তে আরম্ভ করেছ।

হাসান। তাঁর কথা বলছ কেন? সব মানুষই পশু—তুমি, তিনি এবং আমি। আমি ভাব্‌তুম আমি বুঝি অন্যের চেয়ে দয়ালু বেশী—কিন্তু আসলে আমি অন্যের চেয়ে বেশী ভীরু। আমার উন্নতির এই প্রথম দিন, এই দিনের স্বুরু করেছি একটি স্ত্রীলোক প্রায় হত্যা ক'রে, আর এর শেষ কচ্ছি, দুটি দুঃখীর উপর গুপ্তচরগিরি ক'রে।

ইসাক। ভাই হাসান, নৈতিক সমস্যা নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ো না। ঘটনার দীপের চারিদিকে কৌতূহলের কীট উড়ে বেড়াবেই। ঐ রক্ষীরা আস্‌ছে, তারাই আমাদিগকে পথ দেখিয়ে নিবে। (দুইটী রক্ষীর প্রবেশ) { রক্ষীদের প্রতি } হো, সেনিক, কোথায়?

১ম রক্ষী। (সেলাম করিয়া) ভিক্ষুকরাজের কুঠুরীতে, হুজুর, আমাদের পাহারার পালা এখন।

ইসাক। কি, তোমরা কি কুঠুরীর ভিতরে থাক্‌বে?

১ম রক্ষী। হাঁ, হুজুর, ভিতরে।

ইসাক। লজ্জার কথা! প্রেমিক যুগলকে এ ভাবে পাহারা দেওয়া লজ্জার কথা। ওরা তো আর ছাদ উড়িয়ে দিয়ে পালাবে না!

১ম রক্ষী। হুজুর, বন্দীদের রীতি আমাদের জানা আছে। অনেক সময় আমরা বেত চালাবার জন্য মৃতদেহ এনে হাজির ক'রে মশ্‌রুরের নৈরাশ্য উদ্রেক করিছি। (২য় রক্ষীর প্রতি) কেমন, করিনি, মহম্মদ ?

২য় রক্ষী। (অত্যন্ত ম্লান সম্মানসূচক স্বরে) হাঁ, অনেকবার নিরাশ করেছি।

ইসাক। তাহ'লে সে তোমাদেরই দোষ, ভাইসব, তোমরাই দড়ি কিম্বা ছুরি তাদের কাছাকাছি রেখে দিয়েছ কিম্বা থাক্‌তে দিয়েছ।

১ম রক্ষী। হুজুর, বন্দীদের চালাকি আপনারা জানেন না। ওরা দেয়ালে মাথা ঠুকেও মর্‌তে পারে। (২য় রক্ষীর প্রতি) কেমন, পারে না, মহম্মদ ?

২য় রক্ষী। (ইসাকের প্রতি) হাঁ, হুজুর, অনেক সময়েই তা তারা ক'রে থাকে।

ইসাক। শিকল থাক্‌লেও ?

১ম রক্ষী। শিকল থাক্‌লেও অনেক সময় তারা মাথা ঠুকে মরে। (মহম্মদের প্রতি) কেমন, মরে না, মহম্মদ ?

২য় রক্ষী। (ইসাকের প্রতি) হাঁ, হুজুর, অনেক সময়ই তা মরে।

ইসাক। কিন্তু এদের বেলায় সে সব তো হবে না। জানো তো, যন্ত্রণাপ্রদ মৃত্যু এবং ছাড়াছাড়ি হ'য়ে জীবন, এই দুইয়ের একটিকে তাদের বেছে নিতে হবে। জীবনই তারা বেছে নেবে নিশ্চয়, কাজেই তাদের উপর পাহারা দেওয়ার কোনো দরকার হবে না।

১ম রক্ষী। তা হয়ত ঠিক, কিন্তু বন্দীদের কথা কিছুই বলা যায় না। ওরা ভারি গোঁয়ার, বিশেষতঃ স্ত্রী বন্দীরা। (মহম্মদের প্রতি) কেমন, না মহম্মদ ?

২য় রক্ষী। (ইসাকের প্রতি) হাঁ, হুজুর, স্ত্রী বন্দীরা বরাবরই ভারি গোঁয়ার হ'য়ে থাকে।

ইসাক। মনস্থির কর্ত্তে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সময় কারো দরকার হয় না। কেমন, হয় কি ?

১ম রক্ষী। না, হুজুর, অন্ততঃ মশ্‌রুরের হাত চল্‌তে যে দেখেছে তার তো নয়ই।

ইসাক। কিন্তু তারা যদি প্রেমের একটি দিন যাপনই বেশী বাঞ্ছনীয় মনে করে তাহ'লে খলিফার কথামত তাদেরে কি একটু স্বাধীনতা দেওয়া হবে না ? তবুও কি তোমরা তাদের কুঠ্‌রীতে পাহারা চালাবে ?

১ম রক্ষী। না, তাহ'লে আমরা দরজার বাইরে থেকে কাণ পেতে থাক্‌ব। (দুষ্টের হাসি হাসিয়া)

ইসাক। দরজাটি যদি দেখিয়ে দাও তাহ'লে আমরাও ঠিক তাই কর্ত্তে চাই এখন।

১ম রক্ষী। তা ঠিক কর্ত্তে দিতে পারি কিনা জানি না।

ইসাক। (তাকে অর্থ দিয়া) তোমরা সব বীর, যতদূর জানি তোমাদের কাজের উপযুক্ত বেতন তোমাদেরে দেওয়া হয় না।

১ম রক্ষী। ভারি বিশ্রী কাজ আমাদের, হুজুর।

২য় রক্ষী। (অর্থ লইয়া) বেতন বৃদ্ধিরও কোনো আশা দেখ্‌ছি না।

১ম রক্ষী। এদিকে, হুজুর্‌। (তাহাদিগকে নিয়া দরজা দেখাইয়া দিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

একটি কুঠুরী। লৌহ শলাকার ভিতর দিয়া সূর্য্যালোক প্রবেশ করিয়াছে। একটি প্রকাণ্ড দরজার মধ্যবর্ত্তী একটু ফাঁক রহিয়াছে। রফিকে শিকল দিয়া দেয়ালের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখা হইয়াছে কিন্তু পরিবানুকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয় নাই। দরজার দুইদিকে দুইটী রক্ষী অবিচলিত অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে।

রফি। এই শেষবার পাহারা বদল হ'লো; একঘণ্টার মধ্যেই সূর্য্যাস্ত হবে।

পরিবানু। তোমার মুক্ত হাত দুটি আমাকে জড়িয়ে ধর্‌তে যে এখনো অনেক দেরী। হে অলস সূর্য্য, দেয়ালে তোমার ছায়া আলোর খেলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর তো ভালো লাগ্‌ছে না। এখনো দীর্ঘ একঘণ্টা!

রফি। এখনো আমাদের দণ্ডের পূর্ব্বে একটি রাত্রি এবং একটি দিন রয়েছে।

পরিবানু। তোমার স্বরটি এত দুঃখপূর্ণ কেন? তোমার

সঙ্কল্পের সঙ্গে তোমার কথা যেন সমান তালে তালে চল্‌তে পার্‌ছে না !

রফি। কি সঙ্কল্প করেছি আমি ? তুমি নিকটে এলে, তোমার আত্মার পাখা তোমার চারিদিকের আকাশ আলোড়িত কর্চ্ছে দেখ্‌লুম। তুমি আমার গলায় রূপার শৃঙ্খল জড়িয়ে দিলে, এই লোহার শিকলের কথা আমি ভুলে গেলুম; তোমার কেশের সুগন্ধ দিয়ে তুমি আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌লে, এই কুঠরী হ'য়ে উঠ্‌লো একটি পুষ্পোদ্যান, তুমি আমার দিকে ফিরালে তোমার চক্ষু, সেই চক্ষুর রাত্রির মধ্যে সপ্ত সমুদ্র তাদের মজ্জিত তারকারাজিকে ঝল্‌সিয়ে তুল্লে এবং বিনা ভাষায় তোমার সমস্ত শরীর হ'তে এই জিজ্ঞসা ফুটে উঠ্‌লো, "প্রেমের জন্য তুমি মর্‌বে ?"

পরিবানু। তুমি কি অনুতাপ কচ্ছ ? সেই কথা কি তুমি এখন ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছ ?

রফি। তোমার ঠোঁট দুটি আমার ঠোঁটে চেপে সেই ফিরিয়ে নিতে চাওয়াও বন্ধ ক'রে দাও।

পরিবানু। তোমার আবেগ জাগিয়ে তুলে আমি ভুল করেছি। আমি দেখ্‌ছি তুমি মনে মনে এখন অনুতাপ কচ্ছ। এক মুহূর্ত্তের পাগ্‌লামি যে তোমাকে আবদ্ধ রাখ্‌বে সে আমি চাই না। শান্তভাবে তুমি তোমার হৃদয়কে জিজ্ঞেস্‌ কর। যুক্তি মেনে চল।

রফি। এ্যাঁ! শান্ত ভাবে জিজ্ঞেস্‌ কর্‌বার—যুক্তি মেনে চল্‌বার কথা বল্‌ছ তুমি পরিবানু? নিজের দেহে মনে আগুন জ্বালিয়ে তুলে সেই আগুন ছড়িয়ে দিয়েছ আমারো দেহে মনে, আর এখন তুমি চাচ্ছ শান্ত ভাব আর তুহীনশীতল যুক্তি! প্রেমাবেগে আমাকে অন্ধ ক'রে দেবার দরুণ আল্লার অভিশাপ নামুক তোমার মাথায়।

পরিবানু। আঃ রফি!

রফি। চুপ কর, চুপ কর! তোমার স্বরটি হয়েছে শেষ রাত্রির পাপিয়ার কলকণ্ঠের মত! মোহকর—উন্মাদকর! ভুলে যাও তোমার স্বপ্ন, তোমার আগুন, তোমার বিদ্যুৎ, তোমার আত্মার আলোর ছটা, তারপর উত্তর দাও এই আবেগহীন প্রশ্নের—তোমার প্রেমিক কেন মর্‌তে যাবে, আর এরূপ মৃত্যু?

পরিবানু। আমি শুন্‌ছি।

রফি। আমি যুবক মাত্র। বেঁচে থাক্‌লে আমি কি চিরকাল হাসি ভুলে থাক্‌ব? সারাজীবন কি তোমার জন্যে আমি হা হুতাশ ক'রে কাটাব? আমি কি আমার দেশে ফিরে যাব না, আমাকে যারা জন্ম দিয়েছে তাদের হৃদয়কে সান্ত্বনা দেব না? আমার কি সুন্দর ঘরবাড়ী, পুস্তকাদি এবং বন্ধু বান্ধব নেই? ফুল ফলের বাগান নেই? পরিবানু কাছে নেই ব'লে

আমার বাগানের পাশ দিয়ে পার্ব্বত্য তটিনী কি তেম্‌নি কলনৃত্যে ব'য়ে চল্‌বে না ? প্রেম ম্লান হ'য়ে যায়, কিন্তু মরে না বটে, আমি সেই প্রেমের সোণালি স্মৃতি নিয়ে পুস্তক হাতে সেই তটিনীর তীরে গিয়ে বস্‌ব। পুস্তক পড়্‌তে পড়্‌তে যখন ক্লান্ত হব তখন শ্যামল তৃণের উপর শুয়ে আকাশের মেঘের দিকে চেয়ে থাক্‌ব। সেই মেঘের মধ্যে তোমার মুখখানা আমি দেখ্‌তে পাব এবং মনে কর্‌তে থাক্‌ব তুমি চিরকাল স্বপ্নই ছিলে, মনে কর্‌ব তোমার সুবলয়িত শুভ্র বাহুযুগলের বেষ্টন পাহাড়ের গায় কুয়াসার আবরণের চেয়ে বেশী সত্য কখনও ছিল না।

পরিরানু। (বর্দ্ধিত ক্রোধের সহিত) এইরূপ মধুর কল্পনায় মগ্ন থেকে তুমি ভুলে যাবে সেই নারীকে যাকে তুমি অত্যাচারীর কাছে বিক্রী ক'রে এসেছ ? এই ভাবে আমি যখন দেশ এবং আত্মীয় স্বজন থেকে বহু দূরে আপন লজ্জার মাঝে বন্দীর জীবন কাটাব তখন তুমি কেবল স্বপ্ন, কেবল স্বপ্ন দেখেই দিনের পর দিন কাটাতে থাক্‌বে ?

রফি। রেখে দাও লজ্জা! তুমি হবে খলিফার স্ত্রী। সারা ইস্‌লাম জগতে স্ত্রীলোকের কাছে এর চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা আর কি হ'তে পারে ? একটা কদর্য্য

কাফ্রি এসে শরীরের চাম্‌ড়া খুলে ফেলার চেয়ে এতে কি বেশী লজ্জা? লজ্জা! অপমান! বিক্রী! এসব হচ্ছে স্ত্রীলোকের বৃথা আত্মাভিমান। তোমার আত্মাভিমানে ইন্ধন যোগাবার জন্যে আমাকে কি এই ভীষণ যন্ত্রণার মৃত্যুকে বরণ কর্ত্তে হবে? তোমাকে যদি আমি নাই পাই তাহ'লে যার খুসি তার স্ত্রী হও না কেন তুমি, তাতে আমার কি? আমি তোমাকে মনে ক'রে রাখ্‌ব, এখন যা আছ, মূক মেদিনীর মর্ম্মদেশ থেকে উৎসারিত নির্ঝরের পবিত্র জলের মত।

পরিবানু। হৃদয়হীন ভীরু, তুমি মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছ?

রফি। আল্লার নাম নিয়ে বল্‌ছি, ঠিক আমি মৃত্যুকে ভয় কচ্ছি। মৃত্যুকে যে ভয় করে না, হয় সে বদ্ধ পাগল, নয় নিরেট বোকা! মৃত্যুতে ভয় কর্‌বার জন্যে যদি তুমি আমাকে ঘৃণা কর, তাহ'লে বেশ, তোমার মনোমত পথে তুমি চলে যাও, এই ভীরুকে ত্যাগ কর। আঃ! না, না, আমাকে ছেড়ে যেয়োনা পরিবানু! আমাকে ক্ষমা কর। আমার প্রতিজ্ঞা এখনো আমি ফিরিয়ে নিইনি। আমি তোমার সঙ্গেই মর্‌ব। আমি মর্‌ব, আমি মর্‌ব! মৃত্যুর চেয়ে হাজারোগুণ ভীষণ যে যন্ত্রণা তা আমি বুক পেতে নেব, যে যন্ত্রণার কথা মনে কর্‌লেই বুক শুকিয়ে যায়, যা—

পরিবানু। ধিক্ তোমাকে ভীরু, দুর্ব্বল প্রেমিক! যন্ত্রণা আমাদের কি কর্‌তে পারে!

রফি। তুমি দেখ্‌ছ না—দেখ্‌ছ না! তোমার ঐ হাত দুটির দিকে চেয়ে দেখ, এ দুটিকে ছিঁড়ে ফেল্‌বে—আঃ! এর কথা মুখে ত আন্‌তে পার্‌ছি না। সাদা ঝরণা থেকে রক্ত স্রোতের মতন তোমার ঐ শুভ্র দেহ থেকে যখন রক্তের ধারা বইবে তখনো আমাকে তা চোখে দেখ্‌তে হবে—ওঃ!

পরিবানু। আমাদের যুক্ত জীবনের কাহিনী সেই রক্তের অক্ষরেই অমর হ'য়ে লিখা থাক্‌বে।

রফি। হায়, তুমি এখনো স্বপ্ন দেখ্‌ছ, তুমি এখনো আবেগে অন্ধ হ'য়ে আছ; এখনো উপমা দিয়ে কথা কইছ! তুমি দেখনি, তুমি শোননি কোনোদিন অত্যাচারিতের সমুচ্চ সুকরুণ বুকফাটা চীৎকার, দেখনি তাদের দেহের আকৃতি যখন তাদেরে কবরে নিক্ষেপ করা হয়। নিকটে এস, পরিবানু। জানো, তোমাকে তারা কি কর্‌বে? নিকটে এস, উচ্চে তা বলা যায় না। (পরিবানু নিকটে আসিল) ওঃ, তোমাকে বল্‌তে সাহস হয় না—বল্‌তে সাহস হয় না!

পরিবানু। পরিষ্কার ক'রে বল। (রফি পরিবানুর কাণের কাছে বলিল) {হাতে মুখ ঢাকিয়া} আঃ আল্লা এরকম কর্‌বে! ছি! না, না; আমাকে তা করবে না তারা!

রফি। নির্ম্মমের মতন কর্‌বে।

পরিবানু। (ভীষণ ভাবে) তাই কর্‌বে! ছিঃ! কি লজ্জা! তাই কর্‌বে—ওঃ! কি ভীষণ যন্ত্রণা! আমি দেখ্‌ছি সব! শুন্‌ছি! অনুভব কচ্ছি! ওঃ, আমাকে রক্ষা কর, রফি!

রফি। হায়! কেন তোমাকে একথা বল্‌লুম!

পরিবানু। এ যে সহ্যের অতীত, এ যে কদর্য্য! একথা মনে কর্‌লেই যে আমার শিরাগুলো ফেটে পড়্‌তে চায়। এদিকে লজ্জা, ওদিকেও লজ্জা, দুই লজ্জার মাঝে এসে পড়েছি আমি, নিষ্কৃতি নেই; কিন্তু, অন্ততঃ তোমাকে তা কর্‌বে না, রফি। চুপ, আস্তে কথা বল; সৈনিকেরা যেন না শুনে। (রক্ষীরা কাণাকাণি করিতেছিল, তাদের দিকে চাহিয়া) তুমি এখন মর্‌বে কি আমার হাতে? কোনো যন্ত্রণা হবে না।

রফি। (চাপা গলায়) তাড়াতাড়ি! কি ক'রে মর্‌ব? প্রহরী রয়েছে—ছুরি আছে?

পরিবানু। আমায় বাহু বেষ্টনের মধ্যে—বলিনি প্রিয়তম, আমার হাতে?

রফি। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি।

একজন রক্ষী। (পরিবানু তার প্রেমিকের গলা চাপিয়া ধরিতেই খোলা তলোয়ার লইয়া প্রবেশ করিয়া পরিবানুকে ঠেলিয়া দিয়া) স'রে যাও, খলিফার নাম নিয়ে বল্‌ছি।

রফি। (পরিবানুর প্রতি) ওর তরোয়ালের উপর লাফিয়ে পড়।

পরিবানু। (রফীর তরোয়াল হইতে সঙ্কুচিত হইয়া কয়েক পা হটিয়া) আমি পার্‌ব না।

রফি। তাড়াতাড়ি—তাড়াতাড়ি! তরোয়ালের উপর লাফিয়ে প'ড়ে সকল লজ্জার হাত এড়াও।

পরিবানু। আমার ভয় হচ্ছে। (মাটিতে পড়িয়া গিয়া) সব মাটি করেছি—তোমার মৃত্যু, আমার মৃত্যু—সব খুইয়েছি।

রফি। তুমি ভয় পেয়েছ।

পরিবানু। তলোয়ারের আগা ছিল আমার বুকে, সব শেষ ক'রে দিতে পার্ত্তুম।

রফি। ভয় পেয়ে গেছ।

পরিবানু। একেবারে বুকে বিঁধ্‌তে গিয়ে। হাজার হোক্—আমি স্ত্রীলোক!

রফি। এতো কিছুই নয়; ইস্পাতের একটু খোঁচা।

পরিবানু। কিছু নয় বল্‌ছ তুমি? এ যে বরফের মতন, কেমন তীক্ষ্ণ এবং ঠাণ্ডা, আমি ভারি ভীরু।

রফি। উভয়েই ভীরু আমরা, তুমি এবং আমি। দেয়ালের উপর সূর্য্যের আলো সাদা থেকে সোণালিতে পরিণত হচ্ছে, অপরাহ্ণ হয়েছে। আমাদের সময় এসেছে। আমরা কি জীবন বেছে নেব? বেছে নেব আকাশ আর সাগর, পাহাড়, নদী আর প্রান্তর? বেছে নেব ফুলের গন্ধ আর পাখীর কাকলি? বেছে নেব হাসি

এবং অশ্রুজল, দুঃখ এবং কামনা, কথা এবং নীরবতা, পাহাড়ে পাহাড়ে মানুষের কথার প্রতিধ্বনি ?

পরিবানু। শূন্য, শূন্য, তোমার হৃদয় ছাড়া সব শূন্য ! (কাঁদিতে লাগিল)

রফি। মৃত্যুর মত শূন্য—পরিবানু, মৃত্যুর মত শূন্য !

পরিবানু। দেয়াল লাল হ'য়ে উঠ্‌ছে ! শেষ মুহূর্ত্ত এসেছে ; আমাদের বেছে নিতে হবে।

রফি। আমার হ'য়ে বেছে নাও ; আমি সেই মতই চল্‌ব। জীবনের কথা বলেছিলুম না আমি ? তোমার জন্যে কামনায় আমার হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমাকে যদি তুমি চ'লে যেতে বল তাহ'লে তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচ্‌বনা। আমার হ'য়ে বেছে নাও আর ঠিক বেছে নিও। যন্ত্রণার বিভীষিকা ! যন্ত্রণার বিভীষিকা ? একবার শুধু তোমাকে আমার বাহুবেষ্টনে ধর্‌তে দাও, তারপর প্রেমের এই একদিন অনন্তের মধ্যে বিস্তৃত হ'য়ে যাক্‌। কে জানে ? পৃথিবী আজ ধ্বংস হ'য়ে যেতে পারে অথবা সূর্য্য খ'সে গিয়ে তার কবরে ঢুক্‌তে পারে। কে জানে আগামী কল্য সমস্ত ধ্বংস লীলার শেষে থাক্‌তে পারি শুধু তুমি আর আমি, থাক্‌তে পারে শুধু আলিঙ্গনবদ্ধ দুটি অমর আত্মা !

পরিবানু। (ধীরে ধীরে মাটি হইতে উঠিয়া এবং তার হাত তার

প্রেমিকের কাঁধে রাখিয়া) ওগো, চল আমরা মরি! আমার কোনো অসম্মানের জন্যে নয়, রফি। তোমার কাছে বা আমার কাছে আমার অসম্মানের মূল্য কি, প্রিয়তম, বালিকার কৌমার্য্যের লজ্জারই বা মূল্য কি? এই আমার মাটি (দেহ দেখাইয়া) বোধহয় খুবই সুন্দর কিন্তু ঈশ্বর সকলের সঙ্গে একই ছাঁচে তা ঢেলে তুলেছেন।

রফি। তাহ'লে আমার প্রেমের জন্যে মর তুমি—এক রাত্রি এবং এক দিনের প্রেমের জন্যে মর!

পরিবানু। আমি তোমার প্রেমের জন্যে মর্‌তে যাচ্ছি, রফি। দেখ, তোমার চার দিকে তোমার আত্মার দ্যুতি বিকীর্ণ হচ্ছে; তাঁর সঙ্গে তুমি যে এক হ'য়ে গেলে; সেই চরম, সেই চিরন্তন তোমার চোখে আজ ঝল্‌সে উঠ্‌ছে, তোমার ঠোঁটে ছায়া ফেলেছে; তোমার সারা দেহ যে সেই আলোতে আলোময় হ'য়ে উঠেছে!

রফি। আমাকে সান্ত্বনা দাও, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও! আমি যে তোমার স্বপ্নের নাগাল পাচ্ছি না।

পরিবানু। (উদ্দীপনায় তার বাহু দুটি শক্ত হইয়া আসিতে লাগিল) ঐ জানালা দিয়ে স্রোত বইছে আলোর—চিরন্তনের মধ্যে ক্ষণিক ডুবে গেল। তোমার সঙ্গে মৃত্যু, তোমার জন্যে মৃত্যু, তোমাকে পাবার জন্যে মৃত্যু, হে প্রেমিক,

আর তারপর অন্তহীন উদ্যান, আর নির্ঝরিণীর কলস্বন্ আর পাশাপাশি হাত ধ'রে বেড়ানো—আত্মায় আত্মায় প্রগাঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ চির মিলন।

রফি। হে আমার জীবনের জীবন, আমার প্রাণের প্রাণ, এই উন্মাদের স্বপ্নই কি তোমাকে শেষ ক'রে দেবে ?

পরিবানু। হে চিরশান্তি, হে চির আনন্দ, হে চির মিলন, আমরা তোমারি জন্যে মর্‌ছি! প্রিয়তম, যে আগুন আমাদের ভিতর জ্বল্‌ছে তার জন্যে, যে বায়ু আমাদের চারদিকে বইছে তার জন্যে, আমাদের দেশের জন্যে, আমাদের দেশের পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে দেবদারু বনের ভিতর দিয়ে বহমান পুলকের জন্যে তুমি এবং আমি যন্ত্রণাকে বরণ ক'রে নিচ্ছি এবং আমাদের শেষ পরিণামের সম্মুখীন হচ্ছি। দুনিয়ায় সেবার জন্যেই আমাদের অবসান হোক্। ঐ শোন, ঐ শোন তরঙ্গায়িত সিন্ধুর স্বর শোনা যাচ্ছে, বল্‌ছে—"ভুগে যাও যাতে আমার ঢেউগুলি চিরকাল বিলাপ কর্ত্তে পারে।" আকাশের তারকারা গেয়ে উঠ্‌ছে, বল্‌ছে—"সাহস ধর যাতে যুগ যুগ ধ'রে আমরা উজ্জ্বল হ'য়ে কিরণ দিতে পারি।" এখন পর্য্যন্ত অজাত শিশুদের আত্মারা আমাদের চারদিকে ভিড় ক'রে কাণাকাণি ক'রে বল্‌ছে—"স'য়ে যাও যাতে আমরা জয়ী হ'তে পারি।"

রাফ। পরিবানু! পরিবানু!

পরিবানু। ঐ শোন! ঐ শোন! আমি পরিষ্কার শুন্‌তে পাচ্ছি, গ্রহ নক্ষত্র বেয়ে নেমে আস্‌ছে চিরন্তনের ভেরী নিনাদ—মর, প্রেমের যজ্ঞে আত্মার আহুতি দাও—ভেসে আস্‌ছে সেই অমৃতময় বাণী—এস এস, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রেমের চির অমরত্ব লাভ কর—অন্ধকারের ভিতর দিয়ে চির আলোকের স্বর্গে প্রবেশ কর! পার্থিব চির বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে স্বর্গীয় চির-মিলন লাভ কর!

রফি। মর তাহ'লে, পরিবানু, তোমার এই লোকাতীত উদ্দীপনা নিয়েই মর! আমিও তোমার অনুসরণ কর্‌ব!

ঘোষণাকারী। (প্রবেশ করিয়া) তোমরা কি স্থির কর্‌লে, খলিফা জান্‌তে চাচ্ছেন।

রফি। মৃত্যু!

হাসান। (হঠাৎ ঢুকিয়া) না, না। হা, আল্লা!

ইসাক। (হঠাৎ ঢুকিয়া) ঠিক বেছে নিয়েছে। (ঘোষণাকারী নিষ্ক্রান্ত—পরিবানুর মধ্যে এখনো উদ্দীপনার ভাব বর্ত্তমান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(পর'দিবস—সূর্য্যাস্তের কাছাকাছি সময়। খলিফার বাগান। (৩য় অঙ্ক —১ম দৃশ্য) হাসান তার শিবির হইতে প্রবেশ করিল। অন্যদিক হইতে অনুচরগণ সহ খলিফার প্রবেশ)

খলিফা। আমরা তোমাকে খুঁজ্‌তে তোমার আলয়েই যাচ্ছিলুম, হাসান, কিন্তু তুমি আগেই এসে পড়েছ। বুলবুলিরও আগে তুমি তোমার ঘর ছেড়ে এলে কেন? তুমিও কি চাঁদ উঠার সঙ্গে সঙ্গে গান ধর্‌বে নাকি? তাই যদি, শুনিয়ে দাও আমাদেরে।

হাসান। হে দুনিয়ার মালিক, বুলবুলির সময় এখনো হয়নি! আপনাকে সারাদিন আমি খুঁজে ফিরেছি, হুজুর, পাইনি। রাজসভা কর্‌লেন, শিকারে গেলেন, খেতে বস্‌লেন, এখন তো সময় প্রায় হ'য়ে এল, হে দুনিয়ার মালিক!

খলিফা। কিসের সময়?

হাসান। বুলবুলির সময়; যে সময় আকাশের রূপালি তৌলে সূর্য্য ও চন্দ্রকে ওজন করা হয় এবং সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আপনার বিচারের তৌলটি নীচের দিকে নেবে যায়।

খলিফা। নিশ্চয় তোমার মাথায় কিসব খেয়াল ঢুকেছে আর

মেজাজ বিগ্‌ড়ে আছে। তোমার কথার অর্থ মাথা-মুণ্ডুতো কিছুই বুঝ্‌ছি না।

হাসান। (খলিফার পায়ে পড়িয়া গিয়া) হে দুনিয়ার মালিক, পরিবানু ও রফিকে দয়া কর।

খলিফা। কি—ঐ দুটোকে? তারা নিজেরাই নিজেদেরে দয়া করুক। শুন্‌লুম তারা মৃত্যুই বেছে নিয়েছে। স্ত্রীলোকটা আমাকে বিয়ে করার চেয়ে রফির সঙ্গে মৃত্যুই শ্রেয়ঃজ্ঞান ক'রে আমাকে খুব সম্মানিত করেছে! তারা দুটিতে বেশ মধুর একটি দিন কাটিয়েছে; চমৎকার খাদ্য সব তাদের কাছে রাখা হয়েছিল, পাহারাও শ্লথ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। এখন অপরাহ্ণটি আর তেমন মধুর ভাবে কাট্‌বে না তাদের।

হাসান। মেয়েটিকে যেন যন্ত্রণা দেওয়া না হয়; তাকে দয়া করুন, হুজুর।

খলিফা। আরে ওঠ, খেয়ালী। যারা নিজেরাই মৃত্যু বেছে নেয় তাদেরে দয়া কর্‌তে বল তুমি কোন্‌ সাহসে?

হাসান। যদি শুন্‌তেন তাদের কথা—যখন তারা সংকল্প স্থির কর্‌লো তখন আমার মত যদি তাদেরে লুকিয়ে দেখ্‌তেন তাহ'লে ভুলে যেতেন আপনি বিচার, প্রতিশোধ এবং সুবিধা অসুবিধার কথা, শুধু শুন্‌তেন তাদের মর্ম্ম-বেদনায় হৃদয়-বিদারক ধ্বনি!

খলিফা। আমার সন্দেহ আছে।

হাসান। তারা ঠিকই বেছে নিয়েছে। এত অল্প বয়স তাদের। এমন প্রেমপূর্ণ চিত্ত তাদের! আমি ঘুমোইনি, খাইনি, হুজুর। আমার বাড়ীতে বাগানে কোনো আনন্দ নেই। আমার দেয়ালে আমি রক্ত দেখি, গালিচায় রক্ত দেখি, নির্ঝরে রক্ত দেখি, আকাশে রক্ত দেখি।

খলিফা। বেশ, বেশ, এই প্রীতিকর স্বপ্নই তুমি দেখ্‌তে থাক। আবু নওয়াজ আমার জন্যে একটি কুর্ডি মেয়ে এনেছে, সে এক পা গলায় জড়িয়ে চমৎকার নাচ্‌তে পারে, সেকেন্দরশার গান তার মুখস্থ আছে। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি এখন আপরাহ্নিক আমোদের উপযুক্ত সঙ্গী হবে না তুমি।

হাসান। যন্ত্রণার জন্যেই আমি কথা বল্‌ছি; মেয়েটির জন্যেই শুধু অনুরোধ কচ্ছি। মুখের একটি কথা দিন, সূর্য্য শীঘ্রই অস্ত যাবে।

খলিফা। (রাগিয়া) তুমি এবং ইসাক, জাফর এবং সমস্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা যদি একসঙ্গে এসে পায়ে পড়্‌তে তবুও মশ্‌রুরের কৃষ্ণ হস্তের একটি আদর থেকে তাকে নিষ্কৃতি দিতুম না।

হাসান। (হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া খলিফার দিকে অগ্রসর হইয়া) অত্যাচারী! ভীষণ নারকী!

খলিফা। (শান্তভাবে—রক্ষীরা হাসানকে ধরিয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া)

তুমি আমাকে বিস্মিত ক'রে দিলে। মিঠাইওয়ালারা কবে থেকে তাদের ব্যবহারে এমন ভীষণ হ'য়ে উঠেছে ?

হাসান। (ভীত হইয়া) কি বলিছি আমি ! কি করিছি !

খলিফা। ঐ আবার মিঠাইওয়ালার গলার আওয়াজ শোনা গেল।

হাসান। মিঠাইওয়ালা হ'তে আমার লজ্জা নেই, ভীরু হ'তে লজ্জা আছে।

খলিফা। নিরাশ হ'য়োনা, হাসান। তোমাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলুম, তুমি তা মেনে চলনি, ললিত কলার উদ্যান ছেড়ে কর্ম্মের রাজপ্রাসাদে অনধিকার প্রবেশ করেছ তুমি, রাজ রাজড়াদের অত্যাচার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছ, জটিলতার জালে ইচ্ছা ক'রেই নিজকে জড়িয়ে তুলেছ। এই আবাসটি তুমি হারালে, এই বাগান থেকে নির্ব্বাসিত হ'লে, কারণ রাজার বন্ধু হওয়ার উপযুক্ত নও তুমি। তবে গত রাত্রে আমার অনেক উপকার করেছ, তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হ'লো, রাজপ্রাসাদের সমস্ত মিঠাইর ফরমাস্‌ তোমার দোকানেই দেওয়া হবে এখন থেকে।

হাসান। হুজুর, এই দয়ার জন্যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

খলিফা। তোমার চরিত্রের মধ্যে যে পাগ্‌লামির আমেজ্‌ আছে তা আমি জানি। পরিবানু এবং রফি সম্বন্ধে

তুমি যে হৃদয়তা দেখালে তার প্রতি আমার সহানুভূতি জেনো, সে জন্যে তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ তাদের মৃত্যুর দর্শকদের মধ্যে তোমারও একটি স্থান থাক্‌বে।

হাসান। আঃ, না, না! সে আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না!

খলিফা। তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহের বিশেষ চিহ্নস্বরূপ তোমাকে আর মৃত্যু দৃশ্য দেখ্‌তে সেখানে যেতে হবে না, এখানে তোমার চোখের সাম্‌নেই তা নিয়ে আস্‌বে। তুমি স্বপ্ন দেখেছিলে তোমার দেয়ালে রক্তের ধারা বইছে। আমি সেই স্বপ্ন সফল ক'রে দেব।

হাসান। আর কখনো ঘুমুতে পার্‌ব না আমি!

খলিফা। (অনুচরের প্রতি) আমার আংটী নাও আর মশ্‌রুরকে জানিয়ে দাও সে যেন শব সহ এখানে আসে, এই শিবিরের মধ্যে যে গালিচা পাতা আছে তার উপরই বিলম্বিত মৃত্যু অনুষ্ঠিত হবে।

হাসান। হুজুর! হুজুর! এই কি যথেষ্ট নয়? আমার ব্যবসা এবং বাজারের কদর্য্যতার মধ্যে আবার আমি ফিরে যাব, আবার আমি গরীব হব, গরীব লোকের হাসির জিনীস হব—এই কি যথেষ্ট নয়? আমাকে দেখিয়ে সকলে বল্‌বে—"দেখ হাসানকে, সে বড়লোক হয়েছিল; এই নোংড়া কাপড়পরা হাসানটাকে দেখ,

সে সোণাদানা জড়িয়েছিল, দেখ ওকে যে খলিফার বন্ধু হয়েছিল, আর তার থেকে এইটুকু শিক্ষা কর যে কিছুই স্থায়ী নয় পৃথিবীতে।” কিন্তু আমি তাদের বিদ্রূপে কাণ না দিয়ে নিজের কাজ ক’রে যাব, আর অবসর সময় মনে কর্‌ব আমার এই আনন্দের দিনের কথা, এই গর্ব্বের দিনের কথা, মনে কর্‌ব এই চিরশান্তির উদ্যানকে, এই চির-সৌন্দর্য্যের ঝরণাকে, ধরার নন্দনের মত এই শিবিরটিকে; মনে কর্‌ব একদিন কবিদের সঙ্গে আমি কাব্যের কথা কয়েছি এবং তাদের নামেরই অনুরূপ সুন্দর দাসসকল আমার ছিল! রক্ষা কর, রক্ষা কর, হে দুনিয়ার মালিক, আমার দুঃখের মরুভূমির মধ্যে এই সবুজ স্মৃতির তাল-কুঞ্জটীকে রক্ষা কর। এ স্থানটিকে রক্তে কলঙ্কিত ক’রোনা। যে সব তরুলতা গতকল্যই তুমি আমাকে বন্ধু বলে ডেকেছ শুনেছে, মূক মর্ম্মপীড়ায় তাদের মাথা নুইয়ে দিয়ো না; যে চৌকাঠ আমি মাড়িয়েছি তা রক্তরঞ্জিত ক’রে তুলো না। ওগো, রক্ষা কর, রক্ষা কর; যার প্রতিধ্বনি চিরকাল আমার স্মৃতিকে ভূতের মত তাড়া ক’রে বেড়াবে তা আমাকে শুনিয়ো না—শুনিয়ো না ঐ শুভ্রকায়া সুন্দরীর মৃত্যুর কাতরোক্তি!

খলিফা। (রক্ষীদের প্রতি) শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত একে

ছেড়ো না। আর দেখো এর চোখ দুটি যেন বেশ খোলা থাকে এবং তাদের পরিপূর্ণ আনন্দ ভোজ গ্রহণ করে।

(অনুচরগণসহ খলিফা নিষ্ক্রান্ত)

হাসান। সূর্য্য অস্ত গেছে। রক্ষীগণ, ওহে রক্ষীগণ ! (কোনো উত্তর নাই) { অল্‌দার, উইলো, জুপার, টম্‌রস্কের প্রবেশ } এখন প্রার্থনার সময়, তোমরা প্রার্থনা কর না ? একটি ছোট রত্ন আমার এখনো আছে। (রক্ষীরা কোনো কথা বলিল না) তোমরা কি বোবা ? (রক্ষীর মাথা নাড়িল) কিন্তু তোমরা কালা হ'লে না কেন ? (রক্ষীরা তাদের জিহ্বা দেখাইয়া দিল) ওঃ ! তোমাদের জিভ্‌ ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে ! (রক্ষীরা শিবিরের জানালা দেখাইয়া দিল) কি দেখাচ্ছ তোমরা ? ......ওঃ, আস্‌মানী !

আস্‌মানী। আমি আড়াল থেকে সব দেখেছি এবং শুনেছি। হাসান রাজার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, ক্ষমতা হারিয়েছে।

হাসান। (পাগলের মত) বেশ, বেশ হয়েছে, চমৎকার হয়েছে ! তুমি জানালায়, আমি রাস্তায়। এটি হচ্ছে ওটির প্রতিচ্ছবি। হাঁস যেমন দুটি হ'য়ে জলে ভাসে তেম্‌নি ভেসে আসে আমাদের জীবনের ঘটনাবলী ! বল, বল ; এখন একটি মধুর মিথ্যা ঐ ঠোঁট

দিয়ে বের ক'রে দাও, আস্‌মানী! তুমি আমাকে কেমন ভালবাসো, ফুটাও সে কথা মুখে। অঙ্গের পর অঙ্গ তোমার সৌন্দর্য্য দেখিয়ে দাও—তারপর নিয়ে এস, নিয়ে এস তোমার নূতন প্রেমিককে—আমাকে বোকা ব'লে পরিহাস কর। বোকা, বোকা আমি—সেই চিরকেলে বোকা!

আস্‌মানী। এখনো হাসানকে আমি বোকা বল্‌ছি না। সে ক্ষমতা হারিয়েছে কিন্তু সম্পদ হারায় নি। রাজ-মিঠাইওয়ালা হাসান এখনো বোগ্‌দাদের সব চেয়ে ধনী বণিক হ'তে পারে।

হাসান। গণিকা! গণিকা! গণিকা!

আস্‌মানী। তুমি রাগ্‌লে কেন? তোমাকে কি আমি অপমান কর্‌লুম?

হাসান। ওঃ, একেই যদি তারা নিয়ে মার্‌তো, একেই মার্‌তো!

আস্‌মানী। (বাগানের দিকে চাহিয়া, হাসানকে ভুলিয়া) এতদিনে, এতদিনে! বিলম্বিত মৃত্যুর মিছিল! এতদিনে আবার সব দেখা যাবে! (বাগানের পিছন দিকটা সূর্য্যাস্তের শেষ আলোয় রাঙ্গিয়া উঠিল। শিবিরের দরজার দিকে বিলম্বিত মৃত্যুর মিছিলের কালো ছায়াগুলি বহিয়া চলিতে লাগিল—এই ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া। মশ্‌রুর—নগ্ন হাতে খোলা তলোয়ার। চারিজন সাহায্যকারী, কৃষ্ণবর্ণ কাপড় পরা। নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র হাতে দুইটি রক্ত বাস পরিহিত লোক একটি দোহদণ্ডে

উজ্জ্বল একটি বাতি ঝুলাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। পরিবানু এবং রফি অর্দ্ধনগ্ন, পায়ে মোটা শিকল। তাদের প্রত্যেকের পিছনে উত্তোলিত তলোয়ার সহ এক একটি সৈনিক। মশ্‌রুর শিবিরের দরজায় ঘা দিল; দাসগণ দরজা খুলিয়া দিয়া ভয়ে পলাইয়া গেল। বাতিটী জানালা দিয়া আলো বিকীর্ণ করিতে লাগিল, পরিবানু এবং রফির পিছনে দাঁড়ানো সৈনিকেরা তাহাদের পায়ের লৌহ শিকল খুলিয়া দিল এবং তাহাদের গলায় হাত দিয়া ভিতরে ঢুকাইয়া দিল। তারপর শিবিরের চারটি দাস আবির্ভূত হইল—বেতওয়ালা লোকটির রক্ষকতায়। তারা হাসানকে জোর করিয়া ঢুকাইয়া দিল। রঙ্গমঞ্চ প্রায় অন্ধকার হইয়া গেল, শুধু জানালা দিয়া অস্পষ্ট আলো আসিতে লাগিল। নীরবতার মধ্যে নির্ঝরের কলধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল! এবং সঙ্গে সঙ্গে কাড়া বাজিতে লাগিল। সেই শব্দের আড়ালে মর্ম্মভেদী কাতর চীৎকার অর্দ্ধচাপা পড়িয়া গেল। অবশেষে চন্দ্রের রূপালি আলোর জোয়ার বাগান প্লাবিত করিয়া দিল। রক্ষীরা ঠেলিয়া হাসানকে শিবিরের দরজায় আনিল। তার মুখ ভীষণ ফ্যাকাসে; সে টলিতে টলিতে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া নির্ঝরের ছায়ায় পড়িয়া গেল। মিছিলের যা অবশিষ্ট ছিল এখন তা বিপরীত ক্রমে চলিল। মশ্‌রুর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, আস্‌মানী তার বাহু ধরিয়া টানিতেছে) মশ্‌রুর, কালো মশ্‌রুর!

মশ্‌রুর। আল্লা—মাগীটা!

আস্‌মানী। তোমার গায়ে কেমন রক্তের গন্ধ!

মশ্‌রুর। আর তোমার গায়ে গোলাপের।

আস্‌মানী। ওরা যন্ত্রণায় মোচ্‌ড়াচ্ছিল দেখে আমি হাস্‌ছিলুম—পর্দ্দার আড়াল থেকে সব দেখে হাস্‌ছিলুম। তুমি আবার ওর রক্তপান কর্‌তে গেলে কেন?

মশ্‌রুর। প্রতিজ্ঞা ছিল।

আস্‌মানী। আমারো রক্ত কি তুমি পান কর্‌বে?

মশ্‌রুর। আমার বাহু দুটি দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধর্‌ব কি?

আস্‌মানী। তোমার বাহু দুটি হচ্ছে কাল চক্‌চকে পাথরের দেয়াল, তোমার বুকটি হয়েছে অন্ধকারের দুর্গ!

মশ্‌রুর। ছোট্ট সাদা পোকাটী, তোমাকে আমার বুকে পিষে মার্‌ব। (আস্‌মানীকে জড়াইয়া ধরিল)

আস্‌মানী। (একটু পরে তার আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়া আকস্মিক ভীতিসূচক চীৎকার করিয়া) ওঃ, আমাকে ছেড়ে দাও। শুন্‌ছ কিছু? শুন্‌ছ?

মশ্‌রুর। রাত্রির অস্ফুট শব্দ ছাড়া আর কি শুন্‌বার আছে?

আস্‌মানী। (লাফাইয়া সরিয়া গিয়া) ফুলগুলি কথা কচ্ছে, বাগান জীয়ে উঠেছে। (সে পড়িয়া গেল)

মশ্‌রুর। (তাহাকে তুলিয়া লইয়া নুইয়া) মেয়েটা রক্ত ভালবাসে আর জ্যোৎস্না দেখে ভয় পায়! কি চমৎকার সাদা এবং মোলায়েম! নিয়ে যাই বাড়ী।

(প্রস্থান)

(হাসানকে খুঁজিতে খুঁজিতে ইসাকের প্রবেশ)

ইসাক। হাসান—কোথায় প'ড়ে আছে সে? হাসান, ও হাসান! হারুণ, তার কোমল হৃদয়টি তুমি ভেঙ্গে দিয়েছ আর আমি ভেঙ্গে দিলুম আমার বাঁশী; আর তোমার জন্যে বাঁশী বাজাচ্ছিনা। সে হয়ত রাস্তায় রাস্তায় মৃত্যুর মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে আর নিজের চোখ দুটি উপ্‌ড়ে তুলে ফেল্‌তে চাচ্ছে। হাসান, ও হাসান! এই তো সে! আগে যেমন দেখেছিলুম তেম্‌নি পড়ে আছে সে নির্ঝরের ছায়ায়—চাঁদের দিকে মুখ ক'রে। তার জীবনে গানের মতই মিল আছে। জীবন কি একটা মুকুর যাতে ঘটনা সব দ্বিগুণিত হ'য়ে দেখা দেয়?

হাসান। (মূর্চ্ছা হইতে অর্দ্ধ জাগ্রত হইয়া) যে হাঁসেরা ভেসে যায়—

ইসাক। (তাহাকে তুলিবার জন্য তার উপর ঝুকিয়া বন্ধু, তোমার গলার স্বর শুনে সুখী হলুম। ওঠ, ওঠ, ভারি দুঃখের অবস্থা তোমার!

হাসান। (ক্ষীণ ভাবে) আমাকে শুয়ে থাকতে দাও। এই স্থানটি নির্জ্জন, মাটি সুশীতল। কবরে রাখ্‌বার জন্যে যেন শুধু আমাকে তোলা হয়, তারপর আমি নদী দিয়ে ভেসে চলে যাব সাগরে।

ইসাক। তুমি জীবিত, কেউ তোমাকে কিছু কর্‌বে না—কথা শোন, নৈরাশ্য দূর কর।

হাসান। সেই সাগরে কোনো লাল মাছ নেই।

ইসাক। ওঠ, ওঠ, সাহস ধর; জানি তুমি ভুগেছ।

হাসান। মেয়েটি সাহসী ছিল! ওঃ! তার হাত দুটি, তার হাত দুটি!

ইসাক। আমাকে ঐ কাহিনী ব'লো না।

হাসান। তুমি কবি। তারা তার প্রেমিকের গলা কেটে তার চোখে নিয়ে রক্ত ঢাল্‌লে।

ইসাক। চুপ কর। তোমাকে আজ সয়তানে পেয়েছে। আমি বল্‌ছি তোমাকে, এ সত্য নয়। স্বপ্ন দেখা বন্ধ কর; আমার চোখের দিকে চেয়ে দেখ; শোন! (বাগানের বাইরে অনেকগুলি ঘণ্টার ধ্বনি শোনা গেল) শুন্‌ছ? চন্দ্রের ফটকের দিকে উট সব তাড়া ক'রে নেওয়া হচ্ছে। মধ্য রাত্রে যাত্রীরা সব সুদূর উত্তর-পূর্ব্বদিকে, ধরণীর স্বর্গ বোখারা ও সমরখণ্ডের দিকে রোয়ানা হবে। এ মরুভূমির পথ, উজ্জ্বল সমুদ্র তীরের মত পীতবর্ণ এ পথ, তাই সকলে একে ব'লে থাকে সোণালি যাত্রা।

হাসান। কিন্তু এই সমরখণ্ডের সোণালি যাত্রায় তোমার আমার কি?

ইসাক। আমি ছেড়ে যাচ্ছি এই অত্যাচারের—এই রক্তের

বোগ্‌দাদ। আমি আমার বাঁশী ভেঙ্গে ফেলেছি, রাজাদের প্রশংসায় তা আর কখনো বাজ্‌বে না। এবার আমি মরুভূমির পথেরই পথিক হব এবং পৃথিবীর শূন্যতার স্বরের জন্যে কাণ পেতে থাক্‌ব।

(গান)

আজ গেছে ভেঙ্গে বাঁশী, গেছে মোর প্রাণ ভাঙ্গিয়া!
মোহের বাঁধান, অলীক স্বপন, গেছে মোর আজ কাটিয়া!
রাজ হর্ম্ম্যতল এসেছি ছাড়িয়া,
নীলাকাশ তলে আবাস রচিয়া?
সম্পদের মোহ, ক্ষমতা গরিমা,
নন্দন নরক, রক্ত কালিমা,
এসেছি ছাড়িয়া প্রকৃতির কোলে,
মুক্ত আনন্দ নিঝরের তলে
স্বাধীনতা মাঝে—যথায় বিরাজে
বিশ্ব দেবতার পরশ অমিয়া—
সীমা ছেড়ে তাই সীমাহীন মাঝে
বিরাট বিশ্ব লয়েছি বরিয়া!

(কথায়) আর তুমি থাক্‌বে আমার পাশে।

হাসান। আমি?

ইসাক। উঠ।

হাসান। (ইসাকের সাহায্যে উঠিয়া) বাঞ্ছিত মৃত্যুর হাত থেকে কেন আমাকে বাঁচালে? তোমার কাছে কিম্বা আর কোনো জীবিত মানুষের কাছে আমি কে? কেন

অদৃষ্টের মত এসে আবার তুমি আমাকে জীবনের পথে টেনে নিচ্ছ ?

ইসাক। কারণ আমি তোমার বন্ধু এবং তোমাকে আমার দরকার আছে।

হাসান। ওঃ, ইসাক ! কবি ইসাক !

ইসাক। যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হও।

হাসান। আমার তো সঙ্গে নেবার কিছু নেই।

ইসাক। ওঃ ! তুমিই তো তাহ'লে যাত্রী, প্রকৃত তীর্থযাত্রী। আমার কিছু স্বর্ণ দিনার রয়েছে। প্রয়োজনীয় জিনীসের অভাব হবেনা আমাদের। ফটকে গিয়ে এই আরামের এবং কুঁড়েমির রেশমী পোষাক বদ্‌লিয়ে আমরা পরিশ্রমের মোটা পোষাক প'রে নেব। তোমার ঘর থেকে কিছু নেবার নেই, একটি জিনীসও নয় ?

(গান)

হাসান। ক্যা সওদা ভাই মজুদ্ কিয়ো সাথে লেনেকো
যব্ যাওগে দুনিয়া ছোড়্‌কে যাহা মোকান তুম্‌কো ?
দোলৎ এমারত্ দোস্ত পিয়ারী
যিস্ যিস্ পর তোম আসক্ ভারি,
কোই নেই তোমারা সাথ্ যায়গা,
একেলা তোমারি যানা হোগা,
দুনিয়া কি খেল সমঝো সব ভেল,
হরদম্ দিল্‌মে রাখ্‌খ ইবাত্‌কো !

(কথায়—কাঁপিয়া উঠিয়া) এই ঘরে কিছু নেই, কিছু নেই, কিন্তু একটি পুরোণো গালিচা আছে এখনো আমার দোকানে। তার ফুলগুলো তো কাফ্রীটায় কলঙ্কিত করেনি? কিন্তু তার সন্ধানে যেতে সাহস হয় না।

ইসাক। আমি নিয়ে আস্‌ব তা। তুমি তোমার সান্ধ্য প্রার্থনা কর্‌বার সময় মরুভূমির উপর তা মেলে দেবে, ঊষর বালুকার সীমাহীনতার মধ্যে সেই হবে কোমল ঘাষের একটি ছোট্ট মাঠ।

হাসান। (হঠাৎ ভয়ে ইসাককে ধরিয়া) আমার কাছে থাক, আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। রাত্রিটা ভীষণ হ'য়ে উঠ্‌ছে!

ইসাক। মাথা নষ্ট হ'তে দিয়োনা। এতো শুধু তারা আর চাঁদ আর জ্যোৎস্নার স্বপ্নে মগ্ন বাগানের ছবি।

হাসান। বাতাস ছাড়াই গাছগুলো নড়্‌ছে, ফুলগুলো কথা বল্‌ছে, তারাগুলো বড় হ'য়ে উঠ্‌ছে!

ইসাক। শান্ত হও, কিছুতো নয়।

(ঝরণার জল লাল হইয়া উঠিল)

হাসান। ঝর্‌ণা—ঝরণা!

ইসাক। ওঃ! ঝরণা থেকে যে রক্তের ধারা বইছে! চ'লে এস।

হাসান। বাগান জীয়ে উঠেছে।

ইসাক। চ’লে এস ; ভূতের উপদ্রব! চ’লে এস, চ’লে এস ! ঐ ঘণ্টার ধ্বনি শুনে চল !

(ভয়ে উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

(নির্ঝরের শিল্পীর প্রেতাত্মা খুব ফিকে রঙের বিদেশী পোষাকে নির্ঝর হইতে বাহির হইয়া আসিল)

নির্ঝরের প্রেতাত্মা। বাগান এখন প্রেতাত্মাদের। চ’লে এস, নূতন ভাই আর বোন। পৃথিবীর স্থূল প্রভাব তোমাদের উপর থাক্‌তে থাক্‌তে চ’লে এস, কথা বল্‌তে এবং দেখা দিতে চ’লে এস। চ’লে এস, যারা গেছে এবং যারা আস্‌ছে তারা সকলেই তোমাদের সঙ্গে নৃত্য কর্‌বে।

রফির ও পরিবানুর প্রেতাত্মা। (রফির গলার স্বর, রফির পোষাক, রফির ভগ্ন শৃঙ্খল, কিন্তু সব মৃত্যুর মত ফিকে রঙের) হে নির্ঝরের প্রেতাত্মা, আমরা এখানেই।

নি-প্রে। তোমাকে এবং তোমার শুভ্রকায়া সঙ্গিনীটিকে এই—এই প্রেত রাজ্যে অভ্যর্থনা ক’রে আন্‌ছি। ইচ্ছামত তোমরা এখানে আনন্দ কর, ভ্রমণ কর। পৃথিবীর অত্যাচার আর তোমাদেরে স্পর্শ কর্ত্তে পার্‌বে না। প্রেম অবিনশ্বর, প্রেমিক প্রেমিকার পরীক্ষা হয় যথেষ্ট কিন্তু তাদের প্রকৃত মৃত্যু বা বিচ্ছেদ নেই। যাও, আনন্দে অবস্থান কর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বোগ্‌দাদ সহরের চাঁদনি ফটক। উজ্জ্বল চন্দ্রালোক। বণিকগণ, উটচালক এবং তাহাদের উটগণ, তীর্থযাত্রী, ইহুদি, স্ত্রীলোক, হরেক রকমের লোক। লৌহ শলাকাবিশিষ্ট ফটকে প্রকাণ্ড একটি চাবি লইয়া প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে হাসান এবং ইসাক তীর্থযাত্রীর বেশে রহিয়াছে।

বণিকগণ। (একত্রে) (গান)

চল সম্মুখে চল সম্মুখে
চল হে তিমির যাত্রী,
চল হে বোগ্দাদী বণিকের দল
চল হে পেরিয়ে রাত্রি।

প্রধান পোযাক বিক্রেতা।

আছে কাশ্মীরী কৃষ্ণ গালিচা,
আছে পারস্যের পাগ্‌ড়ী,
চোগা আচ্‌কান উষ্ট্র বোঝাই
আছে হিন্দুস্থানী ঘাগ্‌ড়ী।

গন্ধ বিক্রেতা।

গোলাবী আতর আছে চন্দন,
আছে অগুরুর গুরু গরিমা,
তেল মশলার গন্ধ বাহার
আছে মৃগনাভির মহিমা।

প্রধান ইহুদীগণ।

ময়ূরী ঢঙের আছে পুঁথি যত,
ডামাস্কাসের পুরাতন লিখা,
বাঁয়ে কুমীর আঁকা তলোয়ার,
কণ্ঠের হার ও রত্নটাকা॥

যাত্রীদলের সর্দ্দার। কিন্তু তোমরা শুধু ইহুদী তো?

প্রধান ইহুদী। অধিকার আছে বাঁচিতে তারো।

যাত্রীদলের সর্দ্দার।

কিন্তু তোমরা কে, জীর্ণতায়
যারা কারো কাছে নাহিক হারো?

ইসাক। মোরাও দুজনে তীর্থ যাত্রী,
তরিতে চাই হে সাগর নীর,
নীল পাহাড়ের ওপারে সুদূরে
তাইতো রেখেছি নয়ন স্থির।
গৃহের আরামে জড়াইয়া হিয়া
কাটাক্‌ যে চায় শয়নে রাত্রি।

(গান) দূর দুর্গম সমর খণ্ডের
আমরা সোণালি পথের যাত্রী।

প্রধান বণিক। চল সম্মুখে, চল সম্মুখে—

একজন স্ত্রীলোক। ওহো, গৃহ ছাড়ি যাবে কোন্‌ দুঃখে,
গৃহই সবার জীবন ধাত্রী!

বণিকগণ। (একসঙ্গে কোরাস্‌) না, না—

(গান) দূর দুর্গম সমর খণ্ডের
আমরা সোণালী পথের যাত্রী।

একটি বৃদ্ধা। ফুলবালা আর ফুলমালা ঘরে
নাই তোমাদের যা রাখিবে ধ'রে?
নাই গেহে হিয়া-অধিষ্ঠাত্রী?

বণিকগণ। (একত্রে) না, না—

(গান) দূর দুর্গম সমর খণ্ডের
আমরা সোণালি পথের যাত্রী।

হাসান। ঘরের মায়ার কুহেলি ঘোম্‌টা

খসিয়া গিয়াছে হৃদয় হ'তে,
বিরাট বাহিরে লইনু বরিয়া
দিগন্ত ঘেড়া বালুকা পথে।

ইসাক। নৃপতি নগর ছোঁয়াচ লেগেছে,
যে বাঁশীতে তা গিয়েছে টুটি,
খোদার হাতে এ দেহ বাঁশীটি
উঠুক এখন ফুকারি ফুটি।

যাত্রীদলের সর্দ্দার।
হে প্রহরী, এবে খুল হে ফটক।

প্রহরী। এই দিনু খুলি, ঘুচিল আটক ?
দেখ হে এখনো রয়েছে রাত্রি।

বণিকগণ। (একত্রে) তা থাক্‌—
(গান) দূর দুর্গম সমর খণ্ডের
আমরা সোণালী পথের যাত্রী।
(যাত্রীদল ফটক পার হইয়া গেল)
(দূর হইতে বণিকগণের মিলিত কণ্ঠ শোনা গেল)
(গান) চল সম্মুখে, চল সম্মুখে
চল হে তিমির যাত্রী,
দূর দুর্গম সমর খণ্ডের
আমরা সোণালি পথের যাত্রী।

